উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

‘৩৬৫ দিন ভবানীপুরে থাকি’ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ১৮°	২৯° / ১৮°	২৯° / ১৮°	২৮° / ১৭°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন			

কুমিল্লায় ট্রেন-বাস সংঘর্ষে মৃত ১২ ৭

জ্বালানি সংকট রোধে বৈঠক

কালোবাজারি রুখতে কড়াকড়ি কেন্দ্রের ৭

শিলিগুড়ি ৮ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 23 March 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 302

আজ অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মার্চ : বহুপ্রতীক্ষিত অতিরিক্ত প্রথম তালিকার জন্য এখন সবাই অধীর আগ্রহে সময় গুনছেন। নির্বাচন কমিশন সোমবার সেই তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। রবিবার পর্যন্ত ২৮ লক্ষের কিছু বেশি বিচারাধীন বিষয়ের নিষ্পত্তি হলেও, এখনও ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভাগ্য অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলে রয়েছে। তালিকা প্রকাশ হতে সন্ধ্যা হতে পারে বলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন। কমিশনের অন্দরমহল থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রকাশিত তালিকা থেকে কয়েক লক্ষ মানুষের নাম বাদ যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই আঁচ পেয়েই নবান্ন বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

অশান্তির আশঙ্কায় প্রস্তুত প্রশাসন

এই সংবেদনশীল আবহে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন নন্দীগ্রামের প্রচার ময়দান থেকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ‘যোগ্য-অযোগ্যের বিচার আদালত করছে। এর মধ্যে কমিশন বা রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই। যাঁরা সোমবারের তালিকায় বাদ পড়বেন তাঁরা আবার ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে পারবেন।’ উল্লেখ্য, গত শুক্রবারই এই তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু শনিবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে তা স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে ইদ মিটতেই সোমবার এই তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার এই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের পর তা সাধারণ ভোটার তালিকার মতোই জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং বিডিও অফিস সহ প্রতিটি বুথে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। প্রযুক্তির সাহায্য নিতে ইচ্ছুক নাগরিকরা eci.gov.in ওয়েবসাইট বা ‘ecinet’ অ্যাপের মাধ্যমেও নিজেদের নাম যাচাই করে নিতে পারবেন। তালিকায় মূলত তিনটি কলাম থাকবে। *এরপর দশের পাতায়*

কামারপাড়া হাটে কৃষকদের থেকে ধান কিনছেন মহাজনরা।

শুষ্ক আত্রেয়ী, প্রত্যাশাও শুকিয়ে কাঠ

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে বালুরঘাট

ভোটের অঙ্ক

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ মার্চ : নামেই লাইফলাইন। কোথাও চড়া জেগে উঠেছে, কোথাও নালার মতো সরু হয়ে বয়ে চলেছে। বাইরের কেউ এলে, বলে না দিলে তাঁর বিশ্বাসই হবে না যে, আত্রেয়ী একটি নদী। জল ধরে রাখতে নদীবক্ষে স্বল্প উচ্চতার বাঁধ দিয়ে বালুরঘাটের আত্রেয়ী আবেগের মর্যাদা রাখতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁধ থাকায় বছরখানেক আত্রেয়ী জলে টইটুম্বুর ছিল।

পরিস্থিতি এত ভালো ছিল যে, পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র আত্রেয়ীতে বোট চালানোর পরিকল্পনাও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে এক বছরের মাথায় বাঁধ ভেঙে আত্রেয়ীর জল বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। নদীর ধারে বসে সেই আক্ষেপই করছিলেন মাছ ব্যবসায়ী স্বপন হালদার। তাঁর কথায়, ‘কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুর্বল বাঁধ বানানো হল। নদীই শিক্ষা দিয়েছে, বাঁধ ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই দুর্নীতির জন্য কোনও নেতার সাজা হল না।’

বালুরঘাটের এক গ্যারাজে কর্মরত তৃণমূলের এক কর্মীরও আক্ষেপ, ‘ক’জনই বা শাস্তি পায়। আমার পাড়ায় সামান্য বৃষ্টি তো বটেই, মনে হয় ব্যাঙে পেচ্ছাপ করলেও রাস্তায় জল জমে থাকে। প্রায় সারাবছর এই জলকষ্ট নিয়ে আমাদের চলতে হয়।’ বাম আমলে গোটা শহরে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ড্রেন তৈরি হয়েছিল। তার দেখভাল আর সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ এলাকায় জল গড়ায় না।

আছে পানীয় জলের কষ্টও। বালুরঘাট শহরের কয়েক হাজার পরিবারের বাড়িতে পানীয় জলের প্রকল্প পৌঁছাতেই পারেনি পুর বোর্ড। তৃণমূল পুর বোর্ডের কাছে শহরের মানুষের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য বললেই চলে। এর প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে পড়তে পারে আঁচ করে কিছুদিন আগে তৃণমূল কাউন্সিলাররাই বিদ্রোহ করে চেয়ারম্যান পদ থেকে অশোক মিত্রকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনেও বালুরঘাট তৃণমূলকে জেতায়নি। *এরপর দশের পাতায়*

নির্বাচন কমিটি নিয়ে কোন্দল তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : নির্বাচন কমিটি তৈরি করা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসে গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। অভিযোগ, ওয়ার্ডের নেতা-নেত্রীদের গুরুত্ব না দিয়ে কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বাড়িতে বসে মনগড়া কমিটি তৈরি করেছেন। এই কমিটি দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করতেই ক্ষোভের সূচনা। খোদ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান পদ পাওয়া নেতাই কমিটি থেকে সরে যাওয়ার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। তারপর থেকে একে একে অনেকেই এই কমিটিতে থাকতে পারবেন না বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কাউন্সিলার শোভার অবশ্য দাবি, ‘দলে কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই।’

একাধিক নেতার অভিযোগ, কাউন্সিলার দলের নিয়মকানুন মানেন না। ওয়ার্ডের উন্নয়নের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে দলীয় কাজকর্ম- সব তিনি নিজের ইচ্ছেমতো করছেন। একটা নির্বাচন কমিটি তৈরি করতে হলে আগে দলের ওয়ার্ড সভাপতি, যুব এবং মহিলা শাখার সভাপতি সহ অন্যদের নিয়ে বৈঠক করা উচিত ছিল। এভাবে ওয়ার্ডে সংগঠনের ক্ষতি হচ্ছে।

- দলের মধ্যেই অভিযোগ, কাউন্সিলার দলের নিয়মকানুন মানেন না
- ওয়ার্ডের উন্নয়নের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে দলীয় কাজকর্ম- সব তিনি নিজের ইচ্ছেমতো করছেন
- নির্বাচন কমিটি তৈরি করার নিয়মও তিনি মানেননি

বিধানসভা ভোটের মুখে অন্দরের ক্ষোভ সামনে আসায় অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা নেতা দুলাল দত্ত অবশ্য বলেছেন, ‘৪২ নম্বর ওয়ার্ডে কোনও সমস্যা নেই। সবাই একজোট হয়ে কাজ করছেন। কোনও নির্বাচন কমিটিও হয়নি।’

শোভা কাউন্সিলার হওয়ার পর থেকে গত চার বছরে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর অভিযোগ উঠেছে। দলের নেতা-নেত্রীদের গুরুত্ব না দেওয়া, ওয়ার্ডের উন্নয়নে কোথায় কী করা হবে সেই বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া, মহানন্দা নদীর চরে বসতি তৈরি হওয়া, নদী থেকে নিয়মিত বালি পাচার সহ দলীয় সংগঠন পরিচালনা- সবেতেই প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। আর এসবের ফলে গত কয়েক বছরে এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের একাধিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে ওয়ার্ডে দলীয় প্রচারের জন্য একটি নির্বাচন কমিটি তৈরি হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

রাজ্য নেতৃত্বে পুরো আস্থা নেই

বঙ্গজয়ে দায়িত্ব দিল্লির নেতাদের

উত্তরের ভোট-আয়না

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ’২১-এর নির্বাচনে তীরে এসে তরী ডোবার পর ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে আঙুল তুলেছিল বঙ্গ বিজেপির বড় একটি অংশ। কিন্তু ’২৬-এর ভোটেও বাংলা দখলের লক্ষ্যে রাজ্য নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না বিজেপির নেতৃত্ব। প্রার্থীরা কোথায়, কীভাবে প্রচার সারবেন, তা নিয়ন্ত্রিত করছেন দিল্লির নেতারাই। শুধু প্রচার নিয়ন্ত্রণ নয়, উত্তরবঙ্গে পা রেখে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে চলেছে দিল্লির ৬/এ দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের নেতৃত্ব। রবিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের প্রার্থী এবং দলের জেলা সভাপতিদের একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যে কারণে বৈঠক শেষে দলের অন্দরের প্রশ্ন, তাহলে কি এবারও রাজ্য নেতৃত্বের ওপর ভরসা নেই দিল্লির। সরাসরি কোনও মন্তব্য না করে বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরের এক নেতা বলছেন, ‘লক্ষ্য রাজ্যে ক্ষমতা দখল। তার জন্য যা যা করণীয়, তা প্রার্থী এবং নেতাদের করতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি ভালো রয়েছে।’

’২১-এর ভোটে বঙ্গ রাজনীতিতে গেরুয়া-ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা আছড়ে পড়েনি। যে কারণে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ‘যোগদান মেলা’-কে যেমন দায়ী করেছিলেন অনেক নেতা, তেমনই সম্পূর্ণভাবে দায় এড়াতে পারেননি বিজেপির বঙ্গ নেতারা। এবার তৃণমূল ভাঙিয়ে নেতাদের দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক বিজেপি। কিন্তু ভোটের ব্যাটন থাকছে কার্যত দিল্লির নেতাদের হাতেই। বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য নেতৃত্বের উপর ভরসা রাখলেও ময়দানে নামানো হচ্ছে ভোট পরিচালনায় অভিজ্ঞ দিল্লির এক ঝাঁক নেতাকে। যাঁদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

রবিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের পাশের একটি ভবনে বিজেপির ভোট সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের তরফে এ রাজ্যের নির্বাচনি প্রভারি ভূপেন্দ্র যাদব, সহ প্রভারি মঙ্গল পান্ডে এবং দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসাল। উত্তরবঙ্গের দলের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, দলীয় প্রার্থী এবং নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা নেতাদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। নির্বাচনি কৌশল কী হবে, তা এদিন তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলকে কাজে লাগানো। প্রার্থী হতে না পেরে বা দলীয় প্রার্থীকে পছন্দ করতে না পেরে যে সকল তৃণমূল নেতা ক্ষুব্ধ, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দলের বিক্ষুব্ধ এবং পুরোনো নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রার্থীদের।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিদায়ি বিধায়ক ও এবারের প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলছেন, ‘কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশমতো সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। প্রচারে কোনও খামতি নেই বরং জোরদার প্রচার চলছে।’ শীতলকুচির প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন বলেন, ‘তৃণমূলের দুর্নীতি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি হিন্দুদের রক্ষার লড়াইয়ে সকলকে শামিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

শিলিগুড়িতে বিজেপির নির্বাচনি প্রস্তুতি বৈঠক। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বিজেপি শিবিরে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়। রাজ্য নেতাদের একাংশের ব্যক্তিগত পছন্দের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য এই ক্ষোভ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এ কারণেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরে রাখার কৌশল বলে মনে করছেন অনেকে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য বলছেন, ‘রাজ্য নেতৃত্বের উপর ভরসা না রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন। এদিনের সাংগঠনিক বৈঠকে প্রচারের নানা কৌশল বলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।’

সময়ের কথা

উত্তরের হাহাকারে রাজনীতির উৎসব

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কৃষকের কান্নায় ভিজে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের মাটি। হাজার হাজার বিঘা মাঠের আলু জলের তলায়। বর্ষাকালের মতো লাগাতার বৃষ্টিতে আলুতে পচন ধরেছে। সেই গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যে তামাক আর ভুট্টাকে ঘিরে উত্তরের প্রান্তিক মানুষগুলো সোনালি স্বপ্ন বুনেছিল, শিলাবৃষ্টির নির্মম আঘাতে সেই স্বপ্ন আজ ছিন্নভিন্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যখন হাজার হাজার কৃষক ডুকরে কাঁদছেন, তখন বাংলার রাজনীতির অলিন্দে চলছে রাজনৈতিক উৎসবের মহড়া। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোনও ঝান্ডা হাতে কোথাও মিছিল, অবরোধ, বিক্ষোভ হচ্ছে না। নেতারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত এখন। এক অদ্ভুত সমাজে বাস করছি আমরা, যেখানে নেতারাই সব ঠিক করেন।

ভোটের বাদ্যি বাজলে বুঝি মানুষের কান থেকে যন্ত্রণার আর্তনাদ হারিয়ে যায়? নেতারা এখন সকাল-সন্ধ্যা ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন ‘সেবক’ সাজার লোভে। অথচ সেই তথাকথিত সেবকদের চোখের সামনেই আজ উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তবুও তাঁদের জিভ আড়ষ্ট, পদক্ষেপ স্থবির, আর সংবেদনশীলতা হিমাঙ্কে নেমে গিয়েছে।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে রাজনীতির কারবারিরা নির্বাচন কমিশনের বিধির ঢাল খুঁজে বের করেছেন। অজুহাত দেওয়া হচ্ছে যে, এখন সবটাই কমিশনের নিয়ন্ত্রণে, তাই সরকার নাকি অসহায়। কিন্তু এই যুক্তি কি ধোপে টেকে? নির্বাচন কমিশনের বিধিতে কোথাও বলা নেই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে না। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যে, খরা, বন্যা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ সচল রাখা যায়, এমনকি নতুন করে ত্রাণকার্য শুরু করতেও বাধা নেই— *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

বঙ্গের জ্যোতিরঙ্গ

রোমাকে প্রার্থী চেয়ে অবরোধ

বিধাননগরের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় তৃণমূলের অবরোধ। রবিবার।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মার্চ : এতদিন কিছু বোঝা যায়নি। হঠাৎ রবিবার ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার নাম বদলের দাবি উঠল। রিনার বদলে রোমা রেশমি এক্কার নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার দাবি তুলে এদিন শিলিগুড়ি-কলকাতা ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এপ্রসঙ্গে রোমার সাফাই, ‘আমি দলের সঙ্গেই আছি। দলে থেকেই কাজ করব। টিকিটের জন্য কোনও কাজ করিনি।’

ইতিমধ্যে তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপি ও বামফ্রন্ট শিলিগুড়ি মহকুমার আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আশপাশের জেলায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে এলেও এখানে এতদিন প্রার্থী নিয়ে কোনও দলেরই কোনও দ্বন্দ্ব সেভাবে জনসমক্ষে আসেনি। ছবিটা বদলে গেল রবিবার। এদিন বিধাননগরের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় প্রায় ৫০-৬০ জন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী প্রায় আধঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমাকে প্রার্থী করতে হবে। বিক্ষোভকারী বেনারডেট বারুয়া ও ক্রিসেন্সিয়া তিরকির কথায়, রোমা রেশমি প্রতিটি চা বাগান ও আদিবাসীপাড়ায় সরাসরি পৌঁছে মানুষের কাজ করেন। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কাকে সাধারণ মানুষ চেনেন না। তাঁর সক্রিয়তা কেবল ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ।

আর ঘটনার পর জল্পনা আরও ছড়িয়েছে রোমার কৌশলী মন্তব্যে। রবিবারের প্রার্থনা সেরে গির্জা থেকে ফিরে খবরটি শুনে তিনি অবাক হয়েছেন বলে দাবি করেন। তারপর বলেন, ‘এর আগে অনেকবার আমার সমর্থকরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে চেয়েছিল। আমি আটকেছি। কতজনকে আর আমি আটকে রাখতে পারব?’ *এরপর দশের পাতায়*

উত্তর-পূর্বের সুরক্ষায় চিকেন নেকে ডিজিটাল বর্ম

উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে জওয়ানদের বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যা গোলাবারুদের খরচ ও প্রাণের ঝুঁকি দুই-ই কমিয়ে দেবে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাণভোমরা শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক-এর নিশ্ছিদ্র সুরক্ষায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনা। সেনার ত্রিশক্তি কর্পসের হেডকোয়ার্টার শিলিগুড়ির সুকনা সেনাছাউনিতে তৈরি হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গবেষণাগার এবং কৃত্রিম যুদ্ধাভ্যাস কেন্দ্র। ওই গবেষণাগারের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ত্রিশক্তি ফ্যাব ল্যাব’, যা আসলে যুদ্ধের ময়দানে প্রযুক্তির এক আধুনিক কামারশালা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং রণকৌশলের মেলবন্ধনে তৈরি গবেষণাগারটি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা নয়, বরং গোটা দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেই এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

অত্যাধুনিক গবেষণাগারটি আসলে কী এবং কেনই বা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, গবেষণাগারটি সেনাবাহিনীর অন্দরে তৈরি এমন একটি পরীক্ষাগার যেখানে মূলত ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্র ও বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির মেলবন্ধন এবং উন্নততর কৃত্রিম পরিবেশ তৈরির প্রযুক্তি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও কাজ হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই গবেষণাগারের নিজস্ব ড্রোন তৈরির সম্পূর্ণ পরিকাঠামো ও ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নজরদারি বা বিশেষ কোনও অভিযানের জন্য সেনাকে আর বাইরের কোনও সংস্থা বা আমদানির ওপর নির্ভর করতে হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী সেনা জওয়ান বা প্রযুক্তিবিদরাই গবেষণাগারে দেশীয় প্রযুক্তিতে নিজেদের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত সমাধানসূত্র বের করতে পারবেন।

সুকনা সেনাছাউনিতে এমন একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরির কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক দিক থেকে শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক ভারতের কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিই ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যকে যুক্ত করেছে। সামরিক ও বাণিজ্যিক- দুই দিক থেকেই এই পথের নিরাপত্তা ভারতের কাছে জীবনরেখার মতো। এই করিডরের একদিকে রয়েছে নেপাল, অন্যদিকে বাংলাদেশ এবং কিছুটা উত্তরে গেলেই ভুটান ও চিনের সীমান্ত। এই বিস্তীর্ণ এবং জটিল এলাকার পাহারার দায়িত্বে রয়েছে সেনা ও বায়ুসেনা। দেশের সমস্ত প্রতিরক্ষাবাহিনী থেকে বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে চিকেন নেক *এরপর দশের পাতায়*

প্রযুক্তির কামারশালা

চিকেন নেক রক্ষায় বিদেশি সরঞ্জামের বদলে এখন থেকে সম্পূর্ণ দেশীয় ও নিজস্ব প্রযুক্তির ওপর ভরসা করবে সেনা

- আধুনিক গবেষণাগারে সেনাবাহিনীর নিজস্ব ড্রোন ও উন্নত যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরিতে সক্ষম
- ফ্যাব ল্যাবের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ড্রোনের সাহায্যে উত্তরবঙ্গের ঘন জঙ্গল ও সিকিমের দুর্গম পাহাড়ি সীমান্তে শত্রুর গতিবিধি দ্রুত শনাক্ত করা যাবে

এক্সক্লুসিভ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃষ্টির জমা জল থেকে ধুয়ে তোলা হচ্ছে আলু। রবিবার কোচবিহারে সোনাপুর এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

প্রার্থী নিয়ে কড়া মনোভাব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

ভোল বদল বিজেপির বিক্ষুব্ধদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে কার্যত পিছু হটলেন পাহাড়ের বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতারা। প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর যেভাবে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্দল প্রার্থী দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তা নিয়ে এখন কার্যত নীরব বিক্ষুব্ধরা। দলের দার্জিলিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রার্থী বদলের কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই প্রার্থীদের মেনে নিয়েই দলের কাজ করতে হবে। কেউ তাতে রাজি না হলে সরে যেতে পারেন। দল পরবর্তীতে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বিক্ষুব্ধরা আর দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এগোতে সাহস পাচ্ছেন না বলে খবর। পাহাড়ের বিজেপি বিক্ষুব্ধ নেতা রাজেন মুখিয়া রবিবার বলেছেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। নির্দল প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।' একই কথা বলছেন পাহাড়ের বিজেপির আরেক বিক্ষুব্ধ নেতা মনোজ দেওয়ান।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'প্রার্থীপদের ২৪ জন দাবিদার ছিলেন। আসন তো তিনটি। সবাইকে তো প্রার্থী করা যাবে না। যাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাঁরা নিজের মতো চলতে পারেন।'

কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্সিয়াং- এই তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। দলের প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতি (পার্বত্য শাখা) মনোজ দেওয়ান এবং কল্যাণ দেওয়ান, দলের জেলা সহ সভাপতি রাজেন মুখিয়া, সুকনা মণ্ডল সভাপতি অজয় শর্মা সহ বেশকিছু প্রথম সারির বিজেপি নেতা প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। এই প্রার্থীদের তাঁরা মানছেন না বলে অজয় শর্মা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। এরপরেই শুক্রবার বিক্ষুব্ধ নেতা-নেত্রীরা সুকনায় বৈঠকে বসেন। সেখানে পাহাড়ের তিনটি আসনে নির্দল প্রার্থী দেওয়া এবং সব নেতা-নেত্রী একসঙ্গে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বৈঠক শেষে মনোজ দেওয়ান সেই কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ভোল বদল।

দলীয় সূত্রের খবর, দার্জিলিং জেলার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নেতা প্রদীপ ভাণ্ডারী কয়েকজন বিক্ষুব্ধকে নিয়ে শনিবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করেছেন। সেখানেই ওই নেতাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রার্থী বদলানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। আপনাদের অন্য কোনও বক্তব্য থাকলে বলতে পারেন। না হলে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিলে নিতে পারেন। দল এসব বরদাস্ত করবে না।

এরপরেই কার্যত ঢোঁক গিলছেন বিক্ষুব্ধরা। কেননা নির্দল হিসাবে প্রার্থী দিয়েও পাহাড়ে কিছু ভোট কেটে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও লাভ হবে না বলে মনে করছেন অনেকেই। আবার দল থেকে ইস্তফা দিয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতিও সেখানে নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যে কার্যত চুপচাপ ওই নেতা-নেত্রীরা। মনোজ দেওয়ান বলেছেন, 'দল থেকে পদত্যাগ করা বা নির্দল প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। সবাইকে নিয়ে আবার বৈঠকে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

> **দল থেকে পদত্যাগ করা বা নির্দল প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। সবাইকে নিয়ে আবার বৈঠকে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।**
>
> **মনোজ দেওয়ান** প্রাক্তন জেলা সভাপতি (পার্বত্য শাখা), বিজেপি

ট্র্যাকে হেঁটে নজরদারি চালাবেন রেলকর্মীরা

টয়ট্রেনের পথে ধস রুখতে প্রস্তুতি শুরু

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ক্যালেন্ডারের হিসেব অনুযায়ী বর্ষা আসতে এখনও মাস কয়েক বাকি। যদিও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখন থেকেই টয়ট্রেনের পথে ধস মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে রেলের তরফে ইতিমধ্যে 'প্রি মনসুন স্পেশাল ড্রাইভ' শুরু করা হয়েছে। ধসপ্রবণ এলাকার পাশাপাশি সুকনা থেকে শুরু করে দার্জিলিং পর্যন্ত দীর্ঘ পাহাড়ি রেলপথে নজরদারি চালানোর জন্য ৬০ জন কর্মীকে কাজে লাগানো হয়েছে। সেকশন ভিত্তিক দুই থেকে তিনজন কর্মী স্পেশাল ড্রাইভে যুক্ত রয়েছেন। রেল সূত্রে খবর, বিগত বছরগুলিতে একাধিক ধসের ঘটনাকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে, ধস মোকাবিলায় এই ড্রাইভের ভূমিকা কতটা কার্যকরী হবে, তা অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যদিও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দাবি, স্পেশাল ড্রাইভ চলাকালীন কর্মীদের তরফে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ছোট ছোট ধস মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হবে।

ফি বছরই ধসের জেরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। কারণ এনজেপি থেকে সুকনা, রংটং, তিনধারিয়া হয়ে দার্জিলিংয়ের পথে ধস নেমে বর্ষার মরশুমে মাঝেমধ্যেই ট্রেন চলাচল থমকে যায়। এই পরিস্থিতিতে ইউনেসকোর তরফে পাওয়া হেরিটেজ তকমা ধরে রাখাটাও কর্তৃপক্ষের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই সমস্যার সমাধানে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে কোনও পদক্ষেপ করতে না পারলেও ধস মোকাবিলায় 'প্রি মনসুন স্পেশাল ড্রাইভ'-এ বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই স্পেশাল ড্রাইভ শুরু হয়েছে।

রেলের তরফে জানা গিয়েছে, প্রায় ৮৭ কিলোমিটার রেলপথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব মোট ৬০ জন কর্মীর কাঁধে রয়েছে।

- টয়ট্রেনের পথে ধস মোকাবিলায় রেলের তরফে 'প্রি মনসুন স্পেশাল ড্রাইভ' শুরু হয়েছে
- দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ৮৭ কিলোমিটার রেলপথে নজরদারি চালাবেন ৬০ জন কর্মী
- রেলসূত্রে খবর, সেকশনভিত্তিক দুই থেকে তিনজন কর্মী স্পেশাল ড্রাইভে যুক্ত রয়েছেন

> **ছোট ছোট ধসের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আগাম পদক্ষেপ করা হবে। বড় ধরনের ধস মোকাবিলার ক্ষেত্রে টিম প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।**
>
> **ঋষভ চৌধুরী ডিরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে**

সেকশন ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই রেলকর্মীরা নিয়ম করে সপ্তাহের প্রতিদিন রেলপথের ট্র্যাকের ওপর দিয়ে হাঁটবেন। চলার পথে ট্র্যাকে কোনও ত্রুটি নজরে এলে তা তাঁরা চিহ্নিত করবেন। এছাড়া পাহাড়ি এলাকার রেলপথে কোথাও ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করাও তাঁদের অন্যতম কাজ। কোনও ক্ষেত্রে সামান্যতম ফাটল কিংবা ধসের সংকেত নজরে এলেই তা দ্রুততার সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর তড়িঘড়ি সেই রিপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তরফে নির্দিষ্ট ওই এলাকায় উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে ট্র্যাকের পরিচর্যা কিংবা রেলপথের পাশে থাকা নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারও করা হবে। বর্ষার মরশুমের শেষদিন পর্যন্ত এই স্পেশাল ড্রাইভ চলবে বলে জানা গিয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'ধস মোকাবিলায় প্রি মনসুন স্পেশাল ড্রাইভ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। ছোট ছোট ধসের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আগাম পদক্ষেপ করা হবে। বড় ধরনের ধসের ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যও টিম প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।'

টাওয়ার পেতে বোতলে ফোন বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ মার্চ : বক্সা পাহাড়ের লেপচাখার আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ছবির মতো সুন্দর। পাহাড়ের কোলে গ্রাম আর নীচে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিস্তীর্ণ জঙ্গল। মানুষের মিছিল থেকে বহুদূরের ওই গ্রামে পৌঁছোলে ইন্টারনেট কিংবা মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না। তাহলে এলাকার মানুষ বাইরের জগতের খবর পান কী করে? যোগাযোগ করেন কীভাবে দূরে থাকা প্রিয়জনের সঙ্গে? উত্তরটা জানতে হলে খুঁজতে হবে। নিদারুণ প্রকৃতি ছাড়া লেপচাখায় পা রাখলে অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়বে। কিছু কিছু গাছের মধ্যে কাঠের ছোট ছোট পাটাতন লাগানো। সেখানে রাখা মোবাইল ফোন। সেগুলিই আসলে যোগাযোগের মাধ্যম। আসলে মোবাইলে কথা বলার প্রয়োজন হোক বা ইন্টারনেট, সবকিছু পাওয়া যাবে ওই গাছের কাছে এলে। তবে শুধু কাঠের পাটাতন নয়, বক্সা পাহাড়ের নানা দুর্গম জায়গায় প্লাইউড, মোটা কাগজ বা বোতল কেটেও ফোন রাখা থাকতে দেখা যায়। পাহাড়ের বাসিন্দাদের কাছে ওই জায়গাগুলি হল মোবাইল টাওয়ার পয়েন্ট।

বক্সা পাহাড়ের ১৩টি গ্রামের ভরসা ওই টাওয়ার পয়েন্ট। যাঁদের বাড়ি পয়েন্টগুলির কাছাকাছি, তাঁরা সারাদিন সেখানেই মোবাইল রেখে দেন। যাঁরা একটু দূরে থাকেন তাঁদের প্রয়োজন হলে ওই টাওয়ার পয়েন্টে এসে ফোন করেন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এই নিয়ে লেপচাখার বাসিন্দা পিনছো ডুকপা বললেন, 'কিছু টেলিকম কোম্পানির নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে কাজ করতে হয়।' বক্সা ফোর্টের বাসিন্দা তেন্দু ডুকপাও একই কথা জানালেন।

বক্সা পাহাড়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে সেখানকার ভোটকেন্দ্রগুলিতে ওয়েব কাস্টিং নিয়ে সমস্যায় রয়েছে নির্বাচন কমিশনও। মূলত তিনটি ভোটকেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনের ওয়েব কাস্টিং কীভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তায় আছে কমিশন। পাহাড়ের বাসিন্দাদের মোবাইল নেটওয়ার্ক খুঁজতেই এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটতে হয়। একসময় বক্সা পাহাড়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক বসানোর পরিকল্পনা করেছিল বিএসএনএল। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ঘন জঙ্গলের কারণে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

পিছিয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ মার্চ : উত্তরবঙ্গের থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছে না বৃষ্টি। বরং টানা আরও কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফর একদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। কাটছাঁট করা হয়েছে কর্মসূচি। কয়েকটি জায়গায় আবার দলীয় কর্মসূচি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সফরসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, ২৬ মার্চ ধূপগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। সেজন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সাকোয়াঝোরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফনির মাঠ।

সোমবারের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার ২৪ মার্চ জলপাইগুড়িতে আসছেন। সেদিনই দুটি নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন। রামমোহন রায়ের সমর্থনে একটি সভা হবে ময়নাগুড়িতে। মমতার অন্য জনসভাটি হবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার সমর্থনে। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে দলগতভাবে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি আমরা।' এদিনই তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় ফিরে যাবেন কি না, তা রবিবার স্পষ্ট নয়। তবে পূর্বনির্ধারিত মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভাটি হচ্ছে না। এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর সভাটি বাতিল করা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, আবহাওয়া খারাপ থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ওই কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। রবিবার তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, সেদিকে নজর রেখেই যে জনসভা হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে জনসভার তারিখ হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।' শনিবারই হঠাৎ জেলা নেতৃত্ব জানতে পারে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে সভা করবেন দলীয় নেত্রী। যার জন্য কয়েকবার প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন হয়। শুরু হয়ে যায় মঞ্চ তৈরির কাজ। জনসভার প্রচারও শুরু করে দেয় রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু রবিবার সকালে সেই মঞ্চ খোলা শুরু হয়ে যায়। দলীয় সূত্রে খবর, পূর্বনির্ধারিত ২৬ মার্চ কালচিনিতে এবং ৩১ মার্চ ফালাকাটায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি বাতিল করা হয়নি। ২৫ মার্চ বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে হরিরামপুরে জনসভা করার কথা ছিল মমতার। সেইমতো শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে হরিরামপুরের তিনটি জায়গা পরিদর্শন করেন এসডিপিও শুভাতোষ সরকার, বিপ্লব মিত্র, তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। কিন্তু রবিবার বিকেলে বিপ্লব বলেন, 'আবহাওয়ার জন্য জনসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জের

(তথ্য : সানি সরকার, শুভজিৎ দত্ত, অভিজিৎ ঘোষ, সৌরভ রায় ও সপ্তর্ষি সরকার)

Contact Details of Hon'ble Observers, Alipurduar i.c.w WBLA Election-2026

Sl. No	Observer Details	Phone No. Assigned	Office Address
01	Sh. N. K. Sudhansu, IAS Hon'ble General Observer and Hon'ble Observer for 12 Alipurduars AC	7811852366	Dooars Kanya, Room No. 610, Alipurduar
02	Sh. Nipun Vinayak, IAS Hon'ble Observer for 10-Kumargram (ST) AC	7679325477	Dooars Kanya, Room No. 410, Alipurduar
03	Dr. Tarun Joshi, IPS Hon'ble Police Observer	7477682326	New Circuit House Building
04	Harpeet Kaur, IPS, Hon'ble Police Observer	9332928604	Old Circuit House Building
05	Sh. T. Dayanandan, IRS Hon'ble Expenditure Observer for 12 Alipurduars, 13 Falakata (SC) and 14 Madarihat (ST) ACs	9332932814	Dooars Kanya, Room No. 214, Alipurduar
06	Sh. Ramesh Bharathi K.S, IRS Hon'ble Expenditure Observer for 10- Kumargram (ST), 11-Kalchini (ST) ACs	9242132307	Dooars Kanya, Room No. 214, Alipurduar
07	Sh. Sravan Kumar Jatavath, IAS Hon'ble Observer for 14 Madarihat (ST) AC	7478007106	Dooars Kanya, Room No. 105, Alipurduar
08	Preeti Yadav, IAS Hon'ble Observer for 11 Kalchini (ST) AC	9046872348	Dooars Kanya, Room No. 106, Alipurduar
09	Sh. Lingaraj Panda, IAS Hon'ble Observer for 13 Falakata (SC) AC	7478245806	Dooars Kanya, Room No. 111, Alipurduar

Memo No. 45/DICO/ADVT/APD DATE- 22/03/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DARJEELING

Memo. No.: 304/Elec Dated: 22/3/2026

DETAILS OF HON'BLE OBSERVER OF DARJEELING DISTRICT .i.c.w. WBLA ELECTION 2026

Name of Observer		Assigned For	Mobile No.	E-Mail ID	Communication Address	Available Time
Dr. Divya V Gopinath IPS 2010	Police Observer	25 AC Matigara -Naxalbari, 26 AC Siliguri & 27 AC Phasidewa (ST)	7063897224	policeobserver25@gmail.com	State Guest House, NH31, Ward-46, Champasari, Siliguri-734303	3.00 p.m. to 4.00 p.m. at State Guest House, Siliguri subject to field visits and meetings related to electoral process

Sd/-
District Election Officer &
District Magistrate, Darjeeling

বিশ্ব জল দিবস পালিত

বানারহাট, ২২ মার্চ : মূকাভিনয়ের মাধ্যমে জল সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হল বানারহাটে। গবেষকরা বলছেন, পৃথিবীতে মিষ্টি জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আর সেজন্যই রবিবার বানারহাট ব্লকের নিউ ডুয়ার্স চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে জল সংরক্ষণের বার্তা দেয় উদ্যোক্তা সংস্থা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল মূকাভিনয়। যার থিম ছিল জল সংরক্ষণ। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী বিপ্লব দাস, নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুমিত দত্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেশ প্রধান প্রমুখ।

বাউল উৎসব

পতিরাম, ২২ মার্চ : পতিরাম চকহায় গ্রামে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি ও বাউল উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে অতুল কিশোরী লোকসংস্কৃতি সোসাইটি। গ্রামের রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চে এই অনুষ্ঠান হবে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলার খ্যাতনামা বাউলশিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

কর্মখালি

Sales Officers with exp & bike required for animal med. in NorthB. 9760022331. (K)

বিক্রয়

6.5 কাঠা জমি বাড়ি সহ বিক্রয়। দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। M : 9832688449. (C/113737)

আয়া/সেবিকা

শিব সুন্দর আয়া সেন্টার -এই সেন্টারে রোগী ও বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য লোক পাওয়া যায়। Mob : 9382010868. (C/121140)

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ সিঁদুরের বন্ধন, দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.০০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ তুমি আসবে বলে, রাত ৯.৪৫ সাত পাকে বাঁধা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সুদ আসল, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ অগ্নিপরীক্ষা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সত্য মিথ্যা, বেলা ১১.৩০ সাথীহারা, দুপুর ২.০০ রাখাল রাজা, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, সন্ধে ৭.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ১০.৩০ অজানা পথ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন রহস্য

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৫১ মর্দানি-টু, দুপুর ১২.৪৮ চুপ চুপ কে, বিকেল ৪.০৫ দেবারা, সন্ধে ৭.৫০ মিরাই, রাত ১১.০৮ ঢোল

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.৩৫ কিস কিসকো পেয়ার করুঁ, রাত ৯.০০ এমসিএ, ১০.১২ জিগর কলেজা

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০০ মেহরবাঁ, দুপুর ১.৫৯ শেষনাগ, বিকেল ৪.৫১ ইলজাম, সন্ধে ৭.৫৫ অনাড়ি, রাত ১১.৩৫ তেরি পায়ল মেরে গীত

তুমি আসবে বলে
সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

স্নেক স্কোয়াড দুপুর ১২.০২
সোনি বিবিসি আর্থ

দেবারা বিকেল ৪.০৫ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ চলবে। সারাদিন অফিসের কাজে মানসিক চাপ থাকবে। বৃষ : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন আজ। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কর্কট : ছেলের পরীক্ষার ফলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। প্রেমে সমস্যা। সিংহ : ভ্রমণে বের হয়ে আর্থিক সমস্যা হতে পারে। নতুন কোনও অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কন্যা : বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে শান্তি পাবেন। তুলা : বহুদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। বৃশ্চিক : সামান্য আলস্যে বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে। পরের ওপর নির্ভর করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ধনু : সংসারে হঠাৎ টাকার দরকার হবে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। মকর : কোনও কাজ শুরু করে পারিবারিক অশান্তিতে বন্ধ করতে হতে পারে। চোখের অসুখে সমস্যা। কুম্ভ : ব্যবসার কারণে সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। বাবার পরামর্শে লাভ। মীন : পথে খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ চৈত্র, ১৪৩২, ভাঃ ২ চৈত্র, ২৩ মার্চ, ২০২৬, ৮ চ'ত, সংবৎ ৫ চৈত্র সুদি, ৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৫।৪৫। সোমবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।৩৭। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৯। বিকুম্ভযোগ দিবা ৩।১৫। ববকরণ দিবা ১০।৪৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৩৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।০ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১১।৪৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।৩৭ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৪৪ মধ্যে ২।৪৪ গতে ৪।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১১।৪৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- অন্নপ্রাশন বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব জলবায়ু দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২। ৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬। ৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সরকারি জমি দখলের নালিশ প্রধানের

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ভোটের মুখে সরকারি জমি দখল করে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার অভিযোগ তুলে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে চিঠি দিলেন। ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহু নদীর পাড় ঘেঁষে একটি জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ চলছে। পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলছেন, 'যেখান দিয়ে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে, সেটা সরকারি জমি বলেই মনে হচ্ছে।' জমিটি আসলে কার, তা নিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর যাতে তদন্ত করে পদক্ষেপ করে, সেই আবেদন করেছেন প্রধান।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় সরকারি জমি দখল এবং বিক্রি করে দেওয়ার বহু অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, জমি দখলের অভিযোগে শাসকদলের নেতাদের নাম জড়িয়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর অনেককে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু তারপরও যে সরকারি জমি দখল করার চেষ্টা চলছে, সেই বিষয়টি প্রধানের তোলা অভিযোগে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রফিকুল ইসলাম বলছেন, 'কারা সীমানা প্রাচীর দিচ্ছেন, সেটা আমাদের জানা নেই। তবে যেখান দিয়ে সীমানা প্রাচীরটি দেওয়া হচ্ছে, সেটি সরকারি জমি বলেই মনে হচ্ছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর তদন্ত করে জমিটি সরকারি কি না জানাতে পারবে।'

প্রধান রফিকুল ইসলাম ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পাশাপাশি রাজগঞ্জের বিডিও, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন। লোহার রড দিয়ে স্তম্ভ তৈরি করে সীমানা প্রাচীরটি দেওয়া হচ্ছে। সেই সীমানা প্রাচীরের পাশ দিয়েই সাহু নদী বয়ে গিয়েছে। এদিকে রাজগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক গোপাল বিশ্বাসের কথায়, 'সীমানা প্রাচীরটি সরকারি জমির ওপর দিয়ে হচ্ছে কি না, তা তদন্ত করে দেখতে হবে।'

হৃদয় ভালো থাকবে উত্তরবঙ্গেই

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : হৃদযন্ত্রের আধুনিকতম চিকিৎসার জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে যাওয়ার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। শিলিগুড়ি শহরের বর্ধমান রোডে দ্বারিকা আরএন আগরওয়াল সিগনেচার কমপ্লেক্সে ডাঃ স্বপন সাহার তত্ত্বাবধানে এসকেএস হার্ট কেয়ার ক্লিনিকের পথ চলা শুরু হল। রবিবার এই হার্ট কেয়ার ক্লিনিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন ও বিশিষ্ট সমাজসেবী পদ্মশ্রী সম্মানিত করিমুল হক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শহরের বেশ কয়েকজন নামী চিকিৎসক এদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হন। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র হার্টের চিকিৎসার জন্য আলাদা করে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নেই। তাই সেই কথা মাথায় রেখেই তাঁরা এসকেএস হার্ট কেয়ার ক্লিনিকের মাধ্যমে সবাইকে পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে ডাঃ স্বপন সাহা জানালেন।

কর্মীসভা

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রবিবার নির্বাচনি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। এদিন ইসলামপুর তিনপুল এলাকায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী কানাইয়ালাল, ইসলামপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জাকির হুসেন প্রমুখ।

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় নতুন পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ পেল শিলিগুড়ি হিন্দি গার্লস হাইস্কুল। রবিবার ওই শ্রেণিকক্ষগুলির উদ্বোধন করা হয়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বাতাসিতে পথ অবরোধ। রবিবার।

খানাখন্দে ভর্তি রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

হুমকি ভোট বয়কটের

নিউজ ব্যুরো

২২ মার্চ : 'রাস্তা নেই, ভোট নেই!' বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রবিবার সকালে পথ অবরোধ করে এমনই স্লোগান তুললেন বাতাসি শুকারুজোতের বাসিন্দারা। এদিকে, চাকুলিয়ার ভুঁইধর গ্রামের পাঁচশো মিটার রাস্তা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার ইসলামপুর থানার বোগলিগছ গ্রামের প্রধান রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা।

বাতাসি হাটখোলা থেকে রানিগঞ্জ পানিশালি ও বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসে যাওয়ার ৫০০ মিটারের রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল, মানিকাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাতাসি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। ২০১০ সালে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর সংস্কার হয়নি। এখন রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। এ নিয়ে রবিবার আন্দোলনে নামেন শুকারুজোতের বাসিন্দারা। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট নয়।'

স্থানীয়দের মধ্যে বিশ্বজিৎ দত্ত বলছেন, 'রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।' ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এদিন বাতাসি হাটখোলা সংলগ্ন বাতাসি-বুড়াগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অবরোধে চলে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা পলাশ সরকার বলছেন, 'প্রশাসনকে বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' তাঁর কথায়, 'শুধু আশ্বাসে আর ভরসা নেই। এবার কাজ না হলে ভোট বয়কটই একমাত্র পথ।'

খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের আশ্বাসে দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'রাস্তাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে তৈরি করা হবে। অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখন নির্বাচনি আচরণবিধির জন্য কাজ করা সম্ভব নয়।' ভোট মিটলে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রবিবার সকাল থেকে চাকুলিয়ার ভুঁইধর গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। পথ অবরোধও করা হয়। গ্রামের কয়েকশো মানুষ স্লোগান দিতে থাকেন, 'রাস্তা না হলে ভোট নয়।' এক বিক্ষোভকারী তফিজুল হক বলছেন, 'নির্বাচনের আগে যদি রাস্তা সংস্কার না হয়, তাহলে পুরো গ্রাম ভোট বয়কট করবে।' এ নিয়ে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলছেন, 'নির্বাচন শেষ হলে রাস্তাটির সংস্কার করা হবে। ততদিন বাসিন্দাদের ধৈর্য ধরার আবেদন করছি।' অন্যদিকে গ্রামবাসীদের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ জিপি রোড সহ বোগলিগঞ্জ গ্রামের রাস্তা সংস্কার করতে হবে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি রাস্তার কাজ না হয়, তাহলে ভোট বয়কট করবেন।

তথ্য সহায়তা : কার্তিক দাস, অরুণ ঝা ও মহম্মদ আশরাফুল হক

রামনবমী উপলক্ষ্যে বৈঠক

নকশালবাড়ি, ২২ মার্চ : রামনবমীর আগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করল নকশালবাড়ি পুলিশ। আগামী ২৭ মার্চ নকশালবাড়িতে রামনবমীর মিছিল রয়েছে। এই মিছিলে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হবে। তার আগেই নকশালবাড়ির বিভিন্ন কমিটি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসল পুলিশ-প্রশাসন। রবিবার নকশালবাড়ি থানায় এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সহ অন্যরা।

এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'গত দশ বছর ধরে নকশালবাড়িতে রামনবমীর মিছিলে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। একটা উৎসবের আকার ধারণ করে এই মিছিল। তাই মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্যে সমাজের সমস্ত স্তরের লোকজনকে নিয়ে এদিন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মিছিলের জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকবে।'

সৌম্যজিৎ জানিয়েছেন, রামনবমী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে এবং ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হবে। তিনি বলেন, রেল কর্তৃপক্ষ এবং এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখব আমরা। কারণ মিছিলের রুটে রেলওয়ে ক্রসিং রয়েছে। পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে যে, মিছিলে রামভক্তদের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন।

এদিন রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়িতে একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। র‍্যালিটি নকশালবাড়ি রথখোলা থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় নকশালবাড়ি আদিবাসী ময়দানে।

জমি বিবাদ

চোপড়া, ২২ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপাতিলায় রবিবার জমি নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় উভয়পক্ষের ৩ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। বাকি একজনকে এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, কবীর হুসেন ও আতাউর সামাদের পরিবারের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এদিন উভয়পক্ষের সংঘর্ষে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় জখম কবীর হুসেনের দাবি, তাঁদের কেনা জমিতে ঘর তুলতে গেলে বিরোধীপক্ষ অতর্কিতে হামলা চালায়। অন্যদিকে আতাউর সামাদের বক্তব্য, তাঁদের জমিতে কবির হুসেনের লোকজন জবরদখল করে ঘর বানাতে আসায় আপত্তি জানান তাঁরা। এরপর তাঁদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় দু'পক্ষই চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

খেলনা টিয়া পেয়ে খুশি খুদেরা। রবিবার শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজারে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সৎবাবার স্বীকারোক্তিতে হতবাক পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে ছেলেকে চুপিচুপি তৈরি হতে বলেছিলেন। সৎবাবা উত্তম বর্মনকে বিশ্বাস করে তৈরিও হয়ে গিয়েছিল দশ বছরের ওই অরিজিৎ বর্মন। সৎবাবা উত্তম বর্মনের কথামতো এরপর পিছু নিয়ে হেঁটেই পৌঁছে গিয়েছিল নৌকাঘাটে। স্ত্রী সাবিত্রী বর্মনকে ফুলবাড়ির কর্মস্থলে পৌঁছে দিয়ে পরিকল্পনামতো নৌকাঘাটে এসে গিয়েছিলেন উত্তম। এরপর ওই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গজলডোবায়। ওই শিশুর মনে কোনও ধরনের সন্দেহ যাতে তৈরি না হয় তারজন্য সারাদিন গজলডোবায় ঘুরিয়েছিলেন ওই সৎবাবা। এরপর জঙ্গল ঘোরানোর নাম করে ওই সাব-ক্যানালের কাছে নিয়ে ছোট ওই শিশুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন উত্তম। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উত্তমের এমনই কথা অবাক করেছে খোদ পুলিশকর্তাদের।

পুলিশকর্মীদের কথায়, ছোট শিশুকে মারার জন্য এমন প্ল্যানমাফিক পরিকল্পনা ভাবা যায় না। রবিবার ওই ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। উত্তমের আইনজীবী সিন্টু ঘোষ বলেন, 'প্রথমে কিডন্যাপিংয়ের ধারায় উত্তমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ওই শিশুর দেহ উদ্ধারের পর এদিন খুনের ধারা যুক্ত হয়। তবে ওই শিশুর দেহ উদ্ধার হলেও আমার মক্কেলই যে এমনটা করেছেন তার এখনও কোনও প্রমাণ নেই। তাই এটা বিচার্য বিষয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

বিধানপল্লিতে দশ বছরের ছোট শিশুকে সৎবাবার খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই

শিশু খুনের তদন্ত

চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল ওই শিশু। নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে সৎবাবার ওপরেই সন্দেহ হয়েছিল অরিজিতের মা সাবিত্রীর। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, ওইদিন সকালে বাইকে স্বামীর সঙ্গে ফুলবাড়ির কর্মস্থলে বেরিয়েছেন তিনি। কিছুদূর এগিয়ে তাঁকে বাইক থেকে নামিয়ে চার্জার ভুলে যাওয়ার কথা বলে ফের বাড়িতে এসেছিলেন উত্তম। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁকে ফুলবাড়ির কর্মস্থলে পৌঁছে শীতলকুচির বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন উত্তম। ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরেই সাবিত্রী জানতে পারেন, চার্জার নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তমের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছে তাঁর ছেলে। তারপর আর ফেরেনি। পরবর্তীতে উত্তমকে বিষয়টা জানানোর পরেও তিনি বিধানপল্লির বাড়িতে না আসায় সন্দেহ হয় সাবিত্রীর। ১৪ মার্চ মেডিকেল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ১৫ তারিখ গ্রেপ্তার হন উত্তম। গ্রেপ্তারির পর পুলিশ হেপাজতে সাবিত্রীর সন্দেহ সত্যি করে দশ বছরের শিশুকে খুনের কথা স্বীকার করেন উত্তম। গজলডোবা থেকে দেহ উদ্ধার হয় শিশুর। কিন্তু ওই ১২ তারিখ ঠিক কী ঘটেছিল?

উত্তম স্বীকার করেন, ওই শিশুকে নৌকাঘাটে হেঁটে যাওয়ার জন্য বোঝান। সেরকমই সিসিটিভিতেও দেখা যায়। উত্তম বাইক নিয়ে বেরোনোর পর ওই শিশু ছুটে পিছু নিচ্ছে। পরে নৌকাঘাট থেকে ওই শিশুকে উঠিয়ে বাইকে গজলডোবায় ঘোরানোর সঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করান। দশ বছরের ছোট অরিজিতের পক্ষে কল্পনা সহজ ছিল না কী মর্মান্তিক পরিণতি অপেক্ষা করছে। ওই শিশুর পরিবারের কথায়, 'উত্তমকে কড়া শাস্তি দিতে হবে।'

টানা বৃষ্টিতে ভুট্টা ও লংকা চাষে ক্ষতি

চাকুলিয়া, ২২ মার্চ : চাকুলিয়ায় লাগাতার বৃষ্টিপাতের জেরে ভুট্টা ও লংকা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে গিয়েছে।

চাকুলিয়ার ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবছর ব্যাপক হারে ভুট্টা চাষ হয়েছে। তার মধ্যে সাহাপুর ১, ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, নিজামপুর ১, ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লংকা চাষ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অতিবৃষ্টির কারণে ভুট্টার গাছগুলি নুইয়ে পড়েছে। জমিতে জল জমে থাকায় লংকার গাছগুলি মরতে শুরু করেছে। নিজামপুর এলাকার এক লংকাচাষি তপন বিশ্বাস বলেন, 'মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দুই বিঘা জমিতে লংকা চাষ করেছিলাম। সেই ঋণের টাকা কীভাবে পরিশোধ করব তা বুঝে উঠতে পারছি না।' চাকুলিয়ার ভুট্টাচাষি আবদুল মান্নান বলেন, 'এবছর আমি চার বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলাম। অতিবৃষ্টির কারণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

আবদুল জানালেন, সারাবছর ভুট্টা চাষ করেই তাঁদের সংসার চলে। কিন্তু যেভাবে ভুট্টা গাছগুলো নষ্ট হয়েছে, তাতে চাষের খরচ ওঠাই মুশকিল। এখন তিনি কী করবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না।

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম বলেন, 'গোটা চাকুলিয়াজুড়ে ভুট্টা ও লংকা চাষের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি সহায়তা দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' চাকুলিয়া কৃষি দপ্তরের আধিকারিক স্বপ্ননীল দাস জানান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসল বিমার আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ২২ মার্চ : চোপড়া থানার ভোলাগছ ডোক ব্যারেজ এলাকায় তিস্তাখালে রবিবার অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের বয়স ৪৫ বছরের কাছাকাছি।

ইস্যুভিত্তিক থিম সং

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : জমির দালালরাজ, পানীয় জলের সমস্যা, জঞ্জাল অপসারণের মতো বিধানসভাভিত্তিক ইস্যু নিয়ে 'থিম সং' তৈরি করে ভোট প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে বিজেপি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি বিধানসভার জন্য বিজেপির স্থানীয় নেতারা আলাদা করে ইস্যুভিত্তিক গান লিখে, সুর দিয়ে রেকর্ড করে ফেলছেন। বিজেপির বিধায়করা এলাকার জন্য কী করেছেন বা করতে চাইছেন, সেই বিষয়গুলি গানে থাকছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এলাকা নিয়ে তৈরি গান মঙ্গলবার রিলিজ করা হবে।

এদিকে, শিলিগুড়ি বিধানসভার জন্য তৈরি গানটি প্রার্থী শংকর ঘোষের উপস্থিতিতে বুধবার রিলিজ করা হবে। শংকর বলছেন, 'দলে অনেক উৎসাহী তরুণ রয়েছেন, যাঁরা ভালোবেসে সেই থিম সং বানিয়েছেন। থিম সং বানানোর বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। বিধানসভাভিত্তিক সেই গান হচ্ছে। সেটির প্রকাশের দিন আমি থাকব।' তবে ভোটের লড়াইতে সেই গানের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও গোটা রাজ্য ভোট প্রচারের

তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

জন্য তৃণমূল ও বিজেপি নিজেদের থিম সং তৈরি করে প্রচার চালাচ্ছে। সেই দিক দিয়ে বিধানসভাভিত্তিক থিম সং একেবারে আলাদা বলা যেতে পারে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জমির দালালরাজ বড় সমস্যা। মুখ্যমন্ত্রী এসে পর্যন্ত এই অঞ্চলের জমির দালালরাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিকে, শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্তু দাস উদ্যোগ গ্রহণ করে তাই দুই বিধানসভা আসনের জন্য গান বেঁধেছেন। তবে সেই গানগুলি এখনও দুই বিজেপি প্রার্থীর কেউই শোনেননি। স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে সেই গান গাওয়ানো হয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, কীভাবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় তৃণমূল নেতারা জমির কারবারে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন, সেই বিষয়টি গানে থাকছে। সন্তু দাসের কথায়, 'দুটি গানের মধ্যে আলাদা ইস্যু রয়েছে। দুই জায়গায় আমাদের বিধায়ক রয়েছেন। তাঁরা ভোটে লড়ছেন। তাঁরা কী কাজ করেছেন এবং আর কী করবেন, সেটা গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।'

তাঁর সংযোজন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জমির দালালরাজ রয়েছে। সেটি সবথেকে বড় ইস্যু হওয়ায় তা গানের মধ্যে রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র পানীয় জল দিতে পারছেন না, জঞ্জাল অপসারণ হচ্ছে না, সেটাও বড় ইস্যু।'

ধমক দিতে গিয়ে ব্যাকফুটে কৃষ্ণ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ : নরমে গরমে কড়া বার্তা দিতে এসে জলপাইগুড়ি সদরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস জলপাইগুড়ি পুরসভার দলীয় কাউন্সিলারদের কাছ থেকেও পালটা বার্তা পেলেন। ভোটে কেউ তাঁর ক্ষতি করলে তিনি বুঝে নেবেন বলে কৃষ্ণ বার্তা দিয়েছিলেন। শুনে কাউন্সিলাররা তাঁকে নম্র হওয়ার আবেদন জানান। পালটা এই বার্তা পেয়ে দুঁদে এই তৃণমূল নেতাকে এদিন বেশ সংযত দেখিয়েছে।

শনিবার জলপাইগুড়ি থানা মোড়ে এক বেসরকারি স্থানে কাউন্সিলারদের নিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের ডাকা বৈঠকে কৃষ্ণকে সংবর্ধিত করা হয়। সৈকত প্রথমেই কৃষ্ণকে বক্তব্য রাখতে বলেন।'

বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষ্ণ বলতে থাকেন, 'আমার লোক শহরে কাজ করছে। কোথায় কী হচ্ছে, কে কী করছে সব কিছুর ওপরই তাঁদের কিন্তু কড়া নজরদারি রয়েছে।' এই সময় তাঁর বক্তব্যে ঝাঁঝ ক্রমশই বাড়ছিল। বক্তব্য শুনে উপস্থিত কাউন্সিলারদের মধ্যে বেশ কানাঘুষো শুরু হয়। কীভাবে দলের এক নেতার অনুগামীরা তাঁদের ওপর শহরে নজরদারি চালাতে পারেন বলে নিজেদের মধ্যে কাউন্সিলারদের প্রশ্ন করতে শোনা যায়। তাঁদেরই একজন সেই সময় কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনার এসসি অ্যান্ড ওবিসি সেলের লোকজন বাইরে থেকে এসে আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মসূচি করছেন। অন্য দল থেকে সেখানে অনেককে তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে। অথচ আমাদের কিছুই জানানো হচ্ছে না। এমনটা করা যায় কি?'

কৃষ্ণ দাসকে সংবর্ধনা সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার জলপাইগুড়িতে।

কামান দাগতে গিয়ে এভাবে যে পালটা তাঁর দিকেই গোলা ধেয়ে আসতে পারে তা হয়তো কৃষ্ণ আন্দাজই করেননি। ওই কাউন্সিলারের পালটা প্রশ্নে এরপর তাঁকে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে দেখিয়েছে। জলপাইগুড়ি পুর এলাকার ২৫টি ওয়ার্ডেই কৃষ্ণকে জেতাতে কাউন্সিলাররা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কৃষ্ণ বলেন, 'পুর এলাকায় নির্বাচনি প্রচার নিয়ে যে সমস্যা ছিল তা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে।'

হামিদুল-আব্দুস বিবাদ মিটল

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : দীর্ঘ জল্পনার পর কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলে হামিদুল রহমান বনাম তৃণমূল অঞ্চল কমিটির লড়াইয়ের বরফ রবিবার গলেছে। এদিন চোপড়ার তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমানের ইসলামপুরের বাড়িতে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। হামিদুল সহ বৈঠকে হাজির ছিলেন সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তার সহ স্থানীয় নেতারা। দল থেকে বহিষ্কৃত সুজালি অঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি আবদুল হককে হামিদুল নির্বাচনি প্রচারে কাজে লাগালে ভোটের ফল খারাপ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আব্দুস। যার পালটা জবাব দিয়েছিলেন হামিদুলও। ফলে সুজালি অঞ্চল চোপড়ার প্রার্থীর জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছিল। গত প্রায় দুই বছর ধরে ইসলামপুর লবির নিয়ন্ত্রণে থাকা সুজালি অঞ্চল কমিটি বনাম হামিদুলের সম্পর্ক রীতিমতো সাপে-নেউলের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কয়েক মাস আগে চোপড়ায় আব্দুসের গাড়িতে হামলা পর্যন্ত হয়। সেই পরিস্থিতিতে এদিনকার বৈঠক রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বৈঠক শেষে হামিদুল ও আব্দুসকে কোলাকুলি করতে দেখা যায়। আব্দুস বলেন, 'হামিদুল আমাদের শর্ত মেনে আবদুল ও তাঁর পরিবারকে নির্বাচনি প্রচারের বাইরে রাখার বিষয়ে সহমত হয়েছেন। তৃণমূল আমাদের অঞ্চল থেকে বিপুল ভোটে লিড নেবে।' অন্যদিকে হামিদুল জানান, যা নিয়ে জটিলতা ছিল কেটে গিয়েছে। শীঘ্রই সুজালি অঞ্চলে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হবে বলেও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

বেহাল স্কুল নিয়ে ক্ষোভ

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো, আর তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসী। ইসলামপুর থানার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের নান্দই বুথের ছোট নান্দই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল দশাকে কেন্দ্র করে রবিবার এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত কয়েক দশক ধরে স্কুলটিতে কোনও বড়সড়ো মেরামতির কাজ হয়নি। স্কুল বিল্ডিং ও শৌচাগারের ছাদে ফাটল ধরেছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্প্রতি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমে অল্প কাজ করা হলেও তা অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার হঠাৎ স্কুল ভবন রং করার জন্য মিস্ত্রিরা এলে স্থানীয়রা তাঁদের কাজে বাধা দেন এবং স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, বারবার প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এদিকে এবিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে, স্কুল পরিদর্শক বিলাল আহমেদ বলেন, 'স্কুলে বড় ধরনের মেরামতির জন্য কোনও টেন্ডার হয়নি। কম্পোজিট গ্র্যান্টের কিছু টাকা দিয়ে সামান্য মেরামতির কাজ করা হয়েছে।' এছাড়া তিনি জানান, এবিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ভোট বয়কটের ডাক সানুপাড়ায়

জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ : এলাকার ২৬ জনের নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং ৮ জনের বিচারাধীন হওয়ার প্রতিবাদে 'গণতন্ত্রের উৎসবে' শামিল হতে নারাজ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশ। এছাড়া পানীয় জল, পথবাতি ও বার্ধক্য ভাতার অভাব এবং সানুপাড়াকে প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এখন অনড় এলাকাবাসী।

রবিবার এই আন্দোলনের সুর চড়িয়ে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।'

চা বাগানে হাঁড়িচাঁচা।। *মাঝগ্রামে ছবিটি তুলেছেন গৌরব দে।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া সভার প্রস্তুতি

'ছোট' মাঠ, চিন্তায় দল

ভোট উৎসব

মহম্মদ হাসিম ও রণজিৎ ঘোষ

নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে মহড়া। রবিবার।

নকশালবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পিছোল মুখ্যমন্ত্রীর সভা। আগামী ২৪ মার্চের বদলে ২৫ মার্চ নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করবেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জাবরাভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও তাঁর জনসভা করার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই দুই জনসভাকে ঘিরে বর্তমানে প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। রবিবার নকশালবাড়ির মাঠে হেলিকপ্টারের মহড়াও হয়েছে। এদিকে, হেলিকপ্টার নামতেই প্রচণ্ড হাওয়ায় পুরো মাঠের সমস্ত জিনিসপত্র উড়ে যায়। সভার দিন প্রায় ৫০ হাজার মানুষের জমায়েত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মঞ্চে থাকবে চেয়ার-টেবিল। তবে হেলিকপ্টার নামলে পুরো মাঠে এভাবে হাওয়া দিলে সাধারণ মানুষ কোথায় দাঁড়াবেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

এছাড়া একই মাঠে একদিকে হেলিপ্যাড ও অপরদিকে ১০-১৫ মিটারের মধ্যে জনসভার জন্য বিশাল বড় মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। এত অল্প জায়গায় হাজার হাজার মানুষের জমায়েত কীভাবে সম্ভব তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সভা এবং হেলিকপ্টার নামার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁকা মাঠ প্রয়োজন। অপরদিকে, রামনবমী উপলক্ষ্যে আদিবাসী ময়দানেও মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার দু'দিন পর ২৭ মার্চ রামনবমীর মিছিল।

সেই মিছিল নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠের ঠিক বিপরীতে আদিবাসী ময়দানে শেষ হবে। বিতর্ক এড়াতে ওই মাঠটিও ব্যবহার করা যাবে না। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূলের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার কোর্ডিনেটর অরুণ ঘোষ বলছেন, 'শুধু এই বিধানসভা থেকেই প্রায় ৫০ হাজার মানুষ সভায় জমায়েত হবেন। মাঠে পর্যাপ্ত জায়গার সমস্যার কথা আমরা জানি। সভাস্থলের পাশেই রাস্তা রয়েছে। সেখান থেকেও বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনানোর জন্য রাস্তায় মোড়ে মোড়ে এলইডি স্ক্রিন বসানো হচ্ছে।'

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী নকশালবাড়িতে ভোট প্রচারে এসেছিলেন। সেই সময় নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে হেলিকপ্টার নেমেছিল। আদিবাসী ময়দানে তৈরি হয়েছিল সভামঞ্চ। কিন্তু এবার একই মাঠে হেলিপ্যাড এবং সভামঞ্চ তৈরি হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছে শাসকদলেরই একাংশ। অনেকের মতে, সাতভাইয়া মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি হলে মুখ্যমন্ত্রী সেখানে নেমে সড়কপথে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠে আসতে পারতেন। অন্যদিকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার সমর্থনেও জাবরাভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর আরও একটি সভা করার কথা। রবিবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা মাঠের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সেখানেও হেলিপ্যাড এবং মঞ্চ তৈরি হচ্ছে।

নকশালবাড়ির সভা শেষে মাটিগাড়ার উপনগরীতে সেদিন থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হেলিকপ্টার নামার জন্য চাঁদমণির ক্রিকেট মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছে। সেখানেও রবিবার দুপুরে মহড়া হয়েছে। চালসা থেকে হেলিকপ্টার এসে চাঁদমণির মাঠে নামে। সেখানে ৪৫ মিনিট থেকে নকশালবাড়ির দিকে উড়ে যায়। এদিকে হেলিপ্যাড তৈরির জন্য ক্রিকেট মাঠের দফারফা অবস্থা। কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে একটি ল্যান্ডিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে। পাশেই চুন দিয়ে আরও একটি ল্যান্ডিং এরিয়া রয়েছে। মাঠ থেকে উপনগরীতে যাতায়াতের জন্য রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। মাঠজুড়ে প্রচুর গাড়ির যাতায়াত এবং মাটি খোঁড়ায় ফের কবে মাঠ খেলার উপযুক্ত হবে তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে গেল।

বিশ্রামে যাচ্ছেন রবি, বিনয়রা

গৌরহরি দাস ও রাকেশ শা

কোচবিহার ও ঘোকসাডাঙ্গা, ২২ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনে দলের হয়ে কাজ করবেন না। তাঁরা এখন বিশ্রাম নেবেন। নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে রবিবার এই ভাবনার কথা জানালেন প্রথম দিন থেকে তৃণমূল করে আসা দুই বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মাও। মনোবাসনা পূরণ না হওয়ায় প্রচারে নামবেন কি না তা খোলসা করেননি যুব নেতা কমলেশ অধিকারী।

রবিবার কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আমার নাতনি মিষ্টি। আমি এখন ওকে নিয়েই সময় কাটাব।' নির্বাচনে এবার দলের হয়ে কাজ করবেন না? উত্তরে বলেন, 'দল আমাকে টিকিটই দিল না। কোথায় কাজ করব?' বিনয়কৃষ্ণ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'দল তো মনেই করে না যে আমরা কাজ করতে পারি। দলে আমরা ব্রাত্য। গত পাঁচ বছর ধরে আমাকে একটা কোনও পদে পর্যন্ত রাখা হয়নি যেখান থেকে আমি কাজ করতে পারি।'

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোচবিহারে দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। দুই নেতা টিকিট না পাওয়ায় জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভে, হতাশায় নিজেদের একেবারে গুটিয়ে নিয়ে ঘরবন্দি হয়ে রয়েছেন। নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখা নিয়ে শুচিস্মিতাও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দলের হয়ে কাজ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই ক'দিন একটু বিশ্রাম নেব।' তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'এটা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তবে আমি বলব দলের ঘোষিত প্রার্থীতালিকা নিয়ে দলের কর্মীদের বিরোধিতা না করাই ভালো।'

মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রে এবার প্রার্থীর দৌড়ে নাম ছিল বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের। কিন্তু তৃণমূল প্রার্থী হন সাবলু বর্মন। প্রার্থী হয়েই তিনি বিনয়কৃষ্ণের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আশীর্বাদ চান। বিনয় বলেন, 'ভেবেছিলাম এই কেন্দ্র থেকে দল প্রার্থী করবে, শুধু আমি নয় দুর্দিনের কর্মী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আবদুল জলিল আহমেদ সহ দুর্দিনের কর্মীদের দল আর তেমন গুরুত্ব দেয়নি এবার। তাঁর অনুযোগ, জানুয়ারি মাসে কোচবিহারে রণসংকল্প সভায় আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় বক্তব্য রাখতে গেলে তাঁর কাছ থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে নেওয়া হয়। তা থেকেই তাঁর আক্ষেপ, আমাদের কি প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে? আরেক যুব নেতা কমলেশ অধিকারী বর্তমানে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন। তিনি জেলায় যুব আইকন হিসেবে বেশ পরিচিত।

সংখ্যালঘু ভোট পেতে মরিয়া

ফুলবাড়িতে নির্বাচনি কার্যালয় পদ্ম শিবিরের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসন নিজেদের দখলে রাখতে বিজেপি এবার সংখ্যালঘু ভোটকে পাখির চোখ করেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় রবিবার নির্বাচনি কার্যালয় খুলে পদ্ম শিবির তা স্পষ্ট করে দিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের ভোটারদের বিজেপিতে টানতেও স্থানীয় নেতারা কসুর করছেন না।

বিগত নির্বাচনগুলিতে ফুলবাড়ি-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির প্রচার নজরে আসেনি বললেই চলে। সেখানে এবার দুই অঞ্চল মিলিয়ে ৫৯টি বুথে বিজেপি ১২০টির বেশি নির্বাচনি কার্যালয় তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিন পূর্ব ধনতলা এলাকার ২৯৭ নম্বর বুথে নির্বাচনি কার্যালয় খুলে দেওয়া হলেও সোমবার বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় সেটির উদ্বোধন করবেন।

এদিন সেই বুথে গিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের অনেককে দেখা গিয়েছে। তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি মতিউর রহমানের কথায়, 'সংখ্যালঘু ভোট যেখানে বেশি রয়েছে, সেখানে বুথে তিনটি করে নির্বাচনি কার্যালয় করব। সংখ্যালঘু বহু মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আরও হবেন। তৃণমূল ভোটব্যাংকের জন্য আমাদের ব্যবহার করছে।'

গত বিধানসভা হোক কিংবা লোকসভা নির্বাচন, ফুলবাড়ি-১ ও ২ অঞ্চলের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে তৃণমূল ভোটের নিরিখে অনেকটা এগিয়ে ছিল। সংখ্যালঘু এলাকায় প্রচার তো দূর, পতাকা-ফেস্টুন পর্যন্ত পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীরা সেভাবে লাগাতে পারেননি। সেখানে এবার ওই এলাকাগুলি গেরুয়া পতাকায় সাজতে শুরু করেছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গত বিধানসভা নির্বাচনে পোলিং এজেন্ট দিতে পারলেও নির্বাচনি কার্যালয় বানাতে পারিনি। পূর্ণাঙ্গ বুথ কমিটিও ছিল না। এবার যেখানে ১০০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথ রয়েছে, সেখানেও আমরা ২০ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে ফেলেছি।

> **সংখ্যালঘু ভোট যেখানে বেশি রয়েছে, সেখানে বুথে তিনটি করে নির্বাচনি কার্যালয় করব। বহু মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তৃণমূল ভোটব্যাংকের জন্য আমাদের ব্যবহার করছে।**
>
> **মতিউর রহমান**
> *সহ সভাপতি, বিজেপির সংখ্যালঘু সেল*

সব বুথে নির্বাচনি কার্যালয় হচ্ছে।'

যদিও সংখ্যালঘু ভোট পাওয়া নিয়ে বিজেপির আত্মবিশ্বাসকে কটাক্ষ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়। তিনি বলেন, 'ফুলবাড়ি এলাকায় একজন মাত্র সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে বিজেপির সঙ্গে দেখা যায়।'

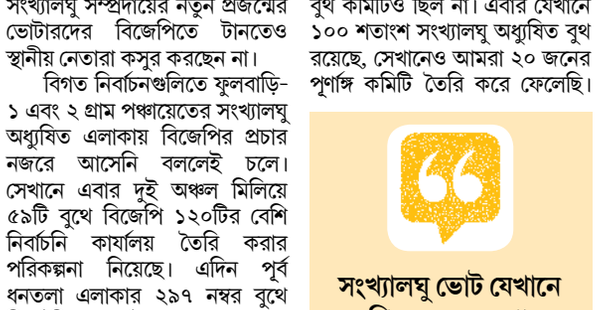

পূর্ব ধনতলা এলাকার ২৯৭ নম্বর বুথে নির্বাচনি কার্যালয়।

মতানৈক্যের জেরেই বিদায় রাজনীতিকে

অন্তরালে রাজনীতির

বাম আমলে দাপুটে কংগ্রেস নেতা হিসেবে তাঁর নামডাক ছিল। পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও হয়েছিলেন। মতানৈক্যের জেরে ২০১০ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের পর রাজনীতির ময়দানকে বিদায় জানান মজিবুল ইসলাম।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ মার্চ : বাম আমলে চোপড়া ব্লকের অন্যতম বিরোধী মুখ ছিলেন মজিবুল ইসলাম। জাতীয় কংগ্রেসের বুথ স্তরের কর্মী হিসেবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেসের প্রতীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটে জিতে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলান।

এর পাশাপাশি তিনি কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কমিটির সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০১০ সালে তিনি কংগ্রেসে ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে মজিবুল তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও সেই লড়াইয়ে তিনি জিততে পারেননি। এরপর তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে তিনি রাজনীতির ময়দানকে বিদায় জানান।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নেতৃত্বের একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পারার কারণেই প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে তৃণমূলের থেকে আস্তে আস্তে নিজের দূরত্ব বাড়ান মজিবুল। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই রাজনীতি থেকে কার্যত সন্ন্যাস নেন। কেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মজিবুল বলেন, 'আমি যখন উপপ্রধান ছিলাম তখন কংগ্রেসের কিছু নেতা চাপ দিয়ে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি তাঁদের অনৈতিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পারায় মতানৈক্য এবং দূরত্ব তৈরি হয়। সেকারণে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। পরে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরও দলের নেতৃত্বের সঙ্গে মতানৈক্য বাড়তে থাকে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে চুপচাপ হয়ে গিয়েছি।' তিনি যোগ করেন, 'তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর একবার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। পরবর্তীতে দলের তরফে নির্বাচনে লড়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও আমি আর সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরিনি।' রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মজিবুলের স্পষ্ট জবাব, 'রাজনীতি থেকে মন উঠে গিয়েছে। ফিরতে হলে অনেক আগেই ফিরতাম। এখন আর সেই ইচ্ছা নেই।'

রাজনীতি ছেড়ে মাঝে কয়েক বছর তিনি নিজের চা বাগানে সময় দিয়েছেন। এখন বাড়িতেই বেশিরভাগ

মজিবুল ইসলাম।

সময় কাটান। প্রচার থেকে দূরে নীরবেই জীবনযাপন করছেন মজিবুল। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদার বলেন, 'কংগ্রেসে থাকাকালীন বিরোধী নেতা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নামডাক ছিল। তবে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান।' তৃণমূলের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'মজিবুলের পরিবার এখনও তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত।'

কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের কথায়, 'মজিবুল অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক ছিলেন। উপপ্রধান হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।'

থানা পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : 'শান্তিপূর্ণ ভোট করাই লক্ষ্য, ভোটকেন্দ্রে কোথায়, কী হচ্ছে তাও নজরে রাখতে হবে।' ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপারের দায়িত্ব পাওয়ার পর রবিবার ইসলামপুর থানা পরিদর্শনে এসে এমনই মন্তব্য করলেন পুলিশ সুপার রাকেশ সিং। থানা চত্বরে নতুন পুলিশ সুপারকে অভিবাদন জানান ইসলামপুর থানার আইসি সন্দীপ চক্রবর্তী সহ অন্য আধিকারিকেরা। আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বার্তা দেন সুপার। তাঁর সংযোজন, মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র, হিসাববহির্ভূত অর্থ সহ সমস্ত বিষয়ে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করেছে। বিহার ও বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও সক্রিয় রাখা হয়েছে।

জামায়াতে নিয়ে সচেতনতার বার্তা আরএসএসের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আবহে হিন্দুত্ববাদ ও রাষ্ট্রবাদ ইস্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর প্রচারে ঝাঁপাতে চলেছে আরএসএস। রবিবার শহর শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে বিশ্ব সংবাদকেন্দ্রের তরফে আয়োজিত সোশ্যাল মিডিয়া কনক্লেভে তা একপ্রকার স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা ওপার বাংলায় জামায়াতে-র উত্থান ইস্যুতেও এদিনের কনক্লেভ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বক্তাদের দাবি, সেখানে জামায়াতে-র উত্থান আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। এদিনের এই কনক্লেভে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞা প্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক জে নন্দকুমার। এছাড়াও ছিলেন আরএসএসের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সমীরকুমার ঘোষ সহ অন্যরা।

কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আরএসএসের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টরা এদিনের কনক্লেভে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তারা মূলত হিন্দুত্ববাদ, রাষ্ট্রবাদ ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে কীভাবে তার প্রচার সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য বক্তারা সকলকে সচেতন হয়ে কনটেন্ট তৈরির পরামর্শ দেন। তাঁদের মত, সামাজিক মাধ্যমে যে কোনও তথ্য তুলে ধরার আগে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় উদাহরণও দিতে হবে। এসবের পাশাপাশি, বিরোধী ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধেও কাজ করতে হবে বলে বার্তা দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, এই কনক্লেভ ভোটে বিজেপির পালে হাওয়া তুলতে সক্ষম হবে। যদিও আরএসএস নেতৃত্বর দাবি, এধরনের কনক্লেভ প্রতিবছরই আয়োজিত হয়ে থাকে। গত বছর কোচবিহারে এধরনের কনক্লেভ হয়েছিল। এবার কনক্লেভের জন্য আগেই শিলিগুড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে ভোটের কোনও যোগ নেই। তবে, এদিনের কনক্লেভে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসা বিভিন্ন দিক অবশ্য নির্বাচনের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

এদিনের কনক্লেভে বক্তা হিসেবে জে নন্দকুমার বলেন, 'অভারতীয় একপক্ষ ভারতকে পুনরায় টুকরো টুকরো করার চিন্তা করছে। তবে আমরা মনে করি বাংলা বাদে ভারত অপূর্ণ। বাংলা ভারতের অভিন্ন অঙ্গ।' অন্যদিকে সমীরের কথায়, 'আমরা জনমত পরিষ্কার-কর্মসূচিকে সামনে রেখে পথ চলতে শুরু করেছি। আমাদের লক্ষ্য জনমত পরিষ্কার করা। দেশ ও হিন্দুত্ব ইস্যুতে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠুক। আমরা চাই সবাই ভোট দিক। তবে, সীমান্ত এলাকায় জামায়াতের যে উত্থান হয়েছে তা খুবই চিন্তার বিষয়। আগামীতে অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। নির্বাচনেও প্রভাব পড়তে পারে। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে।'

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে আয়োজিত সোশ্যাল মিডিয়া কনক্লেভ।

শুয়োরের সঙ্গে লড়ে শিশুর প্রাণ বাঁচাল ভুলি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২২ মার্চ : এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে পেট ফেটে একাকার। তবে তাকে থোড়াই কেয়ার! ভুলি এখন সবার চোখের মণি। সবাই তাকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে উদগ্রীব। সবাইকে দেখে ল্যাজ নেড়ে সেও কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কোল ঘেঁষে পূর্ব মাদারিহাটের এক শান্ত জনপদ। সেখানেই বিরহিণী দাসের বাড়িতে গত কয়েকদিন ধরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। দিনমজুরির কাজে স্বামী বাইরে গিয়েছেন। ফলে বিরহিণী বাড়িতে একাই ছিলেন। ঘটনার বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, 'বাড়ির পেছনে একটি বারান্দায় জ্বালানি কাঠ রাখা আছে। শুক্রবার রাতে হঠাৎই বেড়া ভাঙার মতো শব্দ শুনতে পাই। শনিবার সন্ধ্যায় দেখি কয়েকটি সদ্যোজাতকে নিয়ে দুটি শুয়োর উঠোনে ঘুরছে।' সেগুলিকে দেখেই বিরহিণী সহ প্রতিবেশীরা হইচই শুরু করেন। জোর শব্দ শুনে ছানাদের নিয়ে শুয়োর দুটি বারান্দার কাঠের স্তূপের নীচে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

রবিবার সকালে বিরহিণীর

শাবক সহ বুনো মা। পূর্ব মাদারিহাটের বিরহিণী দাসের বাড়িতে।

প্রতিবেশী ঝুমা মণ্ডলের বাড়িতে তাঁর ছয় বছরের ছেলে পবিত্র খেলাধুলো করছিল। বিরহিণীর বাড়িতে ঠাঁই নেওয়া মা শুয়োরটি হঠাৎ করে সেখানে হাজির হয়ে ওই শিশুর ওপর চড়াও হয়। বিপদ নিশ্চিত ছিল। ছেলের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে হাজির ঝুমা বললেন, 'দেখলাম ওই শুয়োরের সঙ্গে একটি কুকুরের জোর লড়াই চলছে। কুকুরটির পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছিল। আর আমার ছেলে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে।' দ্রুত ছেলেকে কোলে তুলে ঝুমা নিরাপদ দূরত্বে সরে যান। কৃতজ্ঞ মায়ের কথায়, 'ওর এই অবদান কোনওদিন ভুলতে পারব না।' সেই কুকুরের মনিব রমেন দাসের কথায়, 'ভুলি যে এত বড় একটা কাজ করে ফেলতে পারে তা ভাবতেই পারছি না।' এদিন সকালে ফুল আনতে গিয়ে শুয়োরের তাড়া খেয়েও কোনওমতে বিপদ এড়ান বলে বিরহিণীর প্রতিবেশী দুর্গা দাস জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বনকর্মীদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। পরিবারটিতে শাবক থাকায় বনকর্মীরা ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করতে পারেননি। এরপর শব্দবাজি ফাটিয়ে মা শুয়োরকে আলাদা করে ছানাগুলোকে জয়শ্রী চা বাগানে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বললেন, 'এর আগে কোনওদিন লোকালয়ে শুয়োরের শাবক প্রসবের ঘটনা ঘটেনি।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখল বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। তাদের অভিযোগ, শিক্ষাক্ষেত্র বঞ্চিত। তাই দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

পানিহাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তাঁর পরিবারের দাবি, রাতে খেলা দেখতে যাবেন বলেছিলেন। পরে জানতে পারেন মৃতদেহ পড়ে আছে।

গৃহবধূ খুন

দু-কাঠা জমির জন্য গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। মৃতের দেহ হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়েও গিয়েছেন তারা। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ঘটনায় তদন্তে পুলিশ।

সংঘর্ষ

দুর্গাপুরের করঙ্গপাড়া এলাকায় সরকারি দেওয়ালে রাজনৈতিক প্রচার মুছতে গিয়ে হামলার শিকার নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা। তৃণমূল, বিজেপি একে অপরকে দুষেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

‘৩৬৫ দিন ভবানীপুরে থাকি’

কর্মীসভায় বার্তা মমতার, ৬০ হাজার ভোটে জেতার টার্গেট অভিষেকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ মার্চ : হাতের তালুর মতো চেনা ভবানীপুরে কি অচেনা কোনও ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? তৃণমূলনেত্রী এবং দলের নেতা-কর্মীরা মুখে যতই ‘অল ইজ ওয়েল’ বলুন, তাঁদের শরীরি ভাষা কিন্তু অন্য। অন্তত রবিবার চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে তৃণমূলের কর্মীসভায় মমতা যে বার্তা দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট, ভোটের ফলে অঘটনের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল। এদিন নিজেকে ‘ভবানীপুরের মেয়ে’ বলে তুলে ধরে এলাকাবাসীর মন জয় করার কৌশল নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, ‘ভবানীপুর আমাদের এলাকা। ৩৬৫ দিন ভবানীপুরে থাকি। আমার মা বাড়ি বদল করতে বাধা দিয়েছিলেন। ভবানীপুর মিনি ইন্ডিয়া।’ বিজেপির বিরুদ্ধে বহিরাগত তত্ত্বে শান দিয়ে মমতার সাফ কথা, ‘ওরা প্রচুর বহিরাগতকে এনেছে। বিজেপি বহিরাগত ঢোকাচ্ছে। কর্মীদের মাথা ঠান্ডা করে চলতে হবে।’

রবিবার মমতার কর্মীসভায় সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি হাজির ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ছিলেন দলের বেশ কিছু কাউন্সিলারও। সেখানে অভিষেকের বার্তা, ‘ভবানীপুরে

চেতলায় কর্মীসভায় ঢোকার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

কমপক্ষে ৬০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিততে হবে। কলকাতার মধ্যে প্রথম হতে হবে।’

কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি নিয়ে ঘরে ঘরে প্রচার করতে হবে। একইসঙ্গে জনতাকে মনে করিয়ে দিতে হবে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবহেলা, বঞ্চনার কথা।’

হাইভোল্টেজ ভবানীপুরে এবার সরাসরি লড়াই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বনাম বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। বিজেপি প্রার্থী ইতিপূর্বেই এই কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর পালটা ঘুঁটি সাজাতে এবার ময়দানে নামছেন খোদ তৃণমূলনেত্রীও। রবিবার থেকেই ভবানীপুরে নিজের ‘ঘর’ গোছানোর কাজে নামেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে বহিরাগত তত্ত্বে শান দিয়ে মমতা আদতে শুভেন্দুকেই এলাকায় বহিরাগত বলে বোঝাতে চেয়েছেন বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। মুখ্যমন্ত্রী এদিন একাধিক কাউন্সিলারের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ফলের আগে নেতা-কর্মীদের স্ট্রংরুমে বিশেষ নজর দিতে হবে বলে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

> **ভবানীপুর আমাদের এলাকা। ৩৬৫ দিন ভবানীপুরে থাকি। আমার মা বাড়ি বদল করতে বাধা দিয়েছিলেন। ভবানীপুর মিনি ইন্ডিয়া।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

তাঁর আশঙ্কা, ফলের দিন লোডশেডিং করে দিতে পারে।

সোমবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করার কথা নির্বাচন কমিশনের। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাওয়াই, ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে না তাঁদের আইনি সাহায্য করবে তৃণমূল। তিনদিনে ৫০ অফিসারের বদলি নিয়েও সরব হন তিনি। মমতার সাফ কথা, ‘কিছু ঘটলে মোদি, ভ্যানিস কুমার দায়ী থাকবেন।’ জ্বালানির দামবৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন তিনি।

ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান ধরে রাখা তৃণমূলের কাছে একপ্রকার ‘প্রেস্টিজ ফাইট’। ফলে কোনও রকম আত্মতুষ্টিতে না ভুগে প্রতিটি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি। অভিষেক এদিন বলেন, ‘হিমন্ত বিশ্বশর্মা, নারায়ণ রানে, শুভেন্দু অধিকারী, এরা কারা? সবাই কোনও না কোনওভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বাংলা মাথা নত করবে না। মানুষকে বোঝাতে হবে বিজেপি দুর্নীতিগ্রস্ত। ওরা বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিছুই বোঝে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখনও সাধারণ মানুষের মতোই থাকেন। সাধারণ জীবনযাপন করেন।’

‘কংগ্রেস বোকা বানিয়েছে’

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ মার্চ : গোয়ালপোখরের প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামজ বা ভিক্টরের বহিষ্কারের দাবিতে সোজা কংগ্রেসের সদর দপ্তর পর্যন্ত দৌড়েছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী। অথচ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি, এমনটাই অভিযোগ তাঁর। কংগ্রেস নেতা গোলাম আহমেদ মীর তাঁকে বোকা বানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আপাতত দিল্লিতেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভিক্টরের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ তুলে আগেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী দিল্লির নেতৃত্বের কাছেও বিষয়টি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন প্রিয়াঞ্জলি। বৃহস্পতিবার তাঁর সন্তানদের নিয়ে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে

ক্ষোভ ভিক্টরের স্ত্রীর

গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গোলাম আহমেদ মীর তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরের দিন সময় দেওয়া সত্ত্বেও দিল্লি ছেড়ে চলে যান। প্রিয়াঞ্জলি বলেন, ‘উনি সময় দিলেন, কিন্তু গিয়ে জানতে পারি, মীর সাহেব চলে গিয়েছেন। উনি তো আমাকে বোকা বানালেন।’ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আসলে কংগ্রেস চাইছে না ভিক্টরের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে। ওর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে ওরা। এটা যদি অন্যকেউ হত, এতদিনে ব্যবস্থা নেওয়া হত। আমি যতদূর জানি, ওকে টিকিটও দেওয়া হবে। কংগ্রেস আমাকে বোকা বানিয়েছে।’ সোমবারই কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে। প্রিয়াঞ্জলির কথায়, ‘আপাতত দিল্লি ছাড়ছি না। আমার বক্তব্য জাতীয় স্তরে পৌঁছোনো দরকার। তাই প্রার্থী তালিকায় ওকে টিকিট দেওয়া হলে আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব।’

মার্কস নয়, মন্দিরে মন মীনাক্ষীর

কলকাতা, ২২ মার্চ : বামপন্থীরা সাধারণত ধর্মের ছোঁয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বই বজায় রাখেন। দেশের সবথেকে বড় বামপন্থী দল সিপিএম সেই পথেরই পথিক। কিন্তু ভোট ময়দানে নামলে নাস্তিকতার পাঠ যে ভুলতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্তের মতো তরুণ তুর্কীরা। ‘ডাস ক্যাপিটাল’ ভুলে এবার ‘ভক্তিযোগ’-এর মাধ্যমে মানুষের মনের নাগাল চাইছেন তাঁরা। আর তা নিয়েই এখন সরগরম রাজ্য-রাজনীতি।

রবিবার উত্তরপাড়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়েছিলেন সেখানকার সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। যুব গোষ্ঠীর মাঠে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সটান হাজির হন তিনি। শুধু সৌজন্য বিনিময় নয়, রীতিমতো যজ্ঞের সামনে বসে হাত জোড় করে ঘৃতাহুতি দিতে দেখা গেল তাঁকে। এই নিয়ে রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠলেও তাতে পাত্তা দিতে নারাজ সিপিএমের এই নেত্রী। তাঁর সাফ কথা, যার যেটা রুচি সে সেটা করবে। আমাদের পার্টি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শেখায়নি।

শনিবার প্রচারের ফাঁকে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ও করেছিলেন তিনি। অপরদিকে পানিহাটি কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। পানিহাটি মহোৎসবতলা ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরে পুজো দেন তিনি। অতীতে সুভাষ চক্রবর্তীর তারাপীঠ দর্শন বা রেজ্জাক মোল্লার হজযাত্রা নিয়ে সিপিএমের অন্দরে যে ঝড় উঠেছিল, এখন যেন সেই দেয়ালটাই ভেঙে পড়েছে। ধর্মাচরণ নিয়ে অতীতে যে বিতর্ক আলিমুদ্দিনে শুরু হয়েছিল মীনাক্ষী, কলতানদের ‘ভক্তিভাব’ তাতে ইতি টেনে দিয়েছে।

প্রচারে বেরিয়ে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। রবিবার। -সংবাদচিত্র

‘বিক্ষোভে দলের ইমেজ ভালো হচ্ছে’

কলকাতা, ২২ মার্চ : প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে এখন বিদ্রোহের আগুন। কিন্তু সেই আগুন নেভানোর বদলে অদ্ভুত এক তত্ত্বে ঘি ঢাললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, বিক্ষোভে নাকি দলের ‘ইমেজ’ বা ভাবমূর্তি ভালো হচ্ছে। সুকান্তর এই মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে, তেমনই দলের অন্দরেও তৈরি হয়েছে অস্বস্তি।

সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে এদিনও উত্তরবঙ্গের চোপড়া থেকে দক্ষিণবঙ্গের শ্রীরামপুরের কর্মীরা প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামলাতে নাজেহাল বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুকান্ত মজুমদার বলেন,

আজব দাবি সুকান্তর

‘বিজেপির টিকিটের চাহিদা বাড়ছে, তাই টিকিট না পেয়ে মন খারাপ থেকে এসব হচ্ছে। এই বিক্ষোভ প্রমাণ করে যে মানুষ জানে বিজেপির টিকিটে জিতবে।’ বাম-কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি আরও যোগ করেন, ‘ওদের দলে তো বিক্ষোভ নেই, কারণ লোকে জানে ওদের টিকিটে জিতে কোনো লাভ নেই।’

এমনকি শুভেন্দু অধিকারীর সুরও এদিন ছিল ভিন্ন। তিনি বলেন, ‘রাজ্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা আছেন, তাঁরা সামলে নেবেন। দল যাঁকে যোগ্য মনে করেছে, তাঁকে প্রার্থী করেছে।’ অর্থাৎ সুকান্তর মতো বিক্ষোভকে সরাসরি ‘ইতিবাচক’ তকমা দিতে নারাজ বিরোধী দলনেতা।

দলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছেন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু ঘোষ। এদিনও তিনি সুর চড়িয়েছেন পরিবারের একাধিক সদস্যকে টিকিট দেওয়া নিয়ে। যদিও এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য অত্যন্ত সতর্ক। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ‘আবেদন করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।’

নন্দীগ্রামে একইদিনে অভিষেক-শুভেন্দু

ভোটের উত্তাপ পূর্ব মেদিনীপুরে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মার্চ : হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের মেঘ জমছে পূর্ব মেদিনীপুরে। আগামী ২৫ মার্চ নন্দীগ্রামে পা রাখতে চলেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক সেই দিনই নিজের খাসতালুকে পালটা হুংকার দেওয়ার প্রস্তুতি সারছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুই শিবিরের এই ‘ডাবল’ কর্মীসভাকে কেন্দ্র করে বিধানসভা ভোটের মুখে কার্যত বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের ভোট প্রথম দফায়। সম্ভবত প্রথম দফার মনোনয়ন শুরুর দিনেই হলদিয়ার এসডিও অফিসে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন শুভেন্দু।

রবিবার নন্দীগ্রামের বয়াল পঞ্চায়েত এলাকায় মিছিল করেন শুভেন্দু। মেজাজ ছিল চড়া। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘নন্দীগ্রাম জিততে তাঁর কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী বা কমিশনের দাক্ষিণ্য লাগবে না।’ এমনকি প্রথম দফার মনোনয়ন শুরুর দিনই হলদিয়া এসডিও অফিসে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম জমা দেবেন তিনি। অভিষেকের সফরকে আমল না দিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘২০২১ বা ২০২৪ পিসি-ভাইপো দুজনেই জেলায় এসেছেন। যে কেউ আসতেই পারেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষ বোকা নন।’ তাঁর সাফ কথা, স্বয়ং মমতাকে যিনি হারিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের নতুন প্রার্থীর দশা কী হবে, তা ভোটাররা ভালোই জানেন।

এদিন শুভেন্দুর মিছিল যখন তৃণমূল প্রার্থী প্রতীক করের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের গলায় শোনা যায় ‘চোর’ স্লোগান। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও শুভেন্দু নিজেই কর্মীদের শান্ত করেন। মজার বিষয় হল, গত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুভেন্দুকে দেখে তৃণমূল কর্মীরা যে স্লোগান তুলেছিলেন, আজ যেন তারই ‘রিটার্ন গিফট’ পেল ঘাসফুল শিবির। যদিও বয়ালে তৃণমূলের রক্তক্ষরণ থামছে না। এদিনও রেয়াপাড়ায় একাধিক সংখ্যালঘু নেতা শুভেন্দুর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

২০২১-এ নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর গড় ভবানীপুরে থাবা বসিয়েছেন শুভেন্দু। সেখান থেকে মমতাকে ২৫ হাজার ভোটে হারানোর হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি। পালটা হিসেবে তৃণমূলও কোমর বেঁধে নেমেছে শুভেন্দুর নিজের জমি নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধার করতে। সেই লক্ষ্যেই ২৫ মার্চ অভিষেকের এই হাই-প্রোফাইল সভা।

ভোটের অঙ্ক যাই হোক, ২৫ মার্চের নন্দীগ্রাম যে বঙ্গ রাজনীতির এপিসেন্টার হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তদন্তে এনআইএ

কলকাতা, ২২ মার্চ : বাংলাদেশের বিতর্কিত ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। রবিবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে এই মামলার দুই প্রধান অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগীর হোসেনকে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১২ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২ এপ্রিল অভিযুক্তদের ফের আদালতে তোলা হবে।

এদিন আদালতে এনআইএ-র পক্ষ থেকে ধৃতদের জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানানো হলে বিচারক তা মঞ্জুর করেন।

আরজি করের লিফটে ফরেনসিক পরীক্ষা

নজরে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা

কলকাতা, ২২ মার্চ : আরজি করের লিফট কাণ্ডে তদন্তকারীদের নজরে এবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। এই দুর্ঘটনায় ফের ফরেন্সিক পরীক্ষার কথা রয়েছে। তাই পূর্ত দপ্তরের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের যে আধিকারিক ও কর্মীদের তত্ত্বাবধানে এই লিফট চলছিল, তাঁদের সোমবার ঘটনাস্থলে আসতে বলা হয়েছে। তাঁদের উপস্থিতিতেই ফরেন্সিক পরীক্ষা হবে। তাঁদের থেকে রিপোর্টও চাইতে পারে লালবাজার। সূত্রের খবর, প্রাথমিক অনুসন্ধানে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাই বিস্তারিত পরীক্ষা চালাতে ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের কর্মীদের আসতে বলা হয়েছে। এমনকি লিফট প্রস্তুতকারী সংস্থার আধিকারিকদেরও ডাকা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ফরেন্সিকের তিন সদস্য, অন্যদিকে হোমিসাইড শাখার তিন আধিকারিক যৌথ তদন্ত চালাচ্ছেন। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, লিফটের কার্যপ্রণালী, উদ্ধার প্রক্রিয়া নিয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার দিন সকল কর্মীর ডিউটি রোস্টারও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই সময়ে দায়িত্বে থাকা জুনিয়ার ডাক্তার, নার্স, গ্রুপ ডি কর্মী ও চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তারক্ষীদের একে একে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ চলছে। জানা গিয়েছে, যে লিফটে এই ঘটনা ঘটেছে, তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছিল চলতি মাসের শুরুতে। যে সংস্থার লিফট, তারা সাধারণত ২৫ থেকে ৩০ দিন অন্তর হাসপাতালের লিফটগুলি পরীক্ষা করে দেখে। এক্ষেত্রে তা হয়েছিল মার্চের শুরুর দিকে। তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তেমন কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। প্রতি ক্ষেত্রে লিফটের বাইরে আলাদা মেশিন রুম থাকে। যান্ত্রিক ত্রুটি হলে সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘটনার দিন মেশিন রুমে কী হয়েছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। এত অভিযোগের পরও এদিনও হাসপাতালে দুপুর পর্যন্ত লিফটগুলিতে লিফটম্যানের দেখা পাওয়া যায়নি। যদিও রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের লিফটের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এখন থেকে হাসপাতাল থেকে সারপ্রাইজ ভিজিটেরও চিন্তাভাবনা চলছে।

মমতার গড়ে প্রার্থী হুমায়ুনের

কলকাতা, ২২ মার্চ : রবিবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুরে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি! শুধু ভবানীপুর নয়, শুভেন্দুর খাসতালুক নন্দীগ্রাম এবং ভাঙড়ের মতো রাজ্যের সবচেয়ে নজরকাড়া আসনগুলোতেও প্রার্থী দিয়ে শাসক ও বিরোধী-উভয় শিবিরকেই কড়া বার্তা দিয়েছেন এই বিদ্রোহী নেতা।

ভবানীপুর থেকে এজেইউপি-র টিকিটে লড়ছেন ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পুনম বেগম। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে শহিদুল হক এবং ভাঙড়ে শওকত মোল্লা ও নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে সীমা ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করে রীতিমতো মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন হুমায়ুন। এমনকি, ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসিন হায়দারকেও কান্দি থেকে প্রার্থী করে শাসকদলের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করেছেন তিনি। নিজে লড়ছেন মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা থেকে।

মাছে ভাতে ভোজ বিরোধী দলনেতার

নন্দীগ্রাম, ২২ মার্চ : মাছ-মাংস ছাড়া কি বাঙালিকে মানায়? মাটন কষা কিংবা সর্ষে ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি কিংবা স্রেফ মুরগির ঝোল, বাঙালির মেনুতে আমিষ বাধ্যতামূলক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির পাত থেকে এই জিভে জল আনা পদগুলি চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে বলে ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। বিশেষ করে হিন্দি বলয়ের বিজেপি নেতাদের নিরামিষ প্রীতি এবং প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রি বন্ধে ফতোয়ার বিষয়গুলিকে সামনে এনে ভোটযুদ্ধে প্রচারের পারদ তুঙ্গে তুলেছে জোড়াফুল শিবির। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ‘বাঙালি পাঁঠা খাবে’ বলে জোরগলায় পালটা দাবি করলেও তাতে গেরুয়া শিবির এখনও পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় তৃণমূলের ‘আমিষ’ প্রচারের বাড়া ভাতে ছাই ফেলতে নিজের খাসতালুক নন্দীগ্রামে মাছ-ভাত দিয়ে জমিয়ে রবিবাসরীয় মধ্যাহ্নভোজ সারলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সকালে প্রচারের পর দুপুরে জমি আন্দোলনকারীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খান শুভেন্দু। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল। মাটিতে বসে কলাপাতায় সেই আমিষ খাবার খান শুভেন্দু ও তাঁর সঙ্গীরা।

আবার বিধাননগরের বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় একটি পেল্লায় সাইজের কাতলা মাছ হাতে রবিবার নিজের এলাকায় প্রচার সারেন। তাঁর সাফ কথা, ‘আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আমরা মাছ-মাংস সবই খাব। এই অপপ্রচার বন্ধ করতেই আজ মাছ নিয়ে বেরিয়েছি।’

বাংলায় ভোটের মুখে খাওয়াদাওয়া নিয়ে তৃণমূলের হাতে বাড়তি রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দিতে নারাজ গেরুয়া শিবির। তাই বাঙালি মনের নাগাল পেতে মাছে-ভাতে বাঙালি তকমা ধরে রাখতে মরিয়া শুভেন্দু অধিকারী, শারদ্বত মুখোপাধ্যায়রা। এসব দেখে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, ‘ওঁদের প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। বিজেপি মাছ, মাংসের বিরুদ্ধে। আমরা পরিষ্কার বলি, কেউ নিরামিষ খান, কেউ আমিষ খান। সবারই স্বাধীনতা আছে। মাছ বিক্রি করা যাবে না বলে যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা জানেন না মৎস্যজীবী, মাছ বিক্রেতা কত মানুষের জীবন নির্ভর করে এসবের ওপর।’

প্রচার শেষে খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত শুভেন্দু। রবিবার নন্দীগ্রামে।

রাজনীতির ভিন্ন মেরুতে দুই ডাকাবুকো ‘পুলিশ কুমার’

কলকাতা, ২২ মার্চ : জানুয়ারির শেষ দিনটা বঙ্গ পুলিশের ইতিহাসে এক অদ্ভুত সমাপতন তৈরি করেছিল। একইদিনে পুলিশের উর্দি তুলে রেখেছিলেন দুই ডাকাবুকো আইপিএস অফিসার—রাজীব কুমার এবং রাজেশ কুমার। ১৯৯০ ব্যাচের এই দুই অফিসার শুধু ব্যাচমেটই নন, একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ, এবং একই রাজ্যের ক্যাডার হওয়ার সুবাদে তাঁদের বন্ধুত্বের কথা অনেকেরই জানা। নামে মিল, অবসরের দিনেও মিল; কিন্তু অবসরের পর তাঁদের রাজনৈতিক যাত্রাপথ একেবারে দুই মেরুর! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ‘আস্থাভাজন’ রাজীব কুমার ঘাসফুলের মনোনয়নে আজ রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ। ঠিক উলটোদিকে দাঁড়িয়ে, বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখলেন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ডঃ রাজেশ কুমার। উত্তর ২৪ পরগনার রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত জগদ্দল কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির। তাঁর মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। আপাতত দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিরোধী দুই দলের সদস্য। তবে রাজনীতির ময়দানে ভিন্ন আদর্শের অনুগামী হলেও, নতুন এই ইনিংসে পুরনো বন্ধু রাজীবের শুভেচ্ছাবার্তার অপেক্ষায় রয়েছেন ডঃ রাজেশ। দুই শীর্ষ কর্তার এই ভিন্ন মেরুকরণ ছাব্বিশের মহারণে আলাদা রাজনৈতিক রোমাঞ্চ তৈরি করেছে।

১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস ডঃ রাজেশ কুমার শুধু একজন দুঁদে পুলিশ কর্তাই নন, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার বহর তাবড় রাজনীতিকদেরও চমকে দেওয়ার মতো। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস—উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য তিনি। পাশাপাশি রয়েছে ফিনান্সে পিএইচডি এবং ফিনান্স ও এইচআর-এ জোড়া

একইদিনে অবসর দুই বন্ধুর

এমবিএ ডিগ্রি। বঙ্গ রাজনীতিতে যখন প্রায়শই জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন ডঃ কুমারের মতো একজন ‘হাই-প্রোফাইল’ টেকনোক্র্যাট-ব্যুরোক্র্যাটের রাজনীতিতে আসাটা আক্ষরিক অর্থেই এক দমকা হাওয়া। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলমত বা ঝান্ডা নির্বিশেষে বিধানসভা বা সংসদে এমন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। এমন প্রার্থী রাজনীতিতে এলে শুধু নীতি নির্ধারণের মানই বাড়ে না, রাজনীতির প্রতি আমজনতার আস্থাও ফেরে।

পুলিশের চাকরিতেও রাজেশ কুমারের ট্র্যাক রেকর্ড যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন তাঁকে কলকাতার ৪১তম পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেছিল। এছাড়াও সিআইডি প্রধান, ট্রাফিক ও পথনিরাপত্তার ডিজি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব এবং গণশিক্ষা প্রসার দপ্তরের প্রধান সচিবের মতো পদে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। মানবপাচার রোধে তাঁর জিরো-টলারেন্স নীতি এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদকও পেয়েছেন।

তবে সম্প্রতি তিনি খবরের শিরোনামে আসেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। রাজ্য পুলিশের ডিজি পদের প্যানেল থেকে তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেওয়ার অভিযোগে সরাসরি ইউপিএসসি-র বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আইনি লড়াই শুরু করেন তিনি। তাঁর এই আপসহীন আইনি লড়াই প্রমাণ করে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে গলা চড়াতে তিনি পিছপা হন না। একদিকে রাজীব কুমার যখন শাসকদলের ছত্রছায়ায় মসৃণ রাজনৈতিক জীবন বেছে নিয়েছেন, তখন রাজেশ কুমারের গেরুয়া শিবিরে যোগদান এবং এই আইনি লড়াইকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতারই প্রতিচ্ছবি বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

খাঁকি উর্দি ছেড়ে এবার তাঁর গায়ে গেরুয়া বসন। বিরোধীদের তোলা দুর্নীতির অভিযোগের মোকাবিলায় ডঃ কুমারের মতো স্বচ্ছ ও উচ্চশিক্ষিত এক প্রাক্তন পুলিশ কর্তাকে সামনে রেখে কড়া বার্তা দিতে চাইছে বিজেপি। জগদ্দলের মতো কঠিন পিচে তৃণমূলের সোমনাথ শ্যামকে হারানো মোটেও সহজ অঙ্ক নয়। তবে ভোটের বাক্সে তাঁর এই অগাধ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কতটা ম্যাজিক দেখাবে, তা আগামী ৪ মে ইভিএম-এই স্পষ্ট হবে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০২ সংখ্যা, সোমবার, ৮ চৈত্র ১৪৩২

ভয়াবহ পরিণতি

যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। প্রাণহানি, সম্পদের সর্বনাশ, বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি ইত্যাদি। কিন্তু যে বিপর্যয়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না- তা হল পরিবেশ। যে কোনও যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে প্রকৃতিতে। সাম্প্রতিক ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধে খনিজ তেল নিশানায় চলে আসায় বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি বেড়েছে আরও কয়েকগুণ। গত কয়েকদিনের যুদ্ধে শুধু হরমুজ প্রণালীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২টি তেল পরিবহণকারী জাহাজ।

প্রতিটি জাহাজে ছিল বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ, লুব্রিকেন্ট অয়েল, জ্বালানি তেল ইত্যাদি। জাহাজ ডুবে যাওয়ায় এইসমস্ত সামগ্রী সমুদ্রের জলে মিশেছে। ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা টর্পেডো হামলায় চুরমার হয়ে গিয়ে জাহাজের ভেঙে যাওয়া ধাতব অংশের একই পরিণতি হয়েছে। জলের সঙ্গে এসব সামগ্রী মিশে যাওয়ার অর্থ হল সামুদ্রিক প্রাণীর সমূহ সর্বনাশ। সেইসঙ্গে বারোটা বেজেছে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের। সেই ক্ষতির পরিমাণের উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে ভয়াবহতা কতটা।

গড়ে ১ থেকে ৩ লক্ষ টন তেল পরিবহণের ক্ষমতা আছে মাঝারি মাপের জাহাজগুলিতে। ওই পরিমাণ তেল সমুদ্রের এক বর্গ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে অন্তত ৫ মিলিমিটার পুরু হয়ে তেলের আস্তরণ তৈরি হয়। এতে জলজ বাস্তুতন্ত্রে আঘাত লাগায় সামুদ্রিক প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়। এই বিঘ্নের হার শ্বাস প্রক্রিয়ার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

শুধু তাই নয়, তেল মেশানো জলে সামুদ্রিক পাখি, ডলফিন কিংবা স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডানা বা পাখনা এত ভারী হয়ে যায় যে, তাদের ওড়ার ক্ষমতা বা গতি অনেক কমে যায়। ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধে শুধু হরমুজ প্রণালী নয়, প্রভাব পড়েছে ভারতের দুয়ারে শ্রীলঙ্কা উপকূলে। সেখানে ইরানের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছে টর্পেডো হানায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১ টন তেল সমুদ্রের তলদেশে অন্তত এক হাজার ঘনমিটার জলধারার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে সাংঘাতিকভাবে বাধা দেয়।

সমুদ্রের বাইরেও প্রকৃতিতে যুদ্ধের প্রভাব মারাত্মক। তৈল শোধনাগার ও তেল ভাণ্ডারগুলিতে আকাশপথের হামলায় বায়ু দূষণ হয় ব্যাপক। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ব্ল্যাক কার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয় ব্যাপক পরিমাণে। এছাড়াও আর্সেনিকের মতো ক্ষতিকর জিনিস ছড়িয়ে পড়ে। যা বাতাসের সঙ্গে মিশে যে পরিস্থিতি তৈরি করে, তা সাধারণের স্বাস্থ্যে চরম বিপদ ডেকে আনে।

বিশেষ করে আঘাত হানে শিশুদের শ্বাসতন্ত্রে। বাতাসের দূষণ প্রবীণদের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ওই বাতাসবাহিত হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়া বৃষ্টি জলাশয় শুধু নয় ভূগর্ভের জলকেও দূষিত করে দেয়। যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। জমির উর্বরতা শক্তিও কমিয়ে দেয় ওই বৃষ্টি। এ তো গেল সমুদ্র ও তেল শোধনাগার কিংবা ভাণ্ডারে হামলার পরিণতি। কিন্তু যুদ্ধ তো শুধু সমুদ্রে বা তেল ভাণ্ডারে থেমে নেই। প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে মনুষ্য বসতিতে।

জনপদে যে ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল বা ড্রোন আছড়ে পড়ছে, তাতে প্রচুর ধূলিকণা, সিমেন্ট, লোহা, সিসা, কাচ ইত্যাদি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে মানুষের ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার বিপদ বেড়ে গিয়েছে। চোখ ও ত্বকের সমস্যাও মারাত্মকরকম বেড়ে যেতে পারে। যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। মনে করা হচ্ছে, এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত দু'কোটি লিটার জ্বালানি তেল ধ্বংস হয়েছে।

পরিণামে শুধু ইরানের রাজধানী তেহরানে অনেকটা এলাকাজুড়ে ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে। এতে শুধু ইরানেই এপর্যন্ত ১ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষকে কোনও না কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যার জন্য চিকিৎসা করাতে হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, শুধু এই যুদ্ধটা পৃথিবীর একাংশকে কতটা বসবাসের অনুপযুক্ত করে তুলেছে। যুদ্ধ চলতে থাকলে বাস্তুতন্ত্রের সর্বনাশ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, ভাবতে শিউরে উঠতে হয়।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

গোয়ালপাড়িয়া বোড়ো কন্যার আকাদেমি সম্মান

গোয়ালপাড়ার বোড়ো কন্যা, সহায়সুলি ব্রহ্ম'র উপন্যাস 'দংনি লামা মনছে গাথোং'-এর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আনন্দ উত্তরেও।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

লোকাল বাস ধরতে হাঁটতে হয় পাঁচ কিলোমিটার। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতে গ্রাম থাকে বিদ্যুৎহীন। গোয়ালপাড়ার এমনই এক প্রত্যন্ত, অরণ্যঘেরা গ্রাম বড়দল থেকে উঠে এসেছেন বোড়ো কন্যা সহায়সুলি ব্রহ্ম। ছোটবেলায় পোলিও কেড়ে নিয়েছে হাঁটার ক্ষমতা। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর জীবনসংগ্রামকে পাথেয় করে তিনি লিখেছেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দংনি লামা মনছে গাথোং'। আর সেই উপন্যাসের হাত ধরেই এবার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন বিশেষভাবে সক্ষম এই লেখিকা। তাঁর এই সাফল্যে অসমের পাশাপাশি খুশির হাওয়া প্রতিবেশী উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলেও।

সাধারণ লোকাল বাস ধরতে গেলেও যেখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়, সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই যে গ্রাম অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যুৎহীন থাকে, গোয়ালপাড়া উপত্যকার তেমন এক অরণ্যবেষ্টিত ও হাতিবান্ধব আধোপাহাড়ি গ্রাম থেকে উঠে আসা এক বোড়োভাষী মেচ কন্যা! তার ওপর শৈশবে পোলিও আক্রান্ত হয়ে আকৈশোর বিশেষভাবে সক্ষম এক মানবীর জীবনসংগ্রাম...! বলছি, সহায়সুলি ব্রহ্ম নামের ৪৬ বছর বয়সি এক অনন্য লেখিকার কথা। গোয়ালপাড়ার প্রত্যন্ত অরণ্যছায়ায় লালিত এই বোড়ো কন্যার মাতৃভাষায় লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস, 'দংনি লামা মনছে গাথোং' এবার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বোড়ো ভাষায় 'দংনি লামা' মানে 'দুটি পথ' আর 'মনছে গাথোং' মানে 'একটি ঘাট (নদীঘাট)'। অসমে তো বটেই, প্রতিবেশী ভূখণ্ডের এক ভগ্নীসমা লেখিকার এই মর্যাদাবাহী রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্তিতে এখন উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সের বোড়োভাষী মেচ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলেও খুশির হাওয়া! লেখিকা সহায়সুলি গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমার বড়দল গ্রামে থাকেন, যেখান থেকে কোকরাঝাড় শহর ও গোয়ালপাড়া জেলা শহরের দূরত্ব যথাক্রমে ৮০ এবং ৫০ কিলোমিটার। মাটির গন্ধ মেশানো সামাজিক উপন্যাসটি তো বটেই, সবাইকে চমকে দিয়েছে লেখিকার নিজের আশৈশব জীবনসংগ্রামের শ্বাসরুদ্ধকর গল্প। ফলে সব মিলিয়ে এই বোড়ো লেখিকা ও তাঁর উপন্যাস এখন ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছে!

গত ১৬ মার্চ পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার দু'দিন পরই লেখিকা সহায়সুলি ব্রহ্ম'র সঙ্গে কথা হয়। কথা হয় উপন্যাসটির বাঙালি মুদ্রক ও প্রকাশক ধীরাজ পোদ্দারের সঙ্গেও। উপন্যাসটি সম্পর্কে খোঁজখবর করে এবং পশ্চিমবঙ্গ বোড়ো সাহিত্যসভা'র সভাপতি বিশিষ্ট বোড়ো সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মী অসিতবরণ নার্জারির সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, উপন্যাসটির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এক অনন্য লীলাভূমি গোয়ালপাড়ার মাটি থেকে সাহিত্য আকাদেমি এবার আবিষ্কার করল অসমসাহসী জীবনযোদ্ধা এক জনজাতিভুক্ত মহিলা অক্ষরকর্মীকে। ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের সংসারে এ এক মহার্ঘ প্রাপ্তি!

'দংনি লামা মনছে গাথোং' উপন্যাসের গল্প এবং লেখিকার জীবনকাহিনী জানলে মনে হবে, এই উপন্যাস আসলে লেখিকা সহায়সুলির জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। ১০৮ পৃষ্ঠার এই উপন্যাস অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভিন্ন পথযাত্রী দুটি মানব-মানবীর জীবনের কাহিনী শোনায় এবং শেষপর্যন্ত দুজনকে তাদের পুরোনো গ্রামের ঘাটে নিয়ে এসে মেলায়। নিজে আশৈশব বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও লেখিকা একজন 'সিঙ্গল মাদার' বা একক মা এবং বর্তমানে কলেজ পড়ুয়া এক পালিত পুত্রের অভিভাবক। ব্রহ্ম ধর্মের প্রচারক হিসেবে যৎসামান্য যা সাম্মানিক পান, সেটা দিয়েই দিন কাটে। হাঁটাচলার জন্য সর্বদা লাঠি তাঁর সঙ্গী। পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সহায়সুলি তাঁর হতদরিদ্র পরিবার ত্যাগ করে একসময় এক অনিশ্চিত জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। এসময় উত্তর-পূর্ব ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ব্রহ্ম ধর্মগুরু তাঁকে আশ্রয় দেন। বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে সহায়সুলি বিএ পাশ করেন, প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর কাজ নেন এবং এক অনাথ বালককে দত্তক নেন। সেই বালক, রাসুক ব্রহ্ম এখন হস্টেলে থেকে বিএ পড়ছে। ঘটনার পর ঘটনা সাজালে লেখিকা সহায়সুলির জীবন নিয়েই একটি সিনেমা হতে পারে। 'দংনি লামা মনছে গাথোং' উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই উপন্যাসে লেখিকা নিজের সংঘর্ষময় জীবনকেই দেখতে চেয়েছেন। ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত এই উপন্যাস আমাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সাহিত্য হল আত্মজিজ্ঞাসা এবং জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার অবলম্বন হলে যে স্তরেরই হোক, সেই সাহিত্যকীর্তি ইতিহাসে স্থান পাবেই। প্রত্যন্ত গ্রামে বসে সাংঘাতিক শারীরিক ও মানসিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে অরণ্যবাসী জনজাতিকন্যা সহায়সুলি তাঁর চ্যালেঞ্জিং জীবনযাপন ও পরিবেশকে যেভাবে তাঁর মাটির গন্ধমাখা উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করেছেন, বলা যায় তা ভারতীয় সাহিত্য সংসারে আরেকটা নতুন সোনা নিয়ে এল।

মাত্র ১৬০ বছর আগে, ঐতিহাসিক ভারত-ভুটান সিনচুলা চুক্তির আগে পর্যন্ত অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা আর অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা অবিভক্ত ব্রিটিশ ডুয়ার্সের অংশ ছিল। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ তো আর রাজনৈতিকভাবে ভাগ করা যায় না, তাই সেগুলো একই আছে! আকাশ-বাতাস, জল-জঙ্গল, প্রকৃতি তো ভাগ করা যায় না, তাই সেটাও একই আছে। এই ভূখণ্ডের দুই প্রান্তে তখনও ছিল দুটি মহাকাব্যিক নদ ও নদী। আজও আছে! সেই জলরাশির নাম মহা ব্রহ্মপুত্র ও অনন্য লীলাময়ী তিস্তা। অসম-বাংলা ভুলে গেলে 'উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার'! আমরা একই তরণীর, একই ধর্মকলার, একই বায়ুমণ্ডলের যাত্রী! ফলে গুয়া-পান, অলৌকিক মহাকাল, ভাওয়াইয়া গান আর মৈশালবন্ধুবর্গের এই অখণ্ড প্রদেশে, গোয়ালপাড়িয়া আর আমরা উত্তরবঙ্গবাসীরা প্রতিবেশী। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সহায়সুলির আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্তি তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রবিধৌত জনজাতীয় সাংস্কৃতিক উপত্যকায় এক বিস্ময়কর ও গর্বের অর্জন! এটা যেমন গোয়ালপাড়ার অর্জন, তেমনি প্রতিবেশী উত্তরবঙ্গেও এর আলো পড়েছে!

অতি সংক্ষেপে একটু জেনে নেওয়া যাক, কী নিয়ে তাঁর উপন্যাস! 'দংনি লামা মনছে গাথোং' উপন্যাসে গোয়ালপাড়া উপত্যকার ক্রান্তীয় মৌসুমি অরণ্য আছে, আছে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ উপকূলের লক্ষ্মীপুর-বড়দল আধোপাহাড়ি গ্রামের আর্দ্র পরিবেশ, অসমের শালবনের নিবিড় শ্যামলিমার ছায়া, অরণ্যবেষ্টিত কাঁচা সড়ক ও দেবতা-অপদেবতার রহস্যঘেরা একটি নদীঘাট। লেখিকা কুসংস্কার, ভূতপ্রেত, অপদেবতার প্রতি গ্রামবাসীদের আসক্তিমূলক মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি আগেই বলেছি, তাঁর গল্পের কেন্দ্রে এনেছেন দুটি মানব-মানবীকে। এরা অখাফোর ও অজিত। অখাফোর দশম শ্রেণির ছাত্রী এবং অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে। সে অজিত নামে এক প্রতিবেশী তরুণের প্রেমে পড়ে। এই প্রেম চলাকালীন সেই তরুণ কাজের সূত্রে শহরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে অজিত অখাফোরকে ভুলে যায় এবং অন্য মোহজালে পড়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়েও করে ফেলে। এই ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে অখাফোর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। নিজেকে ফিরে পাবার জন্য সে কবিতা লিখতে শুরু করে। নিজের মনে গ্রামের পাখপাখালি, নদীজঙ্গল ও প্রকৃতির সঙ্গেই জীবন কাটাতে থাকে। গল্পে এখানে উঠে আসে লেখিকার বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের লেখিকা, সহায়সুলিও কিশোর বয়স থেকেই কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন, শহর থেকে বই আনিয়ে পড়েন।

গল্পের নায়ক, অজিত ও তার স্ত্রী একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক জখম হয়। এই দুর্ঘটনায় তার স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটে। অজিত বেঁচে উঠলেও আংশিক বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। এবার অসহায় ও নির্বান্ধব অজিত তার পুরোনো গ্রামে ফিরে এসে শেষপর্যন্ত অখাফোরকেই বাকি জীবনের অবলম্বন ও সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। অখাফোর বিশ্বাসঘাতক অজিতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। তারা বিয়ে করে আবার পুরোনো সম্পর্কে ফিরে যায়। লেখিকা বলতে চান, দুজনের জীবন দুটি পৃথক পথে ধাবিত হলেও শেষে এক ঘাটেই মিলে গেল। কিন্তু গল্পের মোচড়টা হল, প্রেমিকাকে ত্যাগ করার ফলশ্রুতিতেই কি অজিত প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম হয়ে গেল? লেখিকার বাস্তব জীবনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ছায়া এভাবেই কি এই গল্পে উঠে এল? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে নিজের শারীরিক গ্লানি লেখিকা তাঁর গল্পের নায়কের জীবনে আনলেন কেন? এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে হলে আমাদের 'দংনি লামা মনছে গাথোং' উপন্যাসটি পড়তে হবে এবং গোয়ালপাড়িয়া লেখিকা, বোড়ো কন্যার সংঘর্ষময় জীবনকে জানতে হবে। লেখিকা জানিয়েছেন এই রচনার জন্য তিনি গোয়ালপাড়া উপত্যকার সকল বৃক্ষকুল, নদীর জলরাশি, ক্রান্তীয় মৌসুমি অরণ্যের শ্যামলিমা ও ছায়ার কাছে ঋণী। এছাড়া তাঁর ঋণ সদ্যপ্রয়াত সাধু লোহিতচন্দ্র ব্রহ্ম, বোড়ো সাহিত্যিক রঙ্গিনা দইমারি এবং উপন্যাসটির প্রকাশক ও মুদ্রক ধীরাজ পোদ্দারের কাছে।

শেষকথা হিসেবে বলতেই হবে, গোয়ালপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষ্মীপুর-বড়দল থেকে তিন ঘণ্টার সড়কপথ কোকরাঝাড় বা ৫০ কিলোমিটার দূরের গোয়ালপাড়া জেলা শহরে বা বঙ্গাইগাঁও, চিরাঙের বনপাহাড়ি পথে যাতায়াত করতে লাঠিকে সঙ্গী করে গুরু ও পালক পিতার দেওয়া একটি চার চাকার গাড়ি ও স্কুটার চালিয়ে পরিক্রমার পর পরিক্রমা করে মানবজীবনের সত্য খুঁজে চলেছেন, বিশেষভাবে সক্ষম এই অরণ্যকন্যা। এই প্রতিভাময়ী প্রতিবেশী গোয়ালপাড়িয়া বোড়ো লেখিকাকে আমাদের কুর্নিশ।

(লেখক সামাজিক-নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯৩১ বিপ্লবী ভগৎ সিং আজকের দিনে শহিদ হন।

১৯৯৫ আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

লড়াইটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাই লড়তে হচ্ছে। গোটা দেশে যদি কেউ বিজেপিকে মোকাবিলা করে থাকেন, তাহলে সেটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচন কমিশন যত অফিসারকেই বদলি করুক, জিতবেন তিনিই। বিজেপি লক্ষ লক্ষ কর্মী পাঠাচ্ছে।

- অখিলেশ যাদব

ভাইরাল/১

তেলেঙ্গানার সুলতানাবাদে একটি পরিবার গাড়ির চাবি এবং ছোট্ট মেয়েকে গাড়িতে রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। এক তরুণ মোবাইলে ইউটিউবে গাড়ির চাবি খোলার ভিডিও বাইরে থেকে মেয়েটিকে দেখায়। শেষপর্যন্ত শিশুটি চাবি খুলে ফেলে।

ভাইরাল/২

হস্টেলের ওয়ার্ডেন এক ছাত্রীকে বেদম মারছেন। সেই ভিডিও ভাইরাল। উজ্জয়িনীর এক প্রসিদ্ধ বৈদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের মধ্যে বেড শেয়ার নিয়ে গণ্ডগোল হয়। ঘটনায় লাঠি নিয়ে এক ছাত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মারধর করেন ওয়ার্ডেন।

জনমন জনমত

ভিড়ের মাঝেও বড্ড একা

সেদিন বিকেলে একটা দৃশ্য আমাকে বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। ফুল দিয়ে সাজানো একটি শববাহী গাড়ি, পেছনে মাত্র দুটি বাইকে চারজন শ্মশানযাত্রী। আমি গিয়েছিলাম এটিএমে টাকা তুলতে। টাকা পেলাম। পেলাম শিক্ষাও। দিন-দিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা কী প্রচণ্ড একা হয়ে যাচ্ছি?

দ্রুত বেড়ে চলা ফ্ল্যাট কালচারে পাড়াপড়শি, জন্ম থেকে চেনা লোকগুলো সব কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সব অচেনা মুখের ভিড়। বাপঠাকুরদার নামে আমাকে চিনে নেওয়ার মতো মানুষ আর নেই। কোনও পাড়ায় গিয়ে কারও নাম করে বাড়ি কোনটা জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দেওয়ার মতো সেই পুরোনো লোকেরা আর নেই। নেই পুরোনো বাড়িগুলিও। সব ঝাঁ চকচকে আবাসন আর তার ভেতর ছোট্ট ছোট্ট ফ্ল্যাটে আত্মকেন্দ্রিক এবং আরও একা হতে থাকা কিছু মানুষ। বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়ানোর মানুষ কমে আসছে।

জীবিত অবস্থায় যেমন-তেমন, মৃত্যুর পরের অবস্থা ভাবলে তো শিউরে উঠতে হবে এরপর। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সেই চারটি কাঁধও কি আগে থেকে বুক করে রাখতে হবে আমাদের? সমাজ কি সেদিকেই এগোচ্ছে। সেদিনের দৃশ্য কি তারই পূর্বাভাস?

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

বেফাঁস শব্দে আপত্তি

১৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত চিন্ময় মৈত্রের 'বেফাঁস শব্দবন্ধ এবং রাজনীতি' শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। চিঠিটিতে পত্রলেখক শুধুমাত্র ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিকদের কথাই লিখলেন। কিন্তু কেন্দ্র শাসকদল যে বেফাঁস শব্দ ব্যবহার করে সে ব্যাপারে কিছুই লিখলেন না। উলটে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন সেটা কি ওঁর উচিত হয়েছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কিছুদিন আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উলটো করে ঝোলানোর কথা বলেছিলেন। বিরোধী নেতা দিলীপ ঘোষ গোরুর দুধে সোনা আছে বলেছিলেন। এসব বেফাঁস শব্দ বলা উচিত নয়। পত্রলেখকের উচিত ছিল উভয় দলের শব্দবন্ধ সম্পর্কে বলা।

অর্চনা মিত্র, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভোটে আদর্শ, আদতে রাজনৈতিক দূষণ

রাজনৈতিক দূষণ রোধ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত সচেতন উদ্যোগ।

অমিত দে

ভোট এলেই একটি পরিচিত শব্দবন্ধ বারবার শোনা যায়, তা হল 'আদর্শ আচরণবিধি'। ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নির্বাচন কমিশন। ভোট ঘোষণা থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত তারা এই বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করে। এর ফলে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে কিছুটা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হয়। তবে নির্বাচন কমিশনের এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কার্যত ফল ঘোষণা হওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতা আর কমিশনের হাতে থাকে না।

নির্বাচন কমিশনের এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়েই আজকের দিনে রাজনৈতিক দূষণ বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে। প্রতিবার গণতন্ত্র রক্ষার নামে এহেন বিবিধ 'দূষণ' দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের সহনশীলতা আজ শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে। খাতায়-কলমে দলত্যাগবিরোধী আইন বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও দলবদল, বিশেষ করে নির্বাচনে জয়ের পর রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ পরিবর্তন সাধারণ মানুষের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাকে একটি হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। একইভাবে, গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বহু প্রার্থী নির্বাচনে অবাধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কারণ, আইনি নিয়মে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের প্রার্থী হওয়া থেকে আটকানো যায় না।

এই সুযোগে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থীরা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেন। নির্বাচন চলাকালীন অপরাধ, সন্ত্রাস, হুমকি, বুথ দখল, ভয় দেখিয়ে ঘরছাড়া করা বা নিরীহ মানুষকে হত্যার মতো ঘটনা এখন আর নতুন কিছু নয়। নির্বাচন কমিশন কিছু ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করলেও দীর্ঘমেয়াদি শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এর জন্য প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে প্রভাবশালী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির খুব বিরল। আদর্শ ও উন্নয়নের রাজনীতির বদলে অর্থবল এবং প্রলোভনই প্রাধান্য পায়। নির্বাচন বাদে অন্য সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর নজরদারির দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিভক্ত। পুলিশ, বিধানসভার স্পিকার বা আয়কর দপ্তরের মতো সংস্থাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করায় সার্বিক নজরদারির বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়।

-এআই

এই বিচ্ছিন্ন কাঠামোর কারণে দায় এড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে অনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার অপচেষ্টায় একে কাজে লাগানো হয়। দীর্ঘদিনের এই অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষ অনেকাংশেই এই দূষিত পরিবেশকে রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসেবে মেনে নিতে শুরু করেছেন। গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ যে ভোটার এবং ভোটকর্মীরা, তাঁরাই অনেক সময় ক্ষমতার লড়াইয়ে 'উলুখাগড়া'য় পরিণত হন। তাঁদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না। তাই নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আরও বিস্তৃত ও প্রভাবমুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি, নির্বাচনকালের অপরাধ দমনে বিশেষ আদালতে দ্রুত বিচার, কঠোর আইন প্রণয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলির অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনা বিশেষ জরুরি।

দেশের শীর্ষ আদালত বিভিন্ন রায়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচনি স্বচ্ছতা রক্ষা এবং প্রার্থীদের অপরাধমূলক অতীত প্রকাশ বাধ্যতামূলক করেছে। তবে এর সঙ্গে নাগরিকদের সঠিক রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়াটাও অপরিহার্য। ভোটাররা যেদিন দুর্নীতি ও অপরাধকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং প্রকৃত উন্নয়নমুখী কর্মক্ষমতাকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে প্রাধান্য দেবেন, একমাত্র তখনই রাজনৈতিক দলগুলি বাধ্য হবে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে। পরিশেষে, নির্বাচন কমিশন, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনের ঐকান্তিক সদিচ্ছা এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের সম্মিলিত সচেতন উদ্যোগই পারে রাজনীতির এই অবক্ষয় রুখে দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মানকচু'র আরেক নাম ৪। মুক্ত, খোলা, উদার ৫। লালচে রংয়ের নমনীয় ধাতুবিশেষ ৭। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক ৮। সম্পূর্ণ, পুরোপুরি ৯। রাজাসন, রাজসিংহাসন, গদি ১১। চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি ছোট হালকা গোলাকার মিঠাইবিশেষ ১৩। কাক-এর আঞ্চলিক রূপ ১৪। সাদা ১৫। মোটা লাঠি।

উপর-নীচ : ১। মাধব-এর ডাক নাম ৩। খাতির, সম্মান, আদরযত্ন ৩। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বা অদ্ভুত ৬। দূরত্বের পরিমাপবিশেষ ৯। বেল ফুলের আরেক নাম ১০। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া বা স্বাস্থ্যবান ১১। বর্ষা, মেঘবৃষ্টি ১২। সমস্ত, শেষ, খতম, নিঃশেষ।

সমাধান ■ ৪৩৯৯

পাশাপাশি : ১। দহরম ৩। বনাত ৫। বছরভর ৭। জগৎ ৯। অলকা ১১। আটকপালে ১৪। দস্তুর ১৫। চাটুকার।

উপর-নীচ : ১। দস্তাবেজ ২। মকুব ৩। বটের ৪। তসর ৬। ভন্ডুল ৮। গবেট ১০। কাকোদর ১১। আজাদ ১২। কদর ১৩। লেপচা।

বিন্দুবিসর্গ

বিমানভাড়ার রাশ উঠল

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : ঘরোয়া উড়ানের টিকিটের ওপর বসানো ভাড়ার ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে নিল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। আগামী ২৩ মার্চ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ব্যাপক উড়ান বাতিলের জেরে টিকিটের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায়, গত বছরের ৬ ডিসেম্বর ভাড়ায় এই ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছিল সরকার। বর্তমানে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। তবে বিমান সংস্থাগুলিকে টিকিটের দাম যৌক্তিক এবং স্বচ্ছ রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক।

বিড়ালের জন্য মৃত্যু

হায়দরাবাদ, ২২ মার্চ : বাড়িতে পোষ্য বিড়াল রাখা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বচসার জেরে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণী চিকিৎসক। বছর তেইশের ওই তরুণী সম্প্রতি এমবিবিএস পাস করে স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি একটি বিড়াল ছানা বাড়িতে আনেন। কিন্তু বিড়ালের কারণে তাঁর সর্দি-কাশি হওয়ায় পরিবার প্রবল আপত্তি জানায়। এ নিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছিল। এর জেরেই শুক্রবার ফাঁকা বাড়িতে তিনি চরম পদক্ষেপ নেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

হাসপাতালে মৃত্যুমিছিল

কায়রো, ২২ মার্চ : সুদানের দারফুর অঞ্চলে একটি হাসপাতালে ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ১৩ জন শিশুও রয়েছে। এই হামলায় ৮৯ জন আহত হয়েছেন এবং হাসপাতালটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে সুদানের সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে চলা ক্ষমতার লড়াইয়ে গোটা দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মতে, এই গৃহযুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে।

রোপওয়ে ছিঁড়ে বিপর্যয়

রায়পুর, ২২ মার্চ : নবরাত্রির পুণ্যলগ্নে ছত্তিশগড়ের খল্লারি মাতা মন্দিরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পাহাড়ের ওপর মন্দিরে যাওয়ার সময় হঠাৎ-ই ছিঁড়ে পড়ল রোপওয়ের তার। প্রায় ৩,০০০ ফুট উচ্চতায় এই বিপর্যয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১৭ জন। ভিড়ে ঠাসা মন্দিরে এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের কয়েকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি ছিল কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। পুণ্য অর্জনের যাত্রায় এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকের ছায়া এলাকায়।

পণের বলি নার্স

গুরুগ্রাম, ২২ মার্চ : ভালোবেসে বিয়ের মাত্র চার মাসের মধ্যেই পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম কাজল। তিনি পেশায় নার্স ছিলেন। অভিযুক্ত স্বামী অরুণ শর্মা একজন রেডিওলজিস্ট। পুলিশ জানিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য কাজলের ওপর অত্যাচার চালাত অরুণ। হোলির সময় গুরুগ্রামে কাজলের বাপের বাড়িতে দু'জনে থাকতে আসে। অভিযোগ, সেখানে বচসার পর অরুণ কাজলকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, শুরু হয়েছে তদন্ত।

গেমের দুনিয়ার ধনকুবের যখন বাস্তবের অরণ্যদেব

নিউ ইয়র্ক, ২২ মার্চ : বিশ্বের প্রথম সারির ধনকুবেরদের জীবনযাত্রা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। তাঁদের কারও শখ ব্যক্তিগত বিলাসবহুল দ্বীপ কেনা, কেউ ওড়েন নিজস্ব জেটে, আবার কারও নজর মহাকাশ ভ্রমণে। কিন্তু এই চেনা বৃত্তের বাইরে হেঁটে সম্পূর্ণ অন্য এক নজির গড়ছেন টিম সুইনি। জনপ্রিয় ভিডিও গেম 'ফোর্টনাইট এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'এপিক গেমস'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কিন্তু গেমের দুনিয়ার বাইরে তাঁর আসল পরিচয় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা একজন নীরব পরিবেশরক্ষকের। নিজের উপার্জিত বিপুল অর্থ তিনি বিলাসব্যসনে না উড়িয়ে ব্যয় করছেন মাইলের পর মাইল জঙ্গল কিনতে। উদ্দেশ্য, প্রোমোটারদের হাত থেকে অরণ্যকে বাঁচিয়ে চিরস্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় গত দেড় দশক ধরে অত্যন্ত নিঃশব্দে এই কাজ করে চলেছেন সুইনি। ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সময় যখন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রবল ধস নামে এবং বড় বড় আবাসন প্রকল্পগুলি মাঝপথে থমকে যায়, তখন থেকেই তাঁর এই অভিযানের শুরু। এখনও পর্যন্ত নর্থ ক্যারোলিনার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৫৪ হাজার একর বনভূমি কিনেছেন। ৭৮ বর্গমাইল আয়তনের এই বিপুল এলাকা একটি ছোটখাটো শহরের সমান। ২০২১ সালে তিনি 'সাউদার্ন অ্যাপালাচিয়ান হাইল্যান্ডস কনজারভেন্সি'-কে একসঙ্গে সাড়ে সাত হাজার একর জমি দান করেন, যা ওই প্রদেশের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ ব্যক্তিগত অনুদান।

সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয় হল, এই জমিগুলি কিনে তিনি আইনি চুক্তির মাধ্যমে বনদপ্তর বা প্রকৃতি সংরক্ষণকারী সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিচ্ছেন। এর ফলে আগামী দিনে এই বনাঞ্চলগুলিতে কোনওভাবেই গাছ কেটে ইট-কাঠ-পাথরের ইমারত তৈরি করা যাবে না। প্রচারের আলো থেকে বরাবরই দূরে থাকতে ভালোবাসেন এই ধনকুবের। শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত নর্থ ক্যারোলিনার অরণ্যপ্রকৃতি এবং সেখানকার বিপন্ন প্রাণীদের স্বাভাবিক বাসভূমি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

মার্কিন মুলুকের এই খবরটি যখন সামনে আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই চোখ ফেরে নিজেদের দিকে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দিকে তাকালে পরিবেশপ্রেমীদের আক্ষেপ বাড়ে বৈ কমে না। একসময়ের চিরসবুজ ডুয়ার্স, তরাই বা দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখন উন্নয়নের নামে অবাধে চলছে বৃক্ষচ্ছেদন। সবুজের বুক চিরে দ্রুতগতিতে গজিয়ে উঠছে কংক্রিটের জঙ্গল, বিলাসবহুল রিসর্ট আর বহুতল। বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়ায় জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে হাতি বা চিতাবাঘের মতো বন্যপ্রাণী, বাড়ছে সংঘাত।

আমাদের দেশে বা রাজ্যে বিত্তবান বা শিল্পপতির অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের ক'জন টিম সুইনির মতো প্রকৃতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার কথা ভাবেন? আক্ষেপ এটাই, যে মুনাফার হিসেবের বাইরে বেরিয়ে, নিজের পকেটের টাকায় জঙ্গল কিনে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখার এই মানসিকতা আমাদের দেশে এখনও বিরল।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে নিশানায় পরমাণুকেন্দ্র

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে পৃথিবী! মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে এবার শুরু হয়ে গেল সরাসরি পরমাণু কেন্দ্রে আঘাতের খেলা। রবিবার সকালে ইরানের প্রধান পরমাণু কেন্দ্র 'নাতানজ'-এ মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ হামলার পরেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই পাল্টা আঘাত হেনেছে তেহরান। ইজরায়েলের অঘোষিত পরমাণু শহর 'ডিমোনা' লক্ষ্য করে একের পর এক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী। দুই পক্ষের এই পরমাণু-হামলার খেলায় গোটা আরব ভূখণ্ডে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক তুঙ্গে।

ইরানের পরমাণু সংস্থা জানিয়েছে, আমেরিকা ও 'দখলদার' ইজরায়েলি বাহিনী নাতানজ কমপ্লেক্স গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে তেহরানের দাবি, স্থাপনার ক্ষতি হলেও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়নি। এই হামলার নিন্দায় সরব হয়েছে রাশিয়া। পুতিন প্রশাসনের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা সাফ জানিয়েছেন, 'এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা গোটা বিশ্বে মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে।'

এদিকে নাতানজের বদলা নিতে ইজরায়েলে কার্যত ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টি শুরু করেছে ইরান। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী কবুল করেছে যে, তাদের দুর্ভেদ্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি ডিমোনা ও আরাদ শহরে আছড়ে পড়েছে। ডিমোনার মাত্র ১৩ কিমি দূরেই ইজরায়েলের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আকাশ থেকে আগুনের গোলা নেমে এসে পিষে দিচ্ছে একের পর এক বহুতল। আরাদ শহরে অন্তত ১২০ জন আহত হয়েছেন, ভেঙে পড়েছে ১০টি বড় আবাসন। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর গলায় চরম উদ্বেগের সুর, পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন 'অত্যন্ত কঠিন সন্ধ্যা' হিসেবে।

> নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জলপথ না খুললে ইরানের প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেবে আমেরিকা।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প
>
> ইরানের বিদ্যুৎ গ্রিডে আঘাত করলে আধ ঘণ্টার মধ্যে পুরো মধ্যপ্রাচ্য বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে।
>
> ইব্রাহিম জোলফাগারি

যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ সরাসরি ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, বিশ্ব অর্থনীতির লাইফলাইন 'হরমুজ প্রণালী' দু-দিনের মধ্যে খুলে দিতে হবে। সাফ জানিয়েছেন, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জলপথ না খুললে ইরানের প্রতিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেবে আমেরিকা।'

পালটা দিতে দেরি করেনি ইরানও। সামরিক মুখপাত্র ইব্রাহিম জোলফাগারি হুমকি দিয়েছেন, 'ইরানের গ্রিডে আঘাত করলে আধ ঘণ্টার মধ্যে পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেব আমরা। মার্কিন ও ইজরায়েলি সব জ্বালানি পরিকাঠামো ছাই হয়ে যাবে।'

সংঘাত এখন আর কেবল দুই দেশে সীমাবদ্ধ নেই। কাতার জলসীমায় ভেঙে পড়েছে সামরিক হেলিকপ্টার, শারজা উপকূলে পণ্যবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ আর বাগদাদে মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা—সব মিলিয়ে বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত সহ ব্রিকস দেশগুলির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তা এখন কার্যত খাদের কিনারায়।

তেহরানে ক্ষমতা আখেরে কার হাতে

তেহরান, ২২ মার্চ : আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বিমান হামলায় আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ৯ মার্চ ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মোজতবা খামেনেইয়ের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রকাশ্য অনুপস্থিতি ঘিরে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। ইজরায়েলি গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, মোজতবা জীবিত থাকলেও বর্তমানে দেশের রাশ তাঁর হাতে নেই। মনে করা হচ্ছে, মোজতবার শারীরিক অসুস্থতার সুযোগে 'ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস' ইরানের শাসনভার কার্যত কুক্ষিগত করেছে।

পর্যবেক্ষক সংস্থা অ্যাক্সিওস-এর রিপোর্ট বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের

নিখোঁজ মোজতবা খামেনেই

ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিংয়েও মোজতবার অবস্থান নিয়ে আলোচনা চলছে। গত ১২ মার্চ ও ২০ মার্চের গুরুত্বপূর্ণ বাতাগুলি খোদ মোজতবা না পড়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম পাঠ করে শোনানোয় সংশয় আরও বেড়েছে। তেল আভিভের বিশেষজ্ঞ রাজ জিম্মত বলেন, 'মোজতবা এতটাই আহত যে তিনি ভিডিও বার্তায় আসার মতো অবস্থায় নেই।'

এদিকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ধসে যায় না। সর্বোচ্চ নেতা শহিদ হওয়ার পরেও ব্যবস্থা সচল রয়েছে।' তবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখা এবং মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার হুঁশিয়ারি দিলেও মোজতবার জনসমক্ষে না আসা তেহরানের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

কাতারে চপার দুর্ঘটনা

দোহা, ২২ মার্চ : যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে কাতারের জলসীমায় ভেঙে পড়ল একটি সামরিক হেলিকপ্টার। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন, নিখোঁজ আরও এক। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েল-আমেরিকার মধ্যে চলা সাম্প্রতিক উত্তেজনার মাঝেই এই ঘটনা ঘটল। যদিও কাতার সরকারের

প্রাথমিক তদন্ত বলছে, শত্রুদেশের হামলা নয়, বরং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা। তবুও যুদ্ধের আবহে কাতারের গ্যাস ফিল্ড ও রাডার স্টেশনগুলিতে সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার স্মৃতি সাধারণ মানুষের মনে নতুন করে আশংকার মেঘ তৈরি করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে এখনও তল্লাশি জারি রয়েছে।

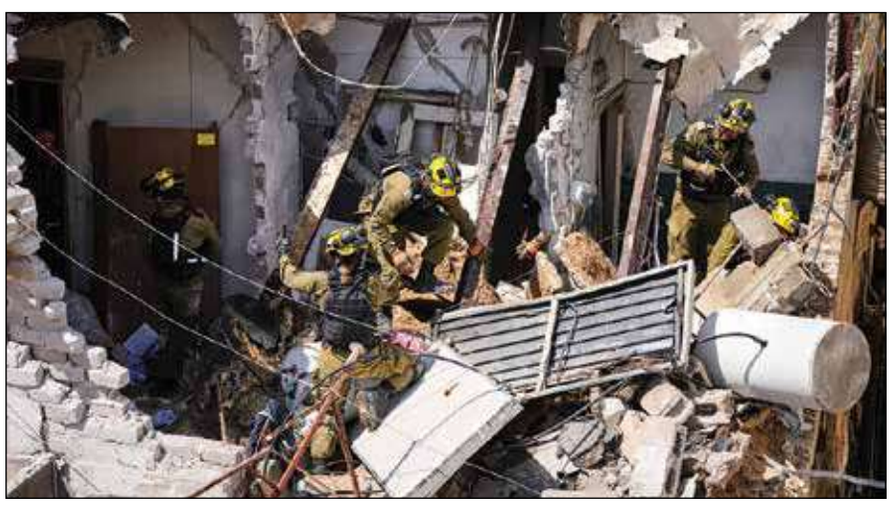

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত আবাসনের ভিতর ইজরায়েলের উদ্ধারকারীরা। তেল আভিভে।

হরমুজ-অচলাবস্থা কাটাতে সক্রিয় কেন্দ্র

জ্বালানি সংকট রোধে বৈঠক মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খল যখন কার্যত ভেঙে পড়ার জোগাড়, ঠিক তখনই ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নামল কেন্দ্র। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এদিনের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সহ মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে তৈরি হওয়া শক্তি সংকট ভারত সাফল্যের সঙ্গেই মোকাবিলা করছে।'

গভীর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে অমিত শা, রাজনাথ সিংরা।

বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল অপরিশোধিত তেল, গ্যাস এবং সারের নিরবচ্ছিন্ন জোগান নিশ্চিত করা। সরকারি সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে ভারতের জ্বালানি আমদানির বড় অংশ এখন ঝুঁকির মুখে। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল এবং অর্ধেকের বেশি এলপিজি এই পথ দিয়ে আসে। চলতি পরিস্থিতিতে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংকটের মাঝে স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে আসা কার্গো জাহাজগুলি। রবিবার আমেরিকার টেক্সাস থেকে এলপিজি বোঝাই বিশালাকার জাহাজ 'পিক্সিস পায়োনিয়ার' কণ্টিকের নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে নোঙর করেছে। অন্যদিকে, চিনের উদ্দেশে রওনা দিলেও মাঝপথে গতিপথ বদলে 'অ্যাকুয়া টাইটান' নামে একটি রুশ তেলবাহী জাহাজও ম্যাঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে। মার্কিন লাইসেন্সের আওতায় সমুদ্রের মাঝপথে আটকে থাকা রুশ তেল কেনার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত এই পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও সাতটি রুশ জাহাজ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

- দেশে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ
- তেল ও এলপিজির জোগানে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র
- মার্কিন এলপিজি ও রাশিয়ার তেলবাহী জাহাজ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে
- ভারতীয় জাহাজ, নাবিকদের নিরাপত্তায় নজরদারি

প্রধানমন্ত্রী গত ১২ মার্চ সতর্ক করেছিলেন, ইরান যুদ্ধ ভারতের অর্থনীতির পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষা। কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জট ছাড়াতে বিশ্বনেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন মোদি। বর্তমানে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে থাকা ২২টি ভারতীয় জাহাজ এবং ৬১১ জন নাবিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

পেটের দায়ে... *রবিবার হুবলিতে।*

কুমিল্লায় ট্রেন-বাস সংঘর্ষে মৃত ১২

ঢাকা, ২২ মার্চ : বাংলাদেশের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার রেলক্রসিংয়ে চলন্ত বাসের সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত অন্তত ১০ জন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী মেল ট্রেনের ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় রেলগেট খোলা ছিল, যার ফলে বাসটি সরাসরি লাইনের ওপর উঠে পড়ে।

এই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে। কর্তব্যরত দুই গেটম্যান হেলাল উদ্দিন ও মেহেদি হাসানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ রবিবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, 'সম্ভবত গেটটা খোলা ছিল, যার কারণে বাসের ড্রাইভার ট্রেনলাইনে উঠে যান। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

রেল প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের পরিবারের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও ২৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সব সময় খোঁজখবর রাখছেন। যাঁদের গাফিলতি পাওয়া যাবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এছাড়া অরক্ষিত রেলগেটগুলিতে 'ওভারপাস' বা 'আন্ডারপাস' তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

প্রাক্তন পাক রাষ্ট্রদূতের বিচিত্র হুমকি

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ : 'আমেরিকা যদি পাকিস্তানে হামলা চালায় তাহলে আমাদেরও নির্দ্বিধায় ভারতের ওপর হামলা চালাতে হবে। দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো শহরগুলিতে আমরা বোমা ফেলব।' এমনই বিচিত্র হুমকি দিলেন ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন হাইকমিশনার আব্দুল বসিত।

এমনিতেই লাগাতার যুদ্ধে জর্জরিত পশ্চিম এশিয়া। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সংঘর্ষও চলছে মাঝেমধ্যে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য করে হাওয়া গরম করার চেষ্টা চালিয়েছেন বসিত।

রীতিমতো হুমকির সুরে তিনি বলেন, 'কেউ যদি আমাদের দিকে খারাপ চোখে তাকায় তাহলে ভারতের ওপর হামলা চালানো ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনও উপায় নেই।' তবে একই সঙ্গে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন এই প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। তাঁর কথায়, 'আমরা চাই না এমনটা হোক, ভারতও এমনটা চায় না।' ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার পদে ছিলেন বসিত।

চামলিংকে টপকে শীর্ষে নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : রবিবার ইতিহাস তৈরি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতে সবথেকে বেশিদিন কোনও সরকারের প্রধান পদে থাকার রেকর্ড এদিন থেকে তাঁর দখলে। প্রথমে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আর তারপর দেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি মিলিয়ে ৮৯৩১ দিন সরকারের শীর্ষপদে রয়েছেন তিনি। এতদিন ওই রেকর্ড ছিল সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিংয়ের। তিনি একটানা ৮৯৩০ দিন সরকারের প্রধান ছিলেন। মোদি সেই রেকর্ড ভেঙে একটানা ক্ষমতায় থাকার নজির গড়লেন।

> মোদিজির দীর্ঘ ৮,৯৩১ দিনের জনজীবন তাঁর দেশ-প্রথম শাসন ব্যবস্থা, কাজের সততা এবং প্রতিটি নাগরিকের প্রতি নিরলস সেবার গভীর প্রতিফলন।
>
> অমিত শা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এক্সে লিখেছেন, 'প্রথমে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদিজির দীর্ঘ ৮,৯৩১ দিনের জনজীবন তাঁর দেশ-প্রথম শাসন ব্যবস্থা, কাজের সততা এবং প্রতিটি নাগরিকের প্রতি নিরলস সেবার গভীর প্রতিফলন। অভূতপূর্ব বিশ্বাস এবং অতুলনীয় সেবার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক অনন্য উত্তরাধিকার।' বিজেপির তরফেও বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের যাত্রা, একটিই সংকল্প-দেশ সেবা। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি পর্যন্ত, ৮৯৩১ দিনের এই নিরন্তর দায়িত্ব শুধু ক্ষমতার নয়, জনসেবার কাহিনী।'

ভারতের ইতিহাসে মোদিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালনের পর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনন্য রেকর্ডটিও তাঁরই ঝুলিতে। ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মোদি। তারপর থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপি ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে টানা তিনবার বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে।

ইরানি হামলায় তছনছ 'লিটল ইন্ডিয়া'

তেল আভিভ, ২২ মার্চ : চারদিকে ধুধু করছে নিগেভ মরুভূমি। তারই পাশে অবস্থিত ডিমোনা। সামরিক বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে, দক্ষিণ ইজরায়েলের অন্যতম পরমাণু ঘাঁটি হল এই ডিমোনা। দেশটির বেশিরভাগ পরমাণু অস্ত্রই ডিমোনার শিমন পেরেজ নিগেভ নিউক্লিয়ার সেন্টারে তৈরি। তবে এর বাইরেও ডিমোনার অপর একটি পরিচয় আছে। সেটা হল, সাধারণ মানুষের কাছে এই শহরটি পরিচিত 'লিটল ইন্ডিয়া' নামে। এহেন 'লিটল ইন্ডিয়া'কেও এবার রেহাই দিল না ইরান। তাদের নাতানজ পরমাণু কেন্দ্রে হামলার জবাবে ডিমোনাতে পালটা আঘাত হেনেছে ইরান। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক লহমায় শহরটি পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। শনিবারের ওই হামলায় অন্তত ১৫০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে ডিমোনার। শহরটির মোট বাসিন্দার সংখ্যা ৪৫ হাজারের মতো। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় রয়েছেন মেরেকেটে ৭৫০০ জন। মারাঠি ভাষায় কথা বলা লোক এখানকার ঘরে ঘরে। রয়েছে কলকাতা যোগও।

এই শহরের বাজারগুলিতে হাঁটলেই নাকে আসবে জিলিপি, পাপড়ি চাট কিংবা ভেলপুরির চেনা গন্ধ। দোকানে দোকানে জিভে জল আনা সোনপাপড়ি কিংবা গুলাব জামুন বিক্রি হতে দেখলে বোঝা মুশকিল, ডিমোনা আদৌ ইজরায়েলের নাকি ভারতের কোনও শহর। ভারতীয়দের বেশিরভাগই আবার মারাঠি বংশোদ্ভূত। ভারতীয় দূতাবাসের তরফে প্রতি বছর নভেম্বরে ডিমোনায় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন হয়। সেখানে তখন তিলধারণের জায়গা থাকে না। রয়েছে ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনাও। ভারতের তিন জায়গা থেকে ইহুদিরা এসেছিলেন ডিমোনায়। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন ও মুম্বই থেকে বেনে ইজরায়েলিরা গিয়েছিলেন। তাঁরাই ডিমোনার মারাঠি সংস্কৃতি ও ভাষার ধারক-বাহক। কেরল থেকে গিয়েছিলেন কোচিনি ইহুদিরা। বাগদাদি ইহুদিরাও থাকেন এখানে। তাঁরা ব্রিটিশ আমলে থিতু হয়েছিলেন কলকাতায়। এই পরিস্থিতিতে ইরানের হামলায় আতঙ্কিত লিটল ইন্ডিয়ার বাসিন্দারা। একজনের আক্ষেপ, 'বেশিরভাগ মানুষ বাংকারে ছিলেন বলে বড় বিপদ ঠেকানো গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের বাড়িগুলি শেষ হয়ে গেল।'

পড়াশোনা

প্রশ্নোত্তরে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ

মাধ্যমিক
ভূগোল

এপ্রিলের শুরুতেই এই শিক্ষাবর্ষের প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হতে চলেছে। পূর্ণমান ৪০, সময় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই মূল্যায়নে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে বাছাই করা কয়েকটি প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া হল।

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

১) মৌসুমি বায়ু কাকে বলে?

উত্তর : মৌসুমি কথাটির উৎপত্তি আরবি শব্দ মৌসিম থেকে, যার অর্থ ঋতু। সুতরাং ঋতু অনুসারে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকেই বলে মৌসুমি বায়ু। গ্রীষ্মকালে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু রূপে প্রবাহিত হয়।

২) আঁধি কী?

উত্তর : গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষত রাজস্থানের মরুভূমিতে যে প্রবল ধূলিঝড় হয়, তাকে স্থানীয় ভাষায় আঁধি বলে। এই ঝড়ের প্রভাবে প্রবল ধুলো বাতাসে ওড়ে। ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি।

৩) 'লু' বলতে কী বোঝো?

উত্তর : গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সময় ওই রাজ্যগুলোর ওপর দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে পশ্চিম দিক থেকে যে উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, স্থানীয় ভাষায় তাকে লু বলে।

৪) মৌসুমি বিস্ফোরণ কী?

উত্তর : গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আকস্মিকভাবে ভারতে প্রবেশ করার ফলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়। এইভাবে প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে হঠাৎই ভারতে যে বর্ষাকালের সূচনা ঘটে তাকে মৌসুমি বিস্ফোরণ বলে।

৫) কালবৈশাখী কী?

উত্তর : সাধারণত গ্রীষ্মকালের বিকেলবেলায় পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের পূর্বাংশে মাঝে মাঝে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি ঘটে। একে স্থানীয়ভাবে কালবৈশাখী বলে। কালবৈশাখীর প্রভাবে উষ্ণতা একবারে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যায়।

৬) আম্র বৃষ্টি কাকে বলে?

উত্তর : দক্ষিণ ভারতের কেরলে গ্রীষ্মকালে বিশেষত মার্চ থেকে মে মাসে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি ঘটে, একে আম্র বৃষ্টি বলে। আমের ফলনের ক্ষেত্রে এই বৃষ্টি অত্যন্ত সহায়ক।

৭) পশ্চিমী ঝামেলা বা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কী?

উত্তর : শীতকালে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে আগত পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবল ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষত পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানে শীতকালে হালকা বৃষ্টিপাত হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর তুষারপাত হয়। একে পশ্চিমী ঝামেলা বা Western Disturbance বলে।

৮) জেট বায়ু কাকে বলে?

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ১০-১২ কিমি উচ্চতা দিয়ে এঁকেবেঁকে সর্পিল পথে প্রবাহিত অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এক প্রকার অতি শীতল বায়ু প্রবাহের নাম জেট বায়ু। এর গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বনিম্ন ৯০ কিমি থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৫০০ কিমি।

৯) 'বৃষ্টিপাতের ছেদ' বা Break of monsoon বলতে কী বোঝো?

উত্তর : বর্ষাকালে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে মৌসুমি অক্ষ অবস্থান করায় হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর প্রবল বৃষ্টি হলেও বাকি ভারতের বিভিন্ন অংশ মেঘ বৃষ্টিহীন থাকে। একেই বৃষ্টিপাতের ছেদ বা Break of monsoon বলে। কখনো-কখনো ১০-১৫ দিন এমন অবস্থা চলতে দেখা যায়।

১০) 'আশ্বিনের ঝড়' কাকে বলে?

উত্তর : শরৎকালে অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর মাসে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত থেকে প্রত্যাগমন করে, তখন বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন ভারত মহাসাগরের উপর শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়, যা উত্তরমুখী হয়ে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলের রাজ্যগুলির ওপর প্রবল ঝড়-বৃষ্টি সহ আছড়ে পড়ে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত আশ্বিন মাসে এই সাইক্লোন তথা ঘূর্ণিঝড়ের আবির্ভাব ঘটে, তাই এটি আশ্বিনের ঝড় নামে পরিচিত।

১১) রেগুর মৃত্তিকা কাকে বলে?

উত্তর : দক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে লাভা গঠিত ব্যাসল্ট শিলা থেকে উৎপন্ন যে অতি উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়, স্থানীয়ভাবে তাকে রেগুর বলে।

১২) সুন্দরবন নামকরণের কারণ কী?

উত্তর : সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের উদ্ভিদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ হল সুন্দরী। এই সুন্দরী গাছের নামানুসারে এই বনভূমির নামকরণ হয় সুন্দরবন।

১৩) অন্তর্বাহিনী নদী কাকে বলে?

উত্তর : যেসব নদী উচ্চভূমি বা পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে দেশের অভ্যন্তরে কোনও হ্রদ বা আবদ্ধ জলাভূমিতে মেশে অথবা মরুভূমিতে গিয়ে শুকিয়ে যায় সেই নদীগুলিকে অন্তর্বাহিনী নদী বলে। উদাহরণ : রাজস্থানের লুনি নদী।

১৪) মৃত্তিকার pH কী?

উত্তর : মৃত্তিকার অম্লত্ব ও ক্ষারকত্বের সূচক হল pH এটি ফরাসি শব্দ Pouroir Hydrogen থেকে এসেছে। মৃত্তিকার এই সূচক স্কেলটির মান ০-১৪ পর্যন্ত হয়। মৃত্তিকার pH এর মান ৭-এর কম হলে মৃত্তিকা আম্লিক ও এর মান ৭-এর বেশি হলে মৃত্তিকা ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়।

১৫) হিউমাস কী?

উত্তর : বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ মৃত্তিকা মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং মাটির ওপরের স্তরে কালো রংয়ের জটিল জৈব পদার্থের স্তরের সৃষ্টি হয়। একে হিউমাস বলে।

১৬) বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কী?

উত্তর : যে পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন যেমন - বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ ব্যবস্থা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি সঙ্গে নদী উপত্যকা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হয় তাকে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলে। যেমন - দামোদর উপত্যকা।

১৭) সমোন্নতি রেখা চাষ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : পার্বত্য বা মালভূমি অঞ্চলের ঢালু জমিতে সমোন্নতি রেখা বরাবর নালা কাটা হয়। শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির জল নালীয় বাধা পেয়ে মৃত্তিকায় প্রবেশ করে এবং আর্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টির জল নালা টপকে বাইরে বেরিয়ে যায়, এভাবে নালার মাধ্যমে সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষকে সমোন্নতি রেখা চাষ বলে।

১৮) ঝুম চাষ কাকে বলে?

উত্তর : ঘন অরণ্য অঞ্চলের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানের গাছপালা কেটে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা হয়। জমির উর্বরতা হ্রাস পেলে সেই স্থান থেকে অন্যত্র গিয়ে একই পদ্ধতিতে গাছপালা পুড়িয়ে চাষ করা হয়। এই প্রকার স্থানান্তর আদিম কৃষি পদ্ধতি উত্তর-পূর্ব ভারতে ঝুম চাষ নামে পরিচিত।

১৯) শস্যাবর্তন কী?

উত্তর : একই জমিতে সারাবছর ধরে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চাষ করলে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় থাকে ও মাটি ক্ষয়ের হাত থেকেও রক্ষা পায়। এটি শস্যাবর্তন নামে পরিচিত।

২০) ভুর কাকে বলে?

উত্তর : উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির নিম্ন অঞ্চলে বালি মিশ্রিত অতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকা গঠিত তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি দেখা যায় যা ভুর নামে পরিচিত। অনুর্বর মাটি বলে এই মাটিতে চাষ ভালো হয় না।

২১) অরণ্য সংরক্ষণ কাকে বলে?

উত্তর : অরণ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় যথেচ্ছভাবে ও নির্বিচারে গাছ না কেটে এমনভাবে বিচারবিবেচনা করে ও সংযতভাবে অরণ্য ব্যবহার করা যাতে অরণ্যের সম্ভাব্য বিকাশ পরিপূর্ণ হয় এবং তার ফলে বর্তমানে অরণ্য সম্পদের উৎপাদন অব্যাহত থাকবে।

২২) কৃষি বনসৃজন কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ফোলে এবং বারনাড-এর মতে, কৃষক তার কৃষিজমি বা পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনের সঙ্গে কাঠ, ভেষজ ওষুধ, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য গাছ ও লতাগুল্ম রোপণ করে যে বনভূমি গড়ে তোলে, তাকে কৃষি বনসৃজন বলে।

২৩) সামাজিক বনসৃজন কাকে বলে?

উত্তর : প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে যখন নির্ধারিত অরণ্যসীমার বাইরে অব্যবহৃত জমি বা পতিত ভূমিতে অরণ্য সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে সামাজিক বনসৃজন বলে।

২৪) শোলা বনভূমি বলতে কী বোঝো?

উত্তর : মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ১৫০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদ জন্ম নেয়। এই বনাঞ্চলকে স্থানীয়ভাবে শোলা বনভূমি বলে। যেমন - সিঙ্কোনা, এলম, বার্চ, লরেল ইত্যাদি।

২৫) খাদার ও ভাঙ্গার কী?

উত্তর : উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের নদী উপত্যকার নতুন পলিমাটিকে বলে খাদার। অন্যদিকে, নদী উপত্যকা অঞ্চলের প্রাচীন পলিমাটিকে বলে ভাঙ্গার।

জানার বিষয়

- মরু মৃত্তিকা সিরোজেম নামে পরিচিত।
- কর্ণাটকে আম্র বৃষ্টির নাম 'চেরি ব্লসম'।
- থর মরুভূমি ও লাদাখ ভারতের শুষ্কতম অঞ্চল।
- ভারতের মরুভূমি গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে রাজস্থানের যোধপুরে।
- ভারতের মৃত্তিকা গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে।
- পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত জেলা হল পুরুলিয়া।
- খুব শক্ত খোলার মতো ভূমিরূপকে ডিউরি ক্রস্ট বলে।
- রেগুর শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তেলুগু শব্দ 'রেগাডা' থেকে।
- ডঃ কানাইয়ালাল মানিকলাল মুন্সি প্রথম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বনমহোৎসব প্রবর্তন করেন।
- ভারতের সবথেকে বেশি অরণ্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়ভাঙ্গা, গণগণি, বীরভূমের বোলপুর অঞ্চলে ব্যাডল্যান্ড দেখা যায়।
- ভারতের সবথেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নদী হল চম্বল।
- প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ রবিবার বিশ্ব নদী দিবস পালন করা হয়।

কোষ চক্রের খুঁটিনাটি

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

স্নিগ্ধা রায়, *শিক্ষক*
বালুরঘাট জেএলপি বিদ্যাচক্র
দক্ষিণ দিনাজপুর

❑ কোষ চক্র কাকে বলে?

উত্তর : একটি কোষের সৃষ্টি থেকে পরবর্তী কোষ বিভাজন পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনাগুলিকে কোষ চক্র বলে।

❑ কোষ চক্র কয়টি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত?

উত্তর : দুটি— ইন্টারফেজ ও এম-ফেজ।

❑ ইন্টারফেজ কী?

উত্তর : কোষ বিভাজনের প্রস্তুতির দীর্ঘ পর্যায়কে ইন্টারফেজ বলে।

❑ ইন্টারফেজ কয়টি ধাপে বিভক্ত?

উত্তর : তিনটি- G_1, S এবং G_2।

❑ G_1 পর্যায়ে কী ঘটে?

উত্তর : কোষ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন প্রোটিন ও অঙ্গাণু তৈরি হয়।

❑ S পর্যায়ে কী ঘটে?

উত্তর : DNA প্রতিলিপি তৈরি হয়।

❑ G_2 পর্যায়ে কী ঘটে?

উত্তর : কোষ বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শক্তি তৈরি হয়।

❑ এম-ফেজ কী?

উত্তর : যে পর্যায়ে প্রকৃত কোষ বিভাজন ঘটে, তাকে এম-ফেজ বলে।

❑ এম-ফেজে কয়টি প্রক্রিয়া আছে?

উত্তর : ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস।

❑ মাইটোসিস কয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়?

উত্তর : চারটি— প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ।

❑ মেটাফেজে কী ঘটে?

উত্তর : ক্রোমোজোম কোষের মধ্যভাগে সারিবদ্ধ হয়।

❑ অ্যানাফেজে কী ঘটে?

উত্তর : ক্রোমাটিড দুটি আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে সরে যায়।

❑ টেলোফেজে কী ঘটে?

উত্তর : নতুন নিউক্লিয়ার ঝিল্লি তৈরি হয়।

❑ সাইটোকাইনেসিস কী?

উত্তর : সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে দুটি কোষ তৈরির প্রক্রিয়া।

❑ মাইটোসিস কোথায় বেশি দেখা যায়?

উত্তর : দেহকোষে।

❑ মাইটোসিসের গুরুত্ব কী?

উত্তর : দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষত নিরাময়।

❑ কোষ চক্রের সবচেয়ে দীর্ঘ পর্যায় কোনটি?

উত্তর : ইন্টারফেজ।

❑ ক্রোমোজোম কখন স্পষ্ট দেখা যায়?

উত্তর : ক্রোমোজোম সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায় কোষ বিভাজনের Metaphase পর্যায়ে।

❑ DNA দ্বিগুণ হয় কোন পর্যায়ে?

উত্তর : S পর্যায়ে।

❑ কন্যা কোষ কাকে বলে?

উত্তর : বিভাজনের পরে তৈরি নতুন কোষকে।

❑ কোষ চক্রের নিয়ন্ত্রণ কেন দরকার?

উত্তর : সঠিক কোষ বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্য।

❑ কোষ চক্রের শুরু কোথা থেকে ধরা হয়?

উত্তর : G_1 পর্যায় থেকে।

❑ মাইটোসিসে কয়টি কন্যা কোষ তৈরি হয়?

উত্তর : দুটি।

❑ কন্যা কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা কেমন থাকে?

উত্তর : মাতৃকোষের সমান।

❑ কোষ চক্র জীবদেহে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : বৃদ্ধি, মেরামত ও প্রজননের জন্য।

❑ কোষ চক্রের প্রধান কাজ কী?

উত্তর : নতুন কোষ সৃষ্টি ও জীবদেহের বৃদ্ধি বজায় রাখা।

ইংরেজি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

মাধ্যমিক
ইংরেজি

সুবল চন্দ্র দেবনাথ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

(3) Direct Speech-এর third person-এর Indirect Speech-এ কোনও পরিবর্তন হয় না।

Examples : Direct : I said to you, "He is busy." Indirect : I told you that he was busy.

Note : সাধারণত Direct Speech-এর Modal Auxiliary Verbs- Must, ought to, should, would, could –এর Indirect Speech-এ কোনও পরিবর্তন হয় না। তবে কখনো-কখনো must-এর জায়গায় had to বসে এবং should-এর জায়গায় Subject-এর পরিবর্তন অনুযায়ী would হয়।

2. Narration Change of Interrogative Sentence (প্রশ্নবোধক বাক্য) :

Rules of Change -

(i) Reporting verb-টিকে 'ask', 'enquire', 'want to know' ইত্যাদির কোনও একটিতে পরিবর্তন করতে হবে।

(ii) প্রশ্নটির উত্তর যদি হ্যাঁ বা না দিয়ে করা যায়, তাহলে indirect speech এ linker/conjunction 'if' বা 'whether' বসাতে হবে।

(iii) Direct Speech-এর প্রশ্নটি যদি Wh word দিয়ে শুরু হয় তাহলে Indirect Speech এ 'if' বা 'whether' লাগবে না।

(iv) Indirect speech এ পরিবর্তিত করার সময় প্রশ্নটিকে statement বা বিবৃতিতে পরিবর্তন করতে হবে।

Examples : Direct : Raghab said to me, "Will you go to school today?" Indirect : Raghab asked me if I would go to school that day. (এখানে প্রশ্নটির উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দেওয়া যায়, তাই 'if' বসেছে।)

Direct : My mother said to me, "Why have you not done your homework?"

Indirect : My mother asked me why I had not done my homework. (এখানে প্রশ্নটির উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেওয়া যায় না, তাই 'if' বা 'whether' ব্যবহার হয়নি।

3. Narration Change of Imperative Sentence (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য) :

Rules of Change -

(i) অর্থ অনুযায়ী Reporting Verb-টিকে order, request, advice, forbid, prohibit, tell, ask এগুলোর কোনও একটিতে পরিবর্তন করতে হবে।

(ii) Indirect Speech-এ পরিবর্তন করার সময় Direct Speech-এর মূল verb-টির আগে Infinitive 'to' বসে।

(iii) Direct Speech-টি Negative হলে, 'to'-এর আগে not বসে। তবে Reporting Verb-টিকে forbid বা prohibit করা হলে, এই not ব্যবহৃত হয় না।

(iv) Direct Speech-এর please, sir ইত্যাদিকে তুলে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে kindly, politely ইত্যাদি Adverb যোগ করা হয়।

(v) এই বাক্যের ক্ষেত্রে Conjunction 'that' ব্যবহৃত হয় না।

Examples :

(1) Direct : Pritam said to me, "Please wait here for me till 10 O'clock."

Indirect : Pritam requested me to wait there till 10 O'clock.

(2) Direct : The officer said to the staff, "Finish the project by tomorrow."

Indirect : The officer ordered the staff to finish the project by the next day.

(3) My mother said to me, "Do not run in the sun."

Indirect : My mother forbade me to run in the sun. (forbade বসেছে বলে not to হয়নি, verb-এর আগে শুধু to বসেছে।)

Imperative Sentence Beginning With Let :

Direct Speech-টি যদি Let দিয়ে শুরু হয় এবং এই Let যদি কোনও proposal বা suggestion বোঝায়, তাহলে, Indirect Speech-এ Reporting Verb-টিকে propose বা suggest-এ পরিবর্তিত করতে হবে এবং Let-এর স্থানে should হবে। তাছাড়া Imperative form-টি statement-এ পরিবর্তিত হয় এবং conjunction 'that' ব্যবহৃত হয়।

Examples :

(1) Direct : Rabi said to his friends, "Let us have a picnic on Sunday."

Indirect : Rabi proposed to his friends that they should have a picnic on Sunday.

কিন্তু এই Let যদি proposal বা suggestion না বোঝায়, তাহলে Reporting Verb-টি said বা request-এ পরিবর্তিত করতে হবে এবং Let-এর পরিবর্তে 'might' বা 'might be allowed to' বসে।

Examples :

(1) Direct : The boy said, "Let me come in."

Indirect : The boy requested that he might be allowed to go in.

(2) Direct : Maya said, "Let him eat whatever he likes to eat."

Indirect : Maya said that he might eat whatever he liked to eat.

4. Narration Change of Optative Sentence (প্রার্থনাসূচক বাক্য) :

Rules of Change :

(i) Reporting Verb-টিকে বাক্যের অর্থ অনুযায়ী wish বা pray-তে পরিবর্তিত করতে হবে ।

(ii) Conjunction 'that' ব্যবহৃত হবে।

Examples :

(1) Direct : I said to Dipu, "May you be successful in life."

Indirect : I wished Dipu that he might be successful in life.

(2) Direct : The holy man said to me, "May God bless you."

Indirect : The holy man prayed that God might bless me.

5.Narration Change of Exclamatory Sentence (বিস্ময়সূচক বাক্য) :

Rules of Change :

(i) Direct Speech-এর অর্থ অনুযায়ী, Reporting Verb-টিকে exclaim in/with grief/joy/wonder/ disgust/ disappointment/regret ইত্যাদির কোনও একটিতে পরিবর্তিত করতে হবে। তবে Direct Speech-এ Exclamation-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পারলে Reporting Verb-টিকে শুধু Exclaim বা Cry out করলেই হবে।

(ii) Indirect Speech-এ Exclamatory Sentence-টিকে বিবৃতিতে পরিবর্তিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে Conjunction 'that' ব্যবহৃত হবে।

(iii) Direct Speech-টি যদি What বা How দিয়ে শুরু হয়, Indirect Speech-এ What এবং How উঠে যায় এবং তাদের পরিবর্তে very বা great বসে। সাধারণত noun-এর পূর্বে great এবং adjective-এর পূর্বে very বসে।

(iv) Indirect Speech-এ বিস্ময়সূচক (!) চিহ্ন উঠে যায় এবং full stop (.) বসে। এখানে মনে রাখতে হবে যে Indirect Speech-এ সব বাক্যের ক্ষেত্রেই full stop (.) বসে।

Examples :

(1) Direct : The boys said, "Hurrah! Our team has won the match."

Indirect : The boys exclaimed with joy that their team had won the match.

(2) Pritam said, "What a fool I am!"

Indirect : Pritam exclaimed that he was a great fool.

উপরে দেওয়া নিয়মগুলো যদি ভালো করে মনে রাখো এবং নিয়মিত অনুশীলন করো, তাহলে Narration Change করা সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

জীবনবিজ্ঞানের নমুনা প্রশ্নাবলি

সুপ্রিয়কুমার দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
অন্দরান ফুলবাড়ি হরির ধাম হাইস্কুল, কোচবিহার

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন :

১) এদের মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্র অণু?

ক) প্রোটিন খ) লিপিড গ) নিউক্লিক অ্যাসিড ঘ) ফ্যাটি অ্যাসিড

উত্তর : ফ্যাটি অ্যাসিড।

২) সমস্ত জৈব পদার্থ গঠিত হয় যা সহযোগে-

ক) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

খ) কার্বন ও হাইড্রোজেন

গ) কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন

ঘ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

উত্তর: খ) কার্বন ও হাইড্রোজেন।

৩) কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত –

ক) 2:3 খ) 2:1 গ) 1:2 ঘ) 4:5

উত্তর : খ) 2:1।

৪) ভিটামিন A-এর অভাবজনিত রোগটি হল –

ক) রাতকানা খ) বেরিবেরি গ) রিকেট ঘ) স্কার্ভি

উত্তর : ক) রাতকানা।

৫) কোন ভিটামিন সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বকে সংশ্লেষিত হয়?

ক) ভিটামিন E খ) ভিটামিন D গ) ভিটামিন K ঘ) ভিটামিন C

উত্তর : খ) ভিটামিন D।

৬) রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে যে ভিটামিন –

ক) ভিটামিন A খ) ভিটামিন D গ) ভিটামিন K ঘ) সবগুলি

উত্তর : ভিটামিন K।

৭) ক্লোরোপ্লাস্টের কোথায় ক্লোরোফিল থাকে –

ক) স্ট্রোমায় খ) গ্রানায় গ) পাইরিনয়েড ঘ) বহিঃপর্দায়।

উত্তর : খ) গ্রানায়।

৮) নীচের কোন অঙ্গাণুটি পর্দাবৃত নয়-

ক) নিউক্লিয়াস খ) মাইটোকনড্রিয়া গ) সেন্ট্রিওল ঘ) ক্লোরোপ্লাস্ট

উত্তর : গ) সেন্ট্রিওল।

৯) উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের মুখ্য উপাদান -

ক) পেকটোজ খ) সেলুলোজ গ) ক্যালোজ ঘ) পেপটাইডো গ্লাইকেন

উত্তর : খ) সেলুলোজ।

১০) জাইলেমের কোন উপাদানটি সজীব –

ক) ট্রাকিড খ) ট্রাকিয়া গ) জাইলেম প্যারেনকাইমা ঘ) জাইলেম তন্তু

উত্তর : গ) জাইলেম প্যারেনকাইমা।

১১) সংকোচনশীলতা কোন কলার ধর্ম –

ক) আবরণী কলা খ) যোগকলা গ) পেশি কলা ঘ) স্নায়ু কলা

উত্তর : গ) পেশি কলা।

১২) মানব দেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি –

ক) যকৃৎ খ) অগ্ন্যাশয় গ) শুক্রাশয় ঘ) প্লীহা

উত্তর : গ) প্লীহা।

১৩) কোন অঙ্গকে লোহিত রক্ত কণিকার কবরস্থান বলা হয় –

ক) হৃৎপিণ্ড খ) ফুসফুস গ) প্লীহা ঘ) যকৃৎ

উত্তর : গ) প্লীহা।

১৪) পিত্তরস ক্ষরণ করে, পিত্তাশয়ে জমা করে - ক) শুক্রাশয় খ) ডিম্বাশয় গ) প্লীহা ঘ) যকৃৎ

উত্তর : ঘ) যকৃৎ।

১৫) অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে নির্গত হয়-

ক) গ্লুকাগন খ) অ্যাড্রিনালিন গ) রিলাক্সিন ঘ) ইনসুলিন

উত্তর গ) ইনসুলিন।

শূন্যস্থান পূরণ করো-

১৬) নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠনগত এককের নাম ----------

উত্তর : নিউক্লিওটাইড।

১৭) মাইটোকন্ড্রিয়া বহিঃপর্দার গায়ে অবস্থিত দানাকে বলে --------------

উত্তর : পারসনের অধঃএকক।

১৮) ডিএনএ-তে উপস্থিত শর্করার প্রকৃতি হল ---------------

উত্তর : ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা।

১৯) গুয়ানিনের সঙ্গে সাইটোসিন --------------------টি হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত হয়।

উত্তর : তিনটি।

২০) -------------- কোষে ক্রোমোজোম গঠিত হয় না।

উত্তর : প্রোক্যারিওটিক কোষ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন-

২১) ফ্যাটের রাসায়নিক উপাদানগুলি কী কী?

উত্তর : কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন।

২২) প্রোটিনের গঠনগত একক কী?

উত্তর : অ্যামাইনো অ্যাসিড।

২৩) কার্বোহাইড্রেট-এর গঠনগত একক কী?

উত্তর : মনোস্যাকারাইড।

২৪) গলগণ্ড রোগ হয় কোন খনিজের অভাবে?

উত্তর : আয়োডিন।

২৫) রেটিনার রড কোষ গঠন করে কোন ভিটামিন?

উত্তর : ভিটামিন-A

চাপে কারিগররা
কদর কমেছে শিলপাটার

এখন মিক্সার গ্রাইন্ডার চলে আসায় শিলপাটা ধার করার সেই কারিগরদের পেশা সংকটে পড়েছে। অনেক বাড়িতে তো শিলনোড়ার পাটও উঠে গিয়েছে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : 'শিল কাটাবেন, শিলে ধার দেওয়াবেন...।' একসময় পাড়ায় পাড়ায় শিল কাটানোর কারিগরদের এই হাঁকডাক সব মানুষের কাছেই পরিচিত ছিল। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা।

পাড়ায় কারও বাড়ির সামনে শিল কাটানোর কারিগর দেখলেই মশলা বাটার শিল হাতে নিয়ে এসে লাইন দিতেন অন্যরা। সময় লাগবে দেখে শিল রেখেই বাড়িতে চলে যেতেন অনেকে। শিলপাটা ধার করার সেই কারিগর তাঁর ব্যাগ থেকে ছেনি-হাতুড়ি বের করে শিলপাটায় খোদাই করে ফের তাতে ধার দিয়ে দিতেন। কেউ কেউ নোড়াতেও ধার দিয়ে নিতেন। ধার দেওয়া হয়ে গেলে শিলপাটা-নোড়া সকলের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

সাধারণত শিলনোড়া মসৃণ হয়ে গেলে মশলা বাটতে অসুবিধে হত গৃহিণীদের। সেই সময় শিলনোড়ার ব্যবহারও হত প্রচুর। কয়েকমাস পরপর শিলে ধার দিয়ে নিতেন গৃহিণীরা। তাই মুখিয়ে থাকতেন শিলপাটা ধার করার সেই কারিগরদের জন্য।

তবে এখন মিক্সার গ্রাইন্ডার নেই এমন বাড়ি শহরে পাওয়া মুশকিল। শুধু শহরই নয়, গ্রাম এলাকাতেও বহু বাড়ির ভরসা মিক্সার গ্রাইন্ডার। এতে শ্রমেরও কম প্রয়োজন হয় এবং মশলার পেস্টটিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। আর এই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতেই বাড়ির হেঁশেল থেকে একপ্রকার ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে শিলনোড়া। কারও কারও বাড়িতে এখনও শিলনোড়া থাকলেও তার ঠাঁই হয় কোনও এক কোনায়। মিক্সার গ্রাইন্ডার খারাপ হলে অথবা খুব প্রয়োজনে বেরিয়ে আসে সেটি। তাই এখন আর তাতে ধার দেওয়ার জন্য রোজ মুখিয়ে থাকে না কেউ। চাহিদা না থাকায় ধীরে ধীরে শিলপাটা ধার করার সেই কারিগরের পেশাটাই এখন বিলুপ্তপ্রায়।

সাইকেলে বালতি-হাঁড়ি চাপিয়ে অরবিন্দপল্লি দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রশান্ত দাস। ১৫-১৭ বছর আগে পেশা পালটেছেন তিনি। আগে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে শিলনোড়ায় ধার দিতেন। জানালেন, পেশাটা আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও জোর করে শেষ ৪-৫ বছর ধরে পেশাটা চালাচ্ছিলাম। অরবিন্দপল্লি, রথখোলা, সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া সহ আরও বহু জায়গাতেই ঘুরতাম। সব পাড়াতেই বাঁধা কাস্টমার ছিল আমার। নতুন নতুন এলাকাতেও যেতাম। তবে দেখলাম ধীরে ধীরে মিক্সার গ্রাইন্ডারের ওপর ভীষণভাবে নির্ভর হয়ে গেল সবাই। কাস্টমার ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকল। একসময় তো সারাদিন ঘুরেও তেমন উপার্জন হচ্ছিল না। আমার পরিচিত সকলেই এই পেশা পালটে ফেলেছিলেন। সংসার চালাতে আমাকেও একসময় পেশা পালটে ফেলতে হয়।

চম্পাসারির শম্পা দত্ত পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করে বলছিলেন, অনেকদিন সেই ডাক শুনিনি। কয়েকবছর আগে একজন এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখেছিলাম। এখন তো শিলনোড়া ব্যবহার করাই হয় না, ধার দিয়ে কী হবে। ওঁরাও আর আসেন না।

জ্যোতিনগরের অলোকা শর্মা বলছিলেন, 'সত্যিই একসময় অপেক্ষা করে থাকতাম কবে শিলে ধার দেওয়ার লোক আসবে। পাশের এলাকায় চেনাপরিচিতদের বলে রাখতাম তোমাদের পাড়ায় এলে আমাদের পাড়াতেও পাঠিয়ে দিও। তারপর তো পরিচিতই হয়ে যেত। পাড়ায় এলেই বাড়ির সামনে হাঁক দিয়ে যেত। এখন তো আর প্রয়োজনই হয় না। ওরাও তাই আর আসে না। প্রায় দশ বছর আগে ৩০-৪০ টাকায় আমার শিলপাটা শেষবার ধার দিয়েছিলাম।'

ঘোগোমালির পঞ্চাশোর্ধ্ব লতিকা মণ্ডল বলছিলেন, 'একসময় অনেকেই এই পেশায় যুক্ত ছিলেন। তখন সবার বাড়িতে শিলপাটা-নোড়া থাকত। বড়-ছোট আকারের একের বেশিও শিলপাটা-নোড়া থাকত বাড়িতে। সেগুলোর ব্যবহারও হত প্রচুর।' শুধু মশলা বাটা নয়, অনেককিছুই বেটেবুটে ব্যবহার করা হত সেই সময়। স্বাভাবিকভাবেই শিলপাটার ধারও তাড়াতাড়ি মসৃণ হয়ে যেত। এখন তো শিলপাটার ব্যবহারই নেই তাই ধারও শেষ হয় না। আর যাঁরা ধার দিতেন, তাঁদেরও এখন আর প্রয়োজন হয় না।

পুরোনো সেই দিনের কথা
একটি স্মৃতিকথা সিরিজ

বিয়েতে, সাধে

বিয়ে, সাধ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিলপাটা একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে

বাসি বিয়েতে অনেক বাড়িতে পাটার ওপরে দাঁড়ানোর একটা প্রথা আছে

কারও কারও বিয়েতে নোড়াকে পায়ের আঙুল দিয়ে ঠেলে নিতে দেখা যায় নতুন কনেকে

সাধের দিন ঠাকুর ঘরে প্রদীপ ও নোড়া ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা ও তোলার নিয়ম রয়েছে

পোয়াতি প্রদীপের ঝুড়ি তুললে মেয়ে আর নোড়ার ঝুড়ি তুললে ছেলে হয় এমন বিশ্বাস আছে

রামনবমীতে শহরের পথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

শমিদীপ দত্ত

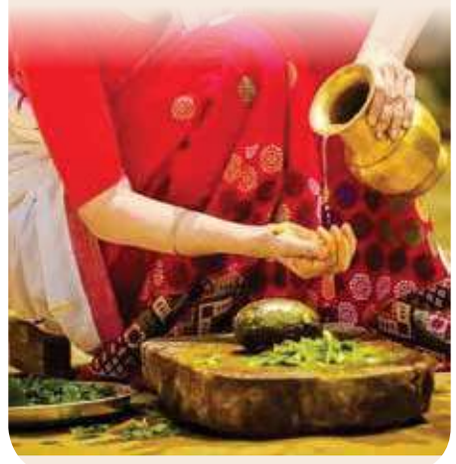

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ভোটের আবহে রামনবমী। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের রাস্তায় থাকবে আধাসেনা। রবিবার নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ৬টি নির্দেশ থানায় ব্রিফ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনারেটের এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। কমিশনার বলেন, 'আমি ইতিমধ্যে রামনবমীর শোভাযাত্রার রুট ঘুরে দেখেছি। প্রতিটি পয়েন্টের গুরুত্ব বোঝারও চেষ্টা করেছি। কোথাও ট্রাফিকের সমস্যা রয়েছে কি না, দেখা হয়েছে। এবার হাতে পাঁচ কোম্পানি আধাসেনা রয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাদের ব্যবহার করা হবে।'

প্রতিবছর রামনবমীতে লক্ষাধিক মানুষ শিলিগুড়ির রাস্তায় নামেন। এবার রামনবমীতে প্রচারে জোর দিচ্ছে দলগুলো। তবে উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উসকানির আশঙ্কাও রয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও স্পর্শকাতর জায়গায় আধাসেনা থাকবে। সঙ্গে থাকবে শিলিগুড়ি পুলিশ। বহিরাগতদের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বিস্তারিত বলেন পুলিশ কমিশনার। তাঁর কথায়, 'শহরে ইতিমধ্যেই ১২টি স্ট্যাটিক

শিলিগুড়ি

সার্ভেলান্স টিমের নাকা চেকিং বসানো হয়েছে। এছাড়া ফ্লাইং স্কোয়াড রয়েছে। হোটেলগুলো থেকেও তথ্য নেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে, সুষ্ঠু নির্বাচনে ৬ দফা দাওয়াই দিয়েছে কমিশন। শুধু বুথের মধ্যে নয়। সংযোগকারী রাস্তাতেও রাখতে হবে বিশেষ নজরদারি। এদিন দুপুর থেকে শিলিগুড়ি, ভক্তিনগর, প্রধাননগর, মাটিগাড়া থানায় ঘুরে এই নির্দেশিকা ব্রিফ করেন কমিশনার। তিনি বলেন, 'প্রতিটি বুথে সিসিটিভি নজরদারি থাকবে। কোনও বুথে কিছু মিনিটের জন্য সিসিটিভি বন্ধ থাকলেও রিপোলিংয়ের সম্ভাবনা থাকবে।'

এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে রঞ্জন শীলশর্মা প্রার্থী হওয়ার পর কেজিএফ গ্যাং নতুন করে চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সিপি বলেন, 'কোনও অভিযোগ পেলে বা কোথাও এ ধরনের ঘটনা সামনে এলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, এদিন ডাকাতির উদ্দেশ্য নিয়ে জড়ো হওয়ার পুরোনো মামলায় ৫ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তারা কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্য বলে অভিযোগ। এমনকি, শনিবার শান্তিনগর মেইন রোডে জমি দখলের চেষ্টার ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত বলে অভিযোগ। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'এখনও ৪৬০টি ওয়ারেন্ট পেন্ডিং রয়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তি করার পাশাপাশি যারা দুষ্কৃতীমূলক ঘটনা ঘটাতে পারে এমন লোকেদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য কমাতে ওয়ারেন্টের ওপর জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। ভোটের আবহে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া সেলকে আরও উন্নত, শক্তিশালী করার কথা জানিয়েছেন তিনি। ওয়াকার বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া সেলের শক্তি বাড়ানো হচ্ছে। সেলের সদস্যদের দেওয়া হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ। এছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নতি করা হচ্ছে। উসকানি দেওয়া অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

রবিবার শিলিগুড়িতে প্রচারে তিন প্রার্থী। -সংবাদচিত্র

রবিবাসরীয় প্রচার রং ছড়াল শহরে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : প্রতিদিনের মতো রবিবারও একদল তরুণ সূর্যনগরের বৃষ্টিভেজা মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎই তাদের ভিড়ে মিশে হাতে ব্যাট তুলে নিলেন শরদিন্দু চক্রবর্তী। ব্যাটারের ভূমিকায় কৌশলে তরুণ সমাজের মন জয়ের চেষ্টা করলেন সিপিএম প্রার্থী। বিকেলে মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগে জোর দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। পিছিয়ে থাকতে নারাজ বিদায়ি বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। তিনি শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে মিশে গেলেন। প্রার্থী ঘোষণার পর প্রথম রংদার রোববারে নিজস্ব কৌশলে ভোট প্রচার সারলেন তিন প্রার্থী। শুধু শিলিগুড়ি নয়, এদিন প্রচারে ঝড় তোলার চেষ্টা হয়েছে সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রেও।

হাতে সময় পাক্কা এক মাস। কিন্তু একটি দিনও নষ্ট করতে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দল। তার মধ্যে রবিবার ছিল ছুটির দিন। স্বাভাবিকভাবেই জনসংযোগে কোনও ছাড় দিতে চাননি প্রার্থীরা। ফলে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটেছেন সিপিএম, বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থী। ভোট প্রচার, জনসংযোগের ফাঁকে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু বললেন, 'ছুটির দিনে মানুষ অনেকটা হালকা মেজাজে থাকেন। তাই তাঁদের সঙ্গে কিছুটা সময় নিয়ে কথা বলেছি।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধন করার পাশাপাশি দেবাশিস কলোনির স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন শরদিন্দু। বিকেলে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়েও তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে, সকালে পুরনিগমের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের পার্বতী ঘাটে প্রাতর্ভ্রমণকারীদের সঙ্গে মিলিত হন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম। পাশাপাশি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়েও তাঁকে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। এদিন সন্ধ্যায় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরে গৌতম একটি যোগদান কর্মসূচিতে যোগ দেন। এখানে বিজেপি এবং তৃণমূল নেতা-কর্মীরা পরস্পর বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে কাছাকাছি চলে আসায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপির নেতা-কর্মীরা আগে থেকেই সেই রাস্তায় রামনবমী উপলক্ষ্যে ঝান্ডা লাগাচ্ছিলেন। তৃণমূলের মিছিল চলে আসায় তাঁরা আরও জোরে স্লোগান দিতে থাকেন। তৃণমূলের তরফেও পালটা স্লোগান দেওয়া হয়। দুই দলের নেতৃত্বে কোনও গণ্ডগোলের ঘটনা ঘটেনি।

বিজেপি প্রার্থী শংকরও এদিন সকাল থেকে প্রচারের ময়দানে ছিলেন। সকালে রামকৃষ্ণ মাঠে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন তিনি। এছাড়াও রথখোলা বাজার, সুভাষপল্লি হয়ে কোর্ট মোড় বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। বিকেলে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে ভাগবত পাঠেও অংশ নেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে গীতা বিলি করে সন্ধ্যায় ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে জনসভায় যোগ দেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও প্রার্থীরা প্রচার সেরেছেন। সকাল থেকেই বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে নামেন সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং। তিনি ৩১, ৩৫, ৩৯ এবং ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার সারেন। বিদায়ি বিধায়ক বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ও পুঁটিমারি এলাকায় জগন্নাথ দেবের পুজো দিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন। সন্ধ্যায় চৈতিপুজো দিয়ে ঘোগোমালি বাজার এলাকায় মহিলা মোর্চার উদ্যোগে প্রচারে অংশ নেন। এদিন একাধিক নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধনেও তাঁকে অংশ নিতে দেখা যায়। তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মাও এদিন ৪০, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগের পাশাপাশি একটি বনভোজনের অনুষ্ঠানে গিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলেন এবং সন্ধ্যায় কীর্তনে অংশ নেন।

দোকানে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মদ বিক্রি নিয়ে আপত্তি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং ভক্তিনগর থানায় আগেই অভিযোগ জানানো হয়। রবিবার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ইস্টার্ন বাইপাস রোডে মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে দোকানের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয় শিলিগুড়ি রাজবংশী ক্ষত্রিয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। স্থানীয়দের অভিযোগ এলাকায় আশপাশে প্রচুর বিদ্যালয় রয়েছে, দোকানে ছোটরাও নানা জিনিস কিনতে আসে। এই দোকানের ফলে স্থানীয় পরিবেশ খারাপ হচ্ছে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও তাঁরা বলেন, ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে থাকে, মদের দোকান থাকলে সেই দুর্ঘটনা আরও বাড়তে পারে। দোকান বন্ধের দাবিতে এদিন দীর্ঘক্ষণ দোকানের সামনে বিক্ষোভ চলে। ঘটনাস্থলে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বাও।

শিলিগুড়ি রাজবংশী ক্ষত্রিয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পূজল রায় বলেন, 'চয়নপাড়া, সর্বপল্লি, রায় কলোনি, প্রধানপাড়া, শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দারা রয়েছেন এদিনের বিক্ষোভে। এর আগেও এই জায়গায় একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ছিল, আমরা সেটারও বিরোধিতা করেছিলাম। সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এলাকার পরিবেশ খারাপ হচ্ছে এই দোকানের ফলে। ডিপার্টমেন্টাল দোকানের ভেতরে মদ বিক্রি হতে দেব না। আমরা আগেও কাউন্সিলার ও ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এদিন ফের বিক্ষোভে শামিল হলাম।'

দোকানের মালিক এদিন দোকানে অনুপস্থিত ছিলেন। দোকানের এক কর্মী জানান চিকিৎসার জন্য মালিক শহরের বাইরে রয়েছেন। ফিরে এসে বিষয়টি দেখবেন।

কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেন, 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মদ বিক্রি হচ্ছে বলেই স্থানীয়রা অভিযোগ জানাচ্ছেন। দোকানের মালিক এখন চিকিৎসার জন্য শহরের বাইরে রয়েছেন। তিনি ফিরলে বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হবে।' এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে দোকানটি বন্ধ করে দেন কর্মচারীরা।

কাউন্সিলারের আশ্বাসে পরবর্তীতে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

চৈত্র সেলে সস্তা মেলে

চৈত্র মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মাসটির নাম শুনলেই বাঙালির মনে আসে চৈত্র সেলের বাজারের কথা। এই সময় কেনাকাটা করার ক্ষেত্রে বাঙালির মধ্যে আলাদা উৎসাহ দেখা যায়। বিক্রেতারাও বছরের এই সময় নতুন জামাকাপড় সহ গৃহস্থালির জিনিসেও ৫০ শতাংশ এমনকি ৭০ শতাংশ ছাড় দেন। শহরের বিভিন্ন বাজারে ইতিমধ্যে জমে উঠেছে সেলের বাজার। ক্রেতারাও সস্তায় জিনিস কেনার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। কেমন চলছে কেনাকাটা, খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

টেবিল পেতে বিক্রি

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জিনিসের ওপর ছাড় দিতে শুরু করেছেন। শুধু দোকানের অন্দরে নয়, কেউ কেউ দোকানের বাইরে আলাদা করে টেবিল পেতে সেখানে সাজিয়ে রেখেছেন সেলের জামাকাপড়। কেউ আবার ফুটপাথেই ব্যবসা হাঁকিয়ে বসেছেন।

মহাবীরস্থানে টেবিল পেতে কুর্তি বিক্রি করছিলেন সুজিত সাহা। তিনি বললেন, 'নতুন যে জামাকাপড়গুলি বিক্রি হয়নি সেগুলি বছর শেষে ছাড়ে বিক্রি করি। সেলে জামাকাপড় কিনতে প্রতিদিনই ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন। ভালোই ব্যবসা হচ্ছে।'

ছাড়ের হাঁক

বাজারে গেলেই এখন শোনা যাচ্ছে নানারকম হাঁকডাক। মহাবীরস্থানে ১০০, ৩০০, ৫০০ টাকায় সালোয়ার স্যুট বলে হাঁক দিচ্ছিলেন মিঠুন সাহা। তাঁর ঠিক পাশে টেবিল পেতে মশারি, বিছানার চাদর ছাড়ে বিক্রি করছিলেন সঞ্জয় দাস। বিক্রেতাদের হাঁকডাকে ভিড় জমাচ্ছিলেন ক্রেতারা। প্রচুর জিনিসের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো জিনিস বেছে নিচ্ছিলেন ক্রেতারা। সেখান থেকে দুই সেট সালোয়ার স্যুট ও একটি মশারি কিনে বাড়ির পথে হাঁটা দেন সাধনা পাল। তিনি জানান, দুই মেয়ের জন্য সালোয়ার স্যুট কিনেছেন। মশারিটাও পুরোনো হয়ে গিয়েছিল, তাই সেলে একটা নতুন মশারিও কিনেছেন তিনি।

সস্তায় ভালো

চৈত্র সেল মানে কম দামে ভালো জিনিসের খোঁজ। থানা মোড় এলাকায় এক দোকান থেকে শাড়ি কিনে বাইরে বেরোচ্ছিলেন কবিতা মণ্ডল। ওই দোকানের বাইরে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে চৈত্র সেল। এখন থেকে কেনাকেটা শুরু করে দিয়েছেন কি না, জিজ্ঞেস করতে একগাল হেসে কবিতা বললেন, 'সামনেই পয়লা বৈশাখ। এখন থেকে শুরু না করলে পরে গিয়ে আর ভালো জিনিস পাওয়া যাবে না। চৈত্র সেলে সস্তায় ভালো জিনিস পাওয়া যায়। শুধু নিজের জন্য কিনলে হবে না, বাড়ির সকলের জন্য কিনতে হবে। তাই অল্প অল্প করে কেনাকাটা শুরু করেছি।'

তিনি আরও জানান, বৈশাখ মাস মানেই গরম শুরু। তাই এই সময় ঘরে ও বাইরে পরার জন্য হালকা সুতির জামাকাপড় চাই। সেইসব কেনাকাটা চৈত্র সেলের সময় সেরে রাখছেন তিনি।

অফারে ইমোশন

সেলে জিনিস কেনা অনেকের কাছে যেন একটা ইমোশন। মহাবীরস্থানের পাশাপাশি বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেও চৈত্র সেলের কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে এক দোকানে থাকা শার্টগুলি বাইরে সাজিয়ে এক কর্মীকে বসিয়ে রেখেছেন দোকানের মালিক। এইসব শার্ট বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়। পয়লা বৈশাখের আগে এমন অফার লুফে নিচ্ছেন ক্রেতারাও। ওই দোকানে শার্ট দেখছিলেন অশোক বিশ্বাস ও শিখা বিশ্বাস। শিখার কথায়, 'দামের ক্ষেত্রে অনলাইন কেনাকাটায় সারাবছরই কমবেশি ছাড় পাওয়া যায়। তবে চৈত্র সেলের আগে এই বিশেষ ছাড় একটা ইমোশন। বহু মানুষ সারাবছর অপেক্ষা করে চৈত্র সেলের।'

গৃহস্থালির সামগ্রী কেনার ঝোঁক

শুধু জামাকাপড় নয়, রান্নাঘরের বিভিন্ন সামগ্রী ও ঘর সাজানোর জিনিস কিনতেও মহিলারা চৈত্র সেলের বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন। মহাবীরস্থানের একটি দোকানে গৃহস্থালির নানা জিনিস বিক্রি করেন বিজয় আগরওয়াল। চৈত্র সেল উপলক্ষ্যে তিনিও নানা জিনিসের দামে ছাড় দিচ্ছেন। স্প্রে বোতল ও বাটির সেট দেখছিলেন নিতু সরকার। তিনি বলেন, 'নতুন বছরে শুধু নতুন জামাকাপড় নয়, নতুন বাসন ও ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এসেছি। চৈত্র সেলে এই ধরনের জিনিস কিনতে আমার বেশ ভালো লাগে।'

মহাবীরস্থান বাজারে চৈত্র সেলে পোশাক কেনা। রবিবার।

মাস্টারদা স্মরণে

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শ্রদ্ধার সঙ্গে শিলিগুড়িতে পালিত হল মাস্টারদা সূর্য সেনের ১৩৩তম জন্মজয়ন্তী। রবিবার সূর্য সেন পার্ক, শিলিগুড়ি পুরনিগম, মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন আইল্যান্ডে মাস্টারদাকে শ্রদ্ধা জানান মেয়র গৌতম দেব। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়েও দিনটি পালন করা হয়।

বিশ্বশান্তিকল্পে উত্তরবঙ্গে শ্রীভাগবত কথা ও হরিনামযজ্ঞ ১১তম বর্ষ • ৬ দিনব্যাপী

প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ২৫ মার্চ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াস্থিত শ্রী গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পণ ও রামনবমী মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের গৌড়ীয় মিশন শাখাঃ শিলিগুড়ি শ্রী গৌড়ীয় মঠের সৌভাগ্য সূচি অনুযায়ী শ্রীভাগবত ও রামনবমী ব্রতকথা সুধী ভক্তবৃন্দকে শ্রবণ করাবেন।

যাহারা হরিনাম দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক এই নম্বরে যোগাযোগ করুন : ৯৮৭৪৯৬৬২৪১ / ৭৬৮৬৯৩৯৩৮০

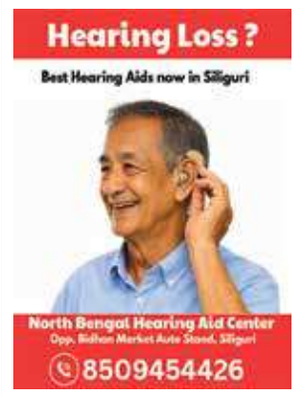

পৃথিবীর পাঠশালা

পেঙ্গুইনদের ডাকঘর

অ্যান্টার্কটিকার পোর্ট লকরয় হল পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণে থাকা ডাকঘর। চারদিকে কেবল বরফ আর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। কিন্তু এই ডাকঘরের আসল চমক হল এখানকার পাহারাদার। এই ডাকঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় কয়েক হাজার জেন্টু পেঙ্গুইন। পর্যটকরা এখানে এসে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে নিজেদের প্রিয়জনকে চিঠি পাঠান। ডাকঘরের কর্মীরা শুধু চিঠি বিলি করার কাজই করেন না, তাঁদের অন্যতম প্রধান কাজ হল ওই পেঙ্গুইনগুলোর সংখ্যা গোনা এবং তাদের যত্ন নেওয়া। বরফের সাদা ক্যানভাসের ওপর লাল রঙের এই ডাকঘর আর তার পেঙ্গুইন সঙ্গীরা বিশ্বের এক অন্যতম সুন্দর এবং শান্ত দৃশ্য।

পাঁচ হাজার বছরের গাছ

জঙ্গলের গাছ সাধারণত কয়েক দশক বা শতক বাঁচে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার হোয়াইট মাউন্টেন্সে এমন এক ব্রিসলকোন পাইন গাছ আছে, যার বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। এর নাম মেথুসেলাহ। মিশরীয় পিরামিড তৈরি হওয়ারও অনেক আগে এই গাছটি বীজ থেকে জন্মেছিল এবং আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির সমস্ত দুর্যোগ আর রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে এই গাছটি আজও বেঁচে আছে। চোরাকারবারিদের হাত থেকে বাঁচাতে প্রশাসন এই গাছের আসল অবস্থানটি সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাছটি পৃথিবীর জীবন্ত ইতিহাসের এক সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইশারায় কথা বলা গ্রাম

বালির বেংকালা গ্রামটিকে সবাই বোবা গ্রাম বলে চেনে। কারণ এই গ্রামে বংশপরম্পরায় প্রচুর বধির মানুষ জন্মায়। কিন্তু এখানকার সবচেয়ে সুন্দর দিক হল, গ্রামের সাধারণ মানুষ বধিরদের কখনও আলাদা নজরে দেখেন না। বরং পুরো গ্রামের মানুষ, তারা কানে শুনতে পাক বা না পাক, সবাই এক বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে, যার নাম কাটা কোলক। বাজারে, স্কুলে বা আড্ডায় সবাই এই ইশারা ভাষা ব্যবহার করে। আধুনিক সমাজের কাছে এই গ্রামটি সামাজিক সম্প্রীতি এবং একে অপরের সীমাবদ্ধতাকে ভালোবেসে আপন করে নেওয়ার এক অনবদ্য এবং শিক্ষণীয় উদাহরণ।

চাঁদের বুকে একমাত্র সমাধি

মহাকাশ বিজ্ঞানী ইউজিন শুমেকার সব সময় চাইতেন একজন মহাকাশচারী হয়ে চাঁদে পাড়ি দিতে। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ না করায় তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে তিনি হাল ছাড়েননি, পৃথিবী থেকেই মহাকাশ গবেষণায় একের পর এক রেকর্ড গড়েন। ১৯৯৭ সালে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। নাসার বিজ্ঞানীরা তাঁর আজীবনের স্বপ্নকে সম্মান জানাতে এক অভিনব সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৯ সালে নাসার একটি মহাকাশযানের সঙ্গে তাঁর চিতাভস্ম চাঁদের বুকে পাঠানো হয়। ওই যানটি ইচ্ছে করেই চাঁদের মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়। আজ পর্যন্ত চাঁদের বুকে একমাত্র ইউজিন শুমেকারেরই সমাধি রয়েছে। মৃত্যুর পর হলেও তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল।

বঙ্গবিভূষণ নিয়েও মন ভরল না গ্রেটার প্রধানের

কোন ফুলে নগেন, চর্চা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : একবার তিনি এই ফুলে। আরেকবার ওই ফুলে। দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নগেন রায়ের অবস্থান আসলে কোন ফুলে, সেটাই ভোটের আগে আপাতত উত্তরের রাজনীতিতে চর্চার বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান নেওয়ার দিন থেকে তাঁর তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। তারপর কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বৈঠকে নগেনের অনুপস্থিতি সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছিল। তখন নগেন দাবি করেছিলেন, তাঁকে সেই বৈঠকের কথা জানানো হয়নি। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভায় নাকি তৃণমূল প্রার্থী করেছে নগেন-ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে। এসবের পর যখন মনে করা হচ্ছিল যে, নগেন বোধহয় ঘাসফুলের দিকেই ঝুঁকেছেন, তখনই আবার সবাইকে চমকে নিয়ে তিনি হাজির হলেন পদ্ম শিবিরের বৈঠকে।

শিলিগুড়িতে বিজেপির নির্বাচনি প্রস্তুতি বৈঠকে নগেন রায়। -সূত্রধর

এদিন শিলিগুড়িতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৈঠক ছিল। রবিবার তাতে যোগ দিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন। সেই বৈঠকে দলের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সভাপতি, প্রার্থীদের নির্বাচনি কৌশল বলে দিয়েছে নেতৃত্ব। সেখানে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসাল, রাজ্যের নির্বাচন সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত নেতা বা 'প্রভারি' ভূপেন্দ্র যাদব, সহ প্রভারি মঙ্গল পান্ডে প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে দিব্যি এক মঞ্চে দেখা গিয়েছে নগেনকে। গলায় বিজেপির প্রতীকওয়ালা খাদা ঝুলিয়ে বসেছিলেন তিনি। তাহলে কি নগেনের তৃণমূলের প্রতি মোহ কাটল? নাকি দু'দিকে তাল রাখার চেষ্টা করছেন?

নগেনের বক্তব্য, 'আমি তো বিজেপিরই সাংসদ। বিজেপির বৈঠকে থাকব না তো কি? কারা কী ভাবছে সেটা তাদের বিষয়।' আর শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী তাঁর ঘনিষ্ঠ কি না সেই প্রশ্ন করতেই তিনি রেগে যান। উত্তর আর দেননি।

তবে নগেন যা-ই বলুন না কেন, তিনি কোন নৌকায় পা দিয়ে চলতে চান, তার স্পষ্ট জবাব চান বিজেপি এবং তৃণমূল নেতাদের অনেকেই। নগেন এবং তাঁর অনুগামীরা কার দিকে ঝুঁকবেন, সেটা কি নগেনের স্পষ্ট করে বলার সময় আসেনি?

বিজেপির নেতারা বলছেন, নগেন যদি তৃণমূলের সঙ্গে গোপন সমঝোতা রেখে বিজেপির সঙ্গে সখ্য রাখতে চান তা হলে দলের তা বোঝা উচিত। না হলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ, রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এপ্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'মহারাজ পার্টির তরফে নির্বাচিত হওয়া সাংসদ। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি কার সঙ্গে মিশছেন সে সম্পর্কে বলতে পারব না।'

একই অস্বস্তি তৃণমূলের একাংশের মধ্যেও রয়েছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'কার ঘনিষ্ঠ লোক সেটা জানি না। আমরা হরিহরকে জোড়াফুলের প্রার্থী হিসাবে জানি। বাকিটা দলীয় নেতৃত্ব দেখবে।'

প্রশ্ন তুলছেন উত্তরের আরেক রাজবংশী তথা গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনও। বংশীর বক্তব্য, 'বিজেপি সাংসদ বিজেপির বৈঠকে যেতেই পারেন। তাহলে হরিহরকে নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে তাঁর উত্তর মানুষ কি চাইতে পারেন না?'

> আমি তো বিজেপিরই সাংসদ। বিজেপির বৈঠকে থাকব না তো কি? কারা কী ভাবছে সেটা তাদের বিষয়।
>
> **নগেন রায়**
> বিজেপি সাংসদ

উত্তরবঙ্গ নিয়ে হুমায়ুনের অবস্থানে ধোঁয়াশা

পরাগ মজুমদার

রেজিনগর, ২২ মার্চ : ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। আগেই দলের তরফে জানানো হয়েছিল, ১৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দলীয় প্রার্থীরা। রবিবার, তার মধ্যে ১৫৩ জনের নাম ঘোষণা হল। বেশকিছু চমক থাকলেও উত্তরবঙ্গের কোন কোন আসনে দল প্রার্থী দেবে, সেই প্রশ্নে ধোঁয়াশা জারি থাকল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ুন শুধু বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, রামপুরহাট, করিমপুর, তেহট্ট, মোথাবাড়ি, হরিশ্চন্দ্রপুর সহ একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী দেব আমরা।'

এদিন প্রকাশিত তালিকায় জানানো হয়েছে, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে হুমায়ুনের দলের প্রার্থী নাসরিন মণ্ডল। দলের চেয়ারম্যান তথা ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন মুর্শিদাবাদের দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই আসন দুটি হল, নওদা এবং রেজিনগর। পাশাপাশি এদিন হাইভোল্টেজ আসন নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরে প্রার্থী দিল দল। কলকাতার ভবানীপুর আসনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়বেন পুনম বেগম। অন্যদিকে, অধিকারী-গড় বলে পরিচিত নন্দীগ্রামে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হয়েছেন শহিদুল হক।

এছাড়া কলকাতার মেয়র এবং রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসিন হায়দারকে প্রার্থী করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থেকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দলের 'স্ট্রংহোল্ড' মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ধেক আসনেই এখনও প্রার্থী দিল না হুমায়ুনের দল। রাজ্য রাজনীতির সমঝদার পক্ককেশদের অধিকাংশ মনে করছেন, বামের জোটবার্তা দিতেই হুমায়ুনের এই কৌশলী পদক্ষেপ।

এদিন হুমায়ুন আবার বলেন, 'আমার দল রাজ্যে ১৮২টি আসনেই লড়বে। আসন সংখ্যা কিছুটা বাড়তেও পারে। ২৫ তারিখ বাকি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। এরপর ২৮ তারিখ ইস্তাহার প্রকাশ করবে দল।'

ভবানীপুরে দলের প্রার্থী ঘোষণা

রবিবার তুষারপাতের পরে বদ্রীনাথ মন্দির বরফের সাদা চাদরে ঢেকেছে। উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। -পিটিআই

যাত্রী সহায়তায় সতর্ক রেল

মালিগাঁও, ২২ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী গত ৭ মার্চ গুয়াহাটি স্টেশনে একটি চুরি করা মোবাইল সহ দুজনকে আটক করে জিআরপি-র কাছে হস্তান্তর করে। একই কারণে ১৩ ও ১৫ মার্চ লামডিং স্টেশনে দুজনকে ও ১৪ মার্চ গুয়াহাটি স্টেশনে আরেক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। অন্যদিকে, ৯ মার্চ নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে এক অসুস্থ যাত্রীকে শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৪ মার্চ নিউ জলপাইগুড়ি ইয়ার্ড এলাকায় আহত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ও আরেক যাত্রীকেও নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৭ মার্চ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে অর্ধ-অচেতন এক মহিলা যাত্রীকেও উদ্ধার করা হয় বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে আইএনটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের তরফে অমিত সরকার জানান, এই শিবিরে ৫০ জনের চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক, দিলীপ দাস প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত

কিশনগঞ্জ, ২২ মার্চ : দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান ও স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক তরুণ। রবিবার দুপুরের এই ঘটনা কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের লোনধরা গ্রামের। মৃত তরুণের নাম শচীন সিং (২২)। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই স্কুটার আরোহী মুকেশ কুমার ও রাহুল কুমার কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভ্যানটির ধাক্কায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ই-রিকশাও উলটে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, হতাহত তিনজনই পোঠিয়া ব্লকের বেলগাছি গ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঠাকুরগঞ্জ থানার পুলিশ।

উত্তরের হাহাকারে রাজনীতির উৎসব

প্রথম পাতার পর

যদি তাতে কোনও রাজনৈতিক প্রচারের গন্ধ না থাকে। তাহলে আজ কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত যে হাহাকার, তা নিয়ে কেন এই নীরবতা? রাজনৈতিক দলগুলো কেন রাস্তায় নেমে কমিশনের দরজায় কড়া নাড়ছে না? কেন তাঁরা কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের পথে হাঁটছে না? আসলে সমস্যার মূলে রয়েছে সদিচ্ছার অভাব। ফেসবুক আর এক্স হ্যান্ডেলে দু-চারটে সান্ত্বনা মার্কা ভিডিও পোস্ট করেই তাঁরা নিজেদের দায় সেরেছেন। ভোটের আগে যাঁদের কৃষকদের প্রতি এই অবহেলা, ভোটের পর তাঁরা যে সাধারণ মানুষকে পাত্তাই দেবেন না, তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গের এই বঞ্চনা কোনও নতুন ঘটনা নয়। আজ বুক চিরে প্রশ্ন জাগে—এই মহাবিপর্যয় যদি দক্ষিণবঙ্গের সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রামে হত, তবে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারীরা এভাবেই বোবা সেজে বসে থাকতেন? উত্তরটা আমাদের সবার জানা। দক্ষিণবঙ্গে ফসলের সামান্য ক্ষতি হলেও যেখানে নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসন তটস্থ হয়ে ওঠে, সেখানে উত্তরের কয়েক লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কেন এই বিমাতৃসুলভ আচরণ? উত্তরের নেতারাও আজ নিজেদের আসন রক্ষা করার পাটিগণিত মেলাতে ব্যস্ত। উদয়ন গুহ, গৌতম দেব, শংকর ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, অশোক ভট্টাচার্যরা কোথায়? যাঁরা নিজেদের উত্তরের ভূমিপুত্র বলে দাবি করেন, সেই গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুরি দলের বড় বড় নেতা লুকিয়ে আছেন কেন? কোথায় একইসঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা স্বঘোষিত মহারাজ নগেন রায় বা বংশীবদন বর্মন? ঘরের দরজায় খিল এঁটে তাঁরা কার আশীর্বাদের অপেক্ষায় বসে আছেন? মানুষের এই চরম বিপদের দিনে তাঁদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নীরবতা প্রমাণ করে দেয় যে, তাঁরা জনদরদি নন, বরং স্রেফ এক একজন ক্ষমতার পুতুল।

কৃষক আজ সর্বস্বান্ত। কেউ স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখেছেন, কেউ চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন, কেউ বা ব্যাংকের ঋণের জালে জড়িয়েছেন। একদিকে ফসলে পচন ধরছে, অন্যদিকে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার দাম মিলছে না। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আলুর বস্তার দাম আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাঁড়াশি চাপে পিষ্ট হয়ে চাষি যখন আত্মহত্যার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন আমাদের রাজনেতারা ভোটের জনসভায় একে অপরকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে ব্যস্ত। তাঁদের ভাষণ শুনলে মনে হয়, এই রাজ্যে কৃষকদের কোনও অস্তিত্বই নেই। কৃষকদের তাঁরা কেবল ভোটের পরিসংখ্যান হিসাবেই দেখছেন। ভুলে গিয়েছেন যে কৃষকরা দেশের অন্নদাতা। কিন্তু তাঁদের চোখের জল মোছানোর লোক নেই। নেতাদের মনে রাখা উচিত, রাজনীতির মাঠের চেয়ে চাষির মাঠ অনেক বেশি জরুরি। অপারেশন বর্গা হোক বা সিঙ্গুরের আন্দোলন, কৃষকদের হাত ধরেই, তাঁদের ইস্যুকে সামনে রেখেই কিন্তু বাংলায় বারবার পরিবর্তন এসেছে।

জনপ্রতিনিধিরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের কাছে নয়। জনপ্রতিনিধি হওয়ার আগে 'মানুষ' হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা জরুরি। উত্তরবঙ্গের এই আর্তনাদকে হবু জনপ্রতিনিধিরাও অবহেলার চোখে দেখছেন। প্রত্যেক ভোটপ্রার্থীর উচিত সব রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একত্রিতভাবে কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণের দাবিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করা। নির্বাচন কমিশন ভোট সুষ্ঠুভাবে করার জন্য দু'দিন পরপর সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে। তাদেরও উচিত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দ্রুত সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া। প্রশাসনের বিশেষ দল তৈরি করে অতিদ্রুত সরেজমিনে তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করাও আশুকর্তব্য।

কোন্দল তৃণমূলে

প্রথম পাতার পর

১৯ মার্চ এই কমিটির তালিকা তৃণমূলের ওয়ার্ড কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করা হয়। সেই তালিকা নিয়েই বিতর্ক চরমে উঠেছে। ওয়ার্ডের প্রবীণ নেতা শ্যামল রায়কে নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তবে, কমিটির তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই শ্যামল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখেছেন, 'আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলা হল যে চেয়ারম্যান পদে থাকতে হবে। আমি প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম এটা নির্বাচন কমিটি। কিন্তু সেই বৈঠকে দলের ওয়ার্ড সভাপতি, মহিলা এবং যুব সভাপতি কেউই ছিলেন না। তাই আমি একজন প্রবীণ নেতা হিসাবে এই কমিটিতে থাকতে পারব না।' শ্যামল অবশ্য এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি।

এই কমিটিতে ১৩ নম্বরে কার্তিক কার্জির নাম রয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'নির্বাচন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু এই কমিটি তৈরির বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে ডাকাও হয়নি। তাই আমি এই কমিটিতে থাকতে পারব না। আমার অন্য অনেক কাজ রয়েছে।' গোপাল দাস নামে অপর নেতা লিখেছেন, 'দিদি (কাউন্সিলার) আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। নির্বাচন কমিটি তৈরি করতে হলে আগে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করায় আমার পক্ষে এই কমিটিতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।'

চিকেন নেকে

প্রথম পাতার পর

রক্ষায় বিশেষ বাহিনীও তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ কোঅর্ডিনেশন কমিটি। ডোকালাম বিবাদের পর থেকে এই এলাকার নিরাপত্তা আরও নিশ্ছিদ্র করতে চাইছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। ফলে নতুন গবেষণাগারে তৈরি দেশীয় সরঞ্জামগুলি ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল এবং সিকিমের দুর্গম পাহাড়ি খাঁজে দিনরাত নজরদারির ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন সেনাকর্তারা।

সম্প্রতি সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি ত্রিশক্তি ফ্যাব ল্যাব পরিদর্শন করেন। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বাহিনীর অভিযানের প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়েও দেখেন। কীভাবে গবেষণাগার চিকেন নেকের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা বিশেষজ্ঞরা বুঝিয়ে দেন সেনাকর্তাকে।

এক সেনাকর্তার ব্যাখ্যা, চিকেন নেক এবং সংলগ্ন সিকিম সীমান্তের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অত্যন্ত জটিল। একদিকে যেমন রয়েছে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের সমতল এবং গহিন অরণ্য, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে উত্তর সিকিমের হাড়হিম করা উচ্চতা ও চরম প্রতিকূল আবহাওয়া। বাজার থেকে কেনা সাধারণ নজরদারি সরঞ্জাম অনেকসময়ই এই দুই ভিন্ন এবং চরম আবহাওয়াতে সমানভাবে কাজ করতে পারে না। সেনাবাহিনীর নিজস্ব উৎপাদনের সুবিধার ফলে এখন জওয়ানরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঠিক সেরকমই নকশা তৈরি করতে পারবেন, যা এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে সেরা কাজ দিতে সক্ষম। জওয়ানরা নিজেরাই যেহেতু সীমান্ত পাহারার সমস্যাগুলি সবচেয়ে ভালো বোঝেন, তাই এই গবেষণাগারে তাঁদের তৈরি প্রযুক্তিগত সমাধানগুলিও হবে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং কার্যকরী।

সেনা সূত্রে খবর, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলিও বেশ চমকপ্রদ হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে আকাশপথে পাওয়া ছবি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্লেষণ করে শত্রুসেনার গতিবিধি বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ খুব দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিম যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে জওয়ানদের যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। এর ফলে আসল গোলাবারুদ খরচ না করেই জওয়ানরা যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারবেন। আধুনিক রোবট এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশের ব্যবহার পাহাড়ে নজরদারির সময় জওয়ানদের জীবনের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। ত্রিশক্তি কর্পসের এক আধিকারিক বলেন, 'আধুনিক যুদ্ধ এখন আর শুধু গোলাবারুদ দিয়ে জেতা যায় না। সেখানে প্রযুক্তির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। উত্তরবঙ্গের বুকে প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এই বার্তাই দিচ্ছে যে, শিলিগুড়ি করিডর সহ সমগ্র সীমান্ত এলাকায় শত্রুর যে কোনও অপচেষ্টা রুখে দিতে ভারতীয় সেনা সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর।'

রোমাকে প্রার্থী চেয়ে অবরোধ

প্রথম পাতার পর

রিনার পাশাপাশি রোমাও এই আসনে শাসকদলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। রিনার নাম ঘোষণার পর থেকে কার্যত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। শনিবার অবশ্য তাঁর বাড়িতে রিনা গিয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। এদিন সকালে হতেই সেই সৌজন্যের সুরের তাল কেটেছে।

রিনা অবশ্য বলেছেন, 'আবেগে কেউ কেউ এমনটা করে থাকতে পারেন। ওঁর (রোমার) সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে। হয়তো দল রোমার জন্য আরও ভালো কিছু ভেবে রেখেছে।'

আর বিক্ষোভকারীদের সাফাই, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ভক্ত হলেও স্থানীয় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এমন আন্দোলন করেছি। এতে কাজ না হলে এমন আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ আরও অন্যান্য জায়গা থেকেও হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই তৃণমূল কর্মীরা।

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ এই বিক্ষোভকে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সবাইকে তা মানতে হবে।' এই ঘটনায় উসকানি দেওয়ার আশঙ্কায় পুলিশের সাহায্যও চেয়েছেন তিনি। শাসক শিবিরের এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে কটাক্ষ করে বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর মন্তব্য, 'তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়াই এই বিক্ষোভের কারণ। এই ঘটনা তাঁদের অন্তর্কলহের বহিঃপ্রকাশ।'

শুষ্ক আত্রেয়ী, প্রত্যাশাও শুকিয়ে

প্রথম পাতার পর

যাঁকে জিতিয়েছিলেন, সেই বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়িকে সবাই একবাক্যে ভদ্রলোক বলে মানেন। তবে সবার অভিযোগ, বালুরঘাটের উন্নয়নে তাঁরও উদ্যোগ ছিল না। কামারপাড়া হাটের চায়ের দোকানে চিঙ্গিশপুরের অখিল বর্মন বলেই ফেললেন, 'আমি পদ্মের ভোটার। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, গত পাঁচ বছরে বিধায়ককে আমি দেখিনি।'

চা খেতে ওই দোকানে এসে এমন আলোচনা শুনে বিরক্তই হলেন ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নকশা এলাকার ভজন মণ্ডল। তিনি সরকারি কেন্দ্রে সব ধান বিক্রি করতে না পেরে, কম দামে কামারপাড়া হাটে মহাজনদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর গলায় ঝাঁঝ, 'রাজনীতি রাখুন তো। এই যে মহাজনদের কাছে ধান কমদামে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে- সেই খবর কি কেউ রাখে!'

এবারের ভোটে তৃণমূল স্থানীয় কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষকে প্রার্থী করেছে। ২০১৬ সাল থেকেই বালুরঘাটে তৃণমূলের অনেকে দলীয় প্রার্থীদের ভোট দেন না- কথাটা ওপেন সিক্রেট। বরং সাংসদ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গঙ্গারামপুরে যেতে না দেওয়ার লড়াই মনে রেখেছে বালুরঘাট। কিন্তু তাঁর সামনে কাঁটা কম নয়। যেমন, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কলেজের গণনাকেন্দ্র দখলের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেলা সভাপতি থাকাকালীন তাঁর বিপ্লব মিত্র শিবিরকে কোণঠাসা রাখার স্মৃতিও দলের অনেকের মনে টাটকা। এসব ইভিএম-এ অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাও বাতাসে ভাসছে।

রাজ্যের শাসকদলের এই দুর্বলতাগুলির সুযোগ বিরোধীরা ঘরে তুলতে পারবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। মানুষ কার্যত দ্বিধাগ্রস্ত। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ি বিধায়ক হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশা ছিল চরম। কিন্তু বিধায়ক কোটার নিয়মমাফিক সামগ্রী বিলি বা তহবিল খরচ ছাড়া তাঁর কাছে বালুরঘাট আর কিছু পায়নি বলে অভিযোগ। এই অস্বস্তির মাঝে নতুন প্রার্থী নিয়েও চিন্তা কম নয় বিজেপির।

বাম ঘরানার বিদ্যুৎ রায়কে একদিন আগে দলে জয়েন করিয়ে প্রার্থী করে দেওয়াটা ভালো চোখে নিচ্ছেন না বিজেপির অনেকে। 'বিজেপি হারবে' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের অনেকে প্রকাশ্যে দুয়ো দিচ্ছেন। তৃণমূল ও বিজেপির লড়াইয়ের মাঝে এবার বাম প্রার্থী আটবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলে তরুণ তুর্কি অর্ণব চৌধুরী। তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে অসন্তোষ ও ব্যক্তিগত কুৎসা চর্চার মাঝে অর্ণব ব্যতিক্রম বৈকি। তবে বামেরা ভোট ধরে রাখতে পারবে নাকি এবারেও বামের ভোট রামে যাওয়ার চর্চাও আছে।

নাট্যচর্চার জন্য পরিচিত বালুরঘাটে তৃণমূলের প্রার্থী যেমন নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, তেমনই একটি নাট্যসংস্থার সভাপতি বিদ্যুৎ রায় হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। নাটকের শহরের আবেগকে উসকে ফায়দা তোলার অঙ্ক এর পিছনে আছে বটে, কিন্তু নাট্যদলগুলির আক্ষেপ তাতে দূর হবে- আশা কম। নাট্যকর্মী প্রদোষ মিত্র বলেন, 'নাট্য অ্যাকাডেমির ওয়ার্কশপ অন্য জেলায় হলেও বালুরঘাটে উদ্যোগই নেওয়া হয় না। অত ভালো মানের নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।'

রবীন্দ্র ভবনের বেশি ভাড়া আক্ষেপের আরেক কারণ নাট্যদলগুলির। আত্রেয়ী, নাটক ইত্যাদিতে আবার মন নেই সীমান্ত লাগোয়া হিলির। বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এ অঞ্চলের চিন্তা বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দায়। ত্রিমোহিনীতে দাঁড়িয়ে সজল পাল বলেন, চোরাচালান হোক বা স্থলবন্দরের ব্যবসা- সবেরই বাজার খারাপ।

এলাকায় কর্মসংস্থান নেই। ক্লাস এইটের ছাত্র থেকে বৃদ্ধ- সবাইকে সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়াই যদি ভবিতব্য হয়, তবে ভোট দিয়ে কী লাভ- উত্তর খুঁজছে বালুরঘাট।

আজ অতিরিক্ত তালিকা

প্রথম পাতার পর

প্রথম কলামে বিচারাধীন ব্যক্তিদের পরিচয় থাকবে, দ্বিতীয়টিতে যোগ্য বলে বিবেচিতদের নাম এবং তৃতীয় তথা 'ডিলিটেড' কলামে থাকবে তাঁদের নাম, যাঁদের আবেদন খারিজ হয়েছে। তবে পথ এখানেই শেষ নয়; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের জন্য ট্রাইবিউনালে আবেদনের সুযোগ থাকছে। ইতিমধ্যে ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে, যাঁরা তালিকা প্রকাশের পর থেকেই তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করবেন।

তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে রাজ্যের শীর্ষকর্তারা এদিন নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার উপস্থিতিতে এই বৈঠকে প্রতিটি থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল এদিন আইজি সিআরপিএফ এবং এসটিএফ প্রধানের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সিইও আশ্বস্ত করে বলেন, 'সব আইন মেনেই হচ্ছে। যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা ট্রাইবিউনালে আবার আবেদন করতে পারবেন। তবে যদি কোথাও গণ্ডগোল হয়, তাহলে রাজ্য সরকারই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে কালিম্পং, দার্জিলিং বা ঝাড়গ্রামের মতো জেলায় কোনও বিচারাধীন মামলা না থাকায় সেখানে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হবে না। কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুরের মতো জেলায় বিচারাধীনদের সংখ্যা বিপুল হওয়ায় সেখানে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যে আরও ৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছোবে বলে খবর। নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের আগেই কমিশন বাহিনী সংখ্যা ১৫০০ কোম্পানিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

এদিন পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। ভাঙড়ের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দা ভাঙড় থানা পরিদর্শন করেন। শুধু ভোটের দিন নয়, মনোনয়ন পর্বের আগে থেকেই এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে তিনি নির্দেশ দেন। বিকেলে হেয়ার স্ট্রিট থানা পরিদর্শনে গিয়েও তিনি ছাপ্পাভোটমুক্ত নির্বাচনের ওপর জোর দেন। ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক তথা জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে কমিশন বৈঠকে বসছে।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

২০২৪ সালের ম্যাজিক দেখা যায়নি ২০২৫-এ। টিম হায়দরাবাদের বিস্ফোরক ব্যাটিং ধোপে টেকেনি। মুখ থুবড়ে পড়েছিল একবগ্গা বিগহিটের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি। ২০২৬-এ? উত্তরের জন্য সানরাইজার্স-সমর্থকদের সঙ্গে মুখিয়ে রয়েছে ক্রিকেটমহলও। একইসঙ্গে অপেক্ষা অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানদের ঝড় দেখারও।

অভিষেক-ঈশান বিস্ফোরণের অপেক্ষা

মাঝে আর চারদিন। আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। ২৮ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচ। পর্দা ওঠার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, কার কোথায় দুর্বলতা, খতিয়ে দেখতে আজ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৫-এ ষষ্ঠ

অধিনায়ক : ঈশান কিষান (প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে)

ডিরেক্টর : ড্যানিয়েল ভেত্তোরি **স্পিন বোলিং কোচ :** মুত্থাইয়া মুরলীধরন

বোলিং কোচ : বরুণ অ্যারন

ঘরের মাঠ : রাজীব গান্ধি ক্রিকেট স্টেডিয়াম

প্রথম ম্যাচ : ২৮ মার্চ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

দামি ক্রিকেটার : হেনরিচ ক্লাসেন (২৩ কোটি), প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি)

স্কোয়াড

নিলাম থেকে

লিয়াম লিভিংস্টোন (১৩ কোটি), জ্যাক এডওয়ার্ডস (৩ কোটি), শিবম মাভি (৭৫ লক্ষ)

শক্তি

আগ্রাসী ব্যাটিং : অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষান, হেনরিচ ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডি-ত্রয়ীর ব্যাটিংয়ের ভরপুর রসদ। হায়দরাবাদের 'বল দেখো আর চালাও' ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি আটকানো বোলারদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

অলরাউন্ড দক্ষতা : লিয়াম লিভিংস্টোন, নীতীশ, ব্রাইডন কার্সের পাশাপাশি কয়েক ওভার হাত ঘোরাতে প্রস্তুত অভিষেকও। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে যা গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্বলতা

স্পিন ব্রিগেড : অনভিজ্ঞ ও নড়বড়ে স্পিন ব্রিগেড। অনামি স্পিন-ত্রয়ী জিশান আনসারি, অমিত কুমার, ক্রেনস ফুলেত্রা রয়েছেন দলে। লিভিংস্টোনের লেগব্রেক কতটা ভরসা জোগাবে, উত্তর সময়ের হাতে।

কামিন্সের চোট : প্রথম দিকে বেশ কিছু ম্যাচে অধিনায়কহীন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে বোলিংও বেশ কিছুটা দুর্বল হবে। শূন্যতা পূরণ সহজ হবে না হেডকোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিদের পক্ষে।

এক্স ফ্যাক্টর

লিয়াম লিভিংস্টোন

টি২০ স্পেশালিস্ট ইংরেজ অলরাউন্ডারের উপস্থিতি ভারসাম্য বাড়িয়েছে। স্পিন ভালো খেলারও সুনাম রয়েছে লিভিংস্টোনের। মিডল অর্ডারে যা নির্ভরতা জোগাবে।

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০১৬)
সর্বাধিক স্কোর : ২৮৭/৩, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৯৬, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২০১৯)

২০২৫ আইপিএলে
সর্বাধিক রান : ৪৮৭ হেনরিচ ক্লাসেন, অভিষেক শর্মা ৪৩৯
সর্বাধিক উইকেট : ১৬, প্যাট কামিন্স ও হর্ষল প্যাটেল
সেরা বোলিং : ৪২/৪, হর্ষল প্যাটেল (পাঞ্জাব কিংস)

টিম অ্যানথেম : গো গো গো... অরেঞ্জ আর্মি।
ম্যাসকট : ঈগল

সম্ভাব্য একাদশ : অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষান, হেনরিচ ক্লাসেন, নীতীশ কুমার রেড্ডি, লিয়াম লিভিংস্টোন, হর্ষ দুবে/অনিকেত ভার্মা, ব্রাইডন কার্স, হর্ষল প্যাটেল, জয়দেব উনাদকাত ও জিশান আনসারি।

পন্থ চাপে থাকবে : ডুপ্লেসি

এবার তিন নম্বরে নামবেন ঋষভ

লখনউ, ২২ মার্চ : আইপিএলে আত্মপ্রকাশের পর প্রথম দুই মরশুম প্লে-অফে পৌঁছেছিল তারা। কিন্তু গত দুই বছর জঘন্য পারফমেন্সের জন্য ১০ দলের লিগে সাত নম্বরে শেষ করেছিল লখনউ সুপার জায়েন্টস। হাল ফেরাতে দলের লোগো, জার্সি বদলে ফেলেছে তারা। শুধু তাই নয়, অধিনায়ক ঋষভ পন্থের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে পরিবর্তনের ভাবনা রয়েছে সুপার জায়েন্টস শিবিরে। সব ঠিক থাকলে, আসন্ন আইপিএলে পন্থকে তিন নম্বরে দেখা যাবে।

গত বছর ক্যারিবিয়ান হার্ড হিটার নিকোলাস পুরান লখনউয়ের হয়ে তিন নম্বরে নেমেছিলেন। চারে নামতেন পন্থ। শেষদিকে ঋষভ নিজেকে তিনে তুলে নিয়ে এলেও ততক্ষণে এলএসজি-র প্লে-অফে ওঠার আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার শুরু থেকে তিনে নামতে চলেছেন ঋষভ। ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি সূত্রের দাবি, এই বিষয়ে হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের ছাড়পত্রও পেয়ে গিয়েছেন পন্থ। ফলে ওপেনিংয়ে আইডেন মার্করাম ও মিচেল মার্শের পর তিনে ঋষভকে রেখে টপ অর্ডার সাজাতে চাইছে লখনউ। সেক্ষেত্রে পাঁচে আসবেন নিকোলাস পুরান। তারপর আয়ুষ বাদোনি, আব্দুল সামাদ ও শাহবাজ আহমেদ।

এই প্রসঙ্গে এলএসজি-র একটি সূত্র দাবি করেছে, 'ম্যানেজমেন্টের মতে ঋষভের সেরা জায়গা তিন নম্বরে। ও টপ অর্ডারে নামলে দলের শক্তিবৃদ্ধি হবে। মিডল অর্ডারের নমনীয়তা বাড়বে। পুরান, সামাদদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নামানো যাবে।'

গত বছর লখনউকে ডুবিয়েছিল বোলিং বিভাগ। চোটপ্রবণ মায়াঙ্ক যাদব, আবেশ খান, মহসিন খানরা এবারও গোটা আইপিএল খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, 'ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বোলিং বিভাগ গতবারের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। কম্বিনেশন কী হবে, সেটা আগামী কয়েকদিনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মায়াঙ্ক ফিট। কিন্তু ওর আরও বেশি নেট সেশন দরকার। আশা করি, ও ম্যানেজমেন্টের ভরসার দাম দিতে পারবে।'

গত বছর দলের ব্যর্থতার সঙ্গে ঋষভের পারফরমেন্স নিয়েও সমালোচনা হয়েছিল। একটি শতরান করলেও ১৪ ম্যাচে ১৩৩.১৭ গড়ে ২৬৯ রান মোটেও ঋষভসুলভ নয়। নেটিজেনরা ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, 'ঋষভ আসলে ২৭ কোটি টাকার স্ক্যাম।' গত বছরের ব্যর্থতা এবার ঋষভকে চাপে রাখবে বলে মত প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসির। বলেছেন, 'এবারের আইপিএলে ঋষভ সবচেয়ে বেশি চাপে থাকবে। কিছু প্লেয়ার বিশাল টাকার অঙ্কের চাপ নিতে পারে না। গতবার পন্থের সঙ্গে এটাই হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার চাপ এবার ওর উপর থাকবে। সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাশাপূরণের চ্যালেঞ্জ। এলএসজি ব্যাটিং ভারী দল। দলের বোলিং ব্রিগেডকে পন্থ কীভাবে কাজে লাগায় তা দেখার অপেক্ষায় আছি।'

দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে নিয়ে রামমন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

কোচের পদে হয়তো ম্যাককুলামই

লন্ডন, ২২ মার্চ : ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের হেড কোচের পদে সম্ভবত বহাল থাকছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৪ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তাঁর কোচিং নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, ইসিবি-র পর্যালোচনায় তিনি ছাড়পত্র পেয়েছেন। জানা গিয়েছে, ম্যাককুলামের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন সাদা বলের দলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ব্রুকের মতে, ম্যাককুলাম তাঁর দেখা সেরা কোচ এবং আগামী '২৭ সালের হোম অ্যাসেজ পর্যন্ত তাঁরই দায়িত্বে থাকা উচিত।

নিসকে উড়িয়ে শীর্ষে পিএসজি

প্যারিস, ২২ মার্চ : নিসের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ে লিগ ওয়ানের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে বিপক্ষের রক্ষণ তছনছ করে দিলেও ডেডলক ভাঙতে সময় লাগল ৪২ মিনিট। পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নুনো মেন্ডেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান পিএসজি-র দেজিরে দুয়ে। এই গোলেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয় পিএসজি।

এরপর ৬১ মিনিটে দশজন হয়ে যায় নিস। ৮১ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন দ্রো ফার্নান্ডেজ। চার মিনিট পর কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। এই জয়ের সুবাদে লিগ টেবিলের শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল পিএসজি।

গোলের পর হ্যারি কেন।

কেনের জোড়া গোল

বার্লিন, ২২ মার্চ : হ্যারি কেনের জোড়া গোলের সুবাদে ইউনিয়ন বার্লিনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বুন্দেশলিগা খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। এই জোড়া গোলের ফলে লিগে কেনের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৩১। দলের হয়ে বাকি দুইটি গোল করেন সার্জ গ্যানাব্রি এবং মাইকেল ওলিসে। একাধিক প্রথম সারির খেলোয়াড় ছাড়াই দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ১২ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করল বায়ার্ন।

উইম্বলডনে ভিডিও রিভিউ

লন্ডন, ২২ মার্চ : এবার উইম্বলডনেও আসছে ভিডিও রিভিউ প্রযুক্তি (ভিআরটি)। ২৯ জুন থেকে শুরু হতে চলা এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলোয়াড়রা আম্পায়ারের নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন। তবে 'ইলেকট্রনিক লাইন কলিং' বা ইএলসি-র সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র বল দুইবার বাউন্স করেছে কি না বা খেলোয়াড়ের র‌্যাকেটে ছুঁয়েছে কি না, তা যাচাই করতেই এই ভিডিও রিভিউয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।

সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

ওয়েলিংটন, ২২ মার্চ : লো স্কোরিং ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ১৯ রানে হারিয়ে টি২০ সিরিজে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা। চার ম্যাচ শেষে সিরিজের স্কোরলাইন এখন ২-২। বুধবার সিরিজ নির্ণায়ক পঞ্চম ম্যাচ। টসে জিতে প্রোটিয়ারা এদিন ৫ উইকেটে ১৬৪ রান করে। কোনর এস্টারহুইজেন ৩৬ বলে রেখে এসেছেন ৫৭ রান। জবাবে নিউজিল্যান্ড ১৮.৫ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৩২ রান টিম রবিনসনের। জেরাল্ড কোয়েৎজে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জোড়া উইকেট গিয়েছে প্রেনেলান সুব্রায়েন (১৩/২), কেশব মহারাজ (২২/২) ও ওট্টনিল বার্টম্যানের (৩০/২) দখলে।

সানির সাফাই

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজির পাক ক্রিকেটার কেনার সমালোচনা করে নিজেই বিতর্কে জড়ালেন সুনীল গাভাসকার। সম্প্রতি ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় দুবাইয়ে একটি পাকিস্তানি শোয়ে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে 'ভণ্ডামি'র অভিযোগ ওঠে। এর জবাবে সানি জানান, ওই শোয়ের জন্য তিনি কোনও টাকা নেননি বা দাবিও করেননি। তাঁর সাফ যুক্তি, ভারতীয় টাকা যাতে পরোক্ষভাবে পাক সেনার অস্ত্র কেনায় কাজে না লাগে, সেটাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

দুর্বল মহমেডানকেও গুরুত্ব ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : সাত পয়েন্ট নষ্ট করেই বোধহয়! নাকি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো লিগের দুর্বলতম দলের মোকাবিলায় জয় নিশ্চিত বলেই এতটা বিনয়ী?

ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ এখন শূন্য পয়েন্টে থাকা মহমেডানকেও আর হালকাভাবে নিতে নারাজ। হতে পারে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে এখন বুঝতে পারছেন, এতে লাভের লাভ কিছু হয়নি। উলটে সাত-সাতটা পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে। আবার এও হতে পারে, মহমেডান ম্যাচ বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে তাঁর দল জিতবেই। তাই প্রতিপক্ষকে যে তাঁরা হালকাভাবে নিতে নারাজ, এটাই বোঝাতে বাড়তি উদ্যোগ। মহমেডান এখনও পর্যন্ত একটা পয়েন্টও পায়নি। এহেন দলের বিপক্ষে জয়ে ফিরতে সুবিধা হবে কিনা জানতে চাইলে তাই অস্কারের অতিবিনয়ী উত্তর, 'আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে আমরা যখন খেলি তার আগে ওরাও শূন্যই ছিল। মহমেডানও কিন্তু প্রথম পয়েন্ট পেতে নিজেদের সেরাটাই দেবে। তবু আমাদের কাছে সোমবার ম্যাচ জিতে উপরের দিকে ওঠার এটাই সেরা সুযোগ। ম্যাচের শেষদিকে মনসংযোগ নষ্ট করা যাবে না। এই ম্যাচের আগে দুটো দিন অতিরিক্ত পেয়েছি। আসলে দলে চোট-আঘাত ছিল, কিক-অফের সময় নিয়ে সমস্যা ছিল। এসবের থেকে দল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।'

কলকাতার এই দুই দলের মধ্যে ২৫৯ নম্বর ম্যাচ হতে চলেছে সোমবার। যাকে ইস্টবেঙ্গল মিডিয়া ম্যানেজার এসেই 'কলকাতা ডার্বি' বলে আখ্যা দিলেন। একই কথা শোনা গেল মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর মুখেও। কিন্তু ঘটনা হল, এই ম্যাচকে কি আদৌ আর ডার্বি বলা যায়? শব্দটা এসেছে ঘোড়ার রেস থেকে। বড় রেসের সেরা দুই ঘোড়ার দৌড়কে ডার্বি বলা হয়। মহমেডান তো এখন যে কোনও টুর্নামেন্টেই শেষস্থান পাকা করে ফেলেছে। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থাও খুব যে ভালো, তা বলা যায় না। তবু ওই চিরকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা মাথায় রেখেই হয়তো শব্দের মাধ্যমে খানিকটা সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। দুই দলের শক্তি বিচার করলে অবশ্যই কয়েক মাইল এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। ছয় বিদেশির মধ্যে পাঁচজনই ফিট। এই ম্যাচে কেভিন সিবিল্লে না থাকলেও তারতম্য হওয়া উচিত নয়। মেহরাজও বলে ফেললেন, 'আসলে বিদেশিরাই তো পার্থক্য গড়ে দেয়। আমার দলে তো একজনও বিদেশি নেই। সেখানে ওদের এতগুলো বিদেশি।'

মহমেডানের অবস্থা 'দিন আনি দিন খাই'-এর থেকেও খারাপ। যাঁরা সামান্য খেলছেন, তাঁদের মধ্যে হিরা মণ্ডল ও ইসরাফিল দেওয়ান চোটের জন্য অনিশ্চিত। ইস্টবেঙ্গলে কেভিন ছাড়া দলে অনিয়মিত রেমসাঙ্গার চোট। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সমস্যার নাম তো এই সব নয়! তাদের আসল সমস্যা কোচ নিজেই, কর্তারাও এবং সাজঘরের পরিবেশ। যার ফলে মনসংযোগ এবং ফোকাস নষ্ট হচ্ছে প্রতিবারের মতোই নিয়মকরে। যদিও এসব মানতে নারাজ অস্কার। তিনি এদিন আবার এই সবকে 'বানানো গল্প' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

এই ম্যাচ হারলে মেহরাজের চাকরি না যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। কারণ তাঁর মতো বিনা পয়সার কোচ সাদা-কালো কর্তারা আর পাবেন না। কিন্তু জিততে না পারলে ফের চাপের মুখে পড়বেন অস্কার। আর জিতে গেলে আপাতত ঝামেলা কমবে ম্যানেজমেন্টের। কারণ আবার খারাপ ফল না হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে ক্লাব কর্তারা চুপ করেই থাকতে বাধ্য হবেন।

অনুশীলনে দলকে নির্দেশ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। রবিবার।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যান কোড অ্যাপে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেহরাজের দলও

হালকা মেজাজে লাল-হলুদ শিবির

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২২ মার্চ : একটি দলের কাছে খেতাবি দৌড়ে টিকে থাকার লড়াই। আরেকটি দলের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। সোমবার ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ডার্বির আগে এমন অবস্থা দুই দলের।

মহারণের আগে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল নিজেদের চাপমুক্ত দেখানোর চেষ্টা করে গেল। অনুশীলনে বেশ হাসিখুশি মেজাজে দেখা গেল লাল-হলুদ শিবিরকে। নবাগত বিদেশি অ্যান্টন সোর্জবার্গকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মজা করতে দেখা গেল। কিন্তু ভিতরের চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্য। কিন্তু এদিনও সংবাদ কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন দলের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। বোঝাই যাচ্ছে, বাইরে চাপমুক্ত দেখানোর চেষ্টা করলেও আদপে বেশ চাপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

প্রতিপক্ষ মহমেডান চারটি ম্যাচে হারলেও প্রতিটি ম্যাচেই নিজেদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে লড়াই করেছে। মরশুম শুরুর আগে মহমেডানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল মিগুয়েল ফিগুয়েরাদের। কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কথাতেই স্পষ্ট, মহমেডানকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'বিদেশি না থাকলেও মহমেডানের ভারতীয় ফুটবলাররা ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। অমরজিৎ সিং কিয়াম, মহিতোষ রায়, ইসরাফিল দেওয়ানরা ভালো খেলোয়াড়। এই ম্যাচটাকে সহজ ভাবলে ভুল হবে। খুব কঠিন একটা ম্যাচ হতে চলেছে।' কোচের সুরে সুর মিলিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের দুর্গপ্রহরী প্রভসুখান সিং গিল। তাঁর কথায়, 'এবারের লিগে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। শুধু আমরাই লিগে পয়েন্ট নষ্ট করলেও খেতাবি লড়াইয়ে রয়েছি। মহমেডানের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে নামব।'

উলটোদিকে লিগে সবার শেষে থাকা মহমেডানের সামনে লিগ থেকে নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই। আবার হারানোরও কিছু নেই। তবে এই ম্যাচটা তাদের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আচমকা ছন্দহীন হয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আইএসএলে প্রথম পয়েন্ট পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সাদা-কালো শিবির। অনুশীলনের শুরুতেই মহিতোষের সঙ্গে একান্তে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। পরে অনুশীলনেও দেখা গেল বেশ সিরিয়াস মুডে রয়েছেন মহমেডান কোচ। কোনও পরিস্থিতিতেই আক্রমণাত্মক ফুটবল দর্শন থেকে পিছু হটছেন না তিনি।

ডার্বির আগে হিরা মণ্ডলের চোট নিয়ে সংশয় থাকলেও অনুশীলনের পর এই ডিফেন্ডার কিন্তু নিজেই জানিয়েছেন তিনি ফিট। হিরার কথায়, 'আজকে পুরোদমে অনুশীলন করেছি। কোনও সমস্যা নেই।' নিজের প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও বাড়তি আবেগ দেখাচ্ছেন না তিনি। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'আমি এখন মহমেডানকে নিয়েই ভাবছি। ইস্টবেঙ্গল ভালো দল। তবে আমরাও লড়াই করব।'

এখন ডার্বিতে শেষপর্যন্ত কে বাজিমাত করে সেটা দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

ইস্টবেঙ্গলকে থামাতে তৈরি হচ্ছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলরক্ষক পদম ছেত্রী (উপরে)। আক্রমণে লাল-হলুদ শিবিরের ভরসা ইউসেফ এজেজ্জারি।

> এবারের লিগে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। শুধু আমরাই লিগে পয়েন্ট নষ্ট করলেও খেতাবি লড়াইয়ে রয়েছি। মহমেডানের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে নামব।
>
> -প্রভসুখান সিং গিল
> ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক

> আমি এখন মহমেডানকে নিয়েই ভাবছি। ইস্টবেঙ্গল ভালো দল। তবে আমরাও লড়াই করব।
>
> -হিরা মণ্ডল
> মহমেডানের ডিফেন্ডার

প্রাক্তনদের আস্ফালন সার, দর্শকশূন্য পিএসএল

লাহোর, ২২ মার্চ : পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বড়াইয়ের কোনও অন্ত ছিল না। সুযোগ পেলেই তাঁরা সংবাদমাধ্যমে গলা ফাটিয়ে দাবি করতেন, গুণগত মান এবং বোলিংয়ের দিক থেকে ভারতের আইপিএলের চেয়ে নাকি অনেক এগিয়ে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। কিন্তু বাস্তব যে কতটা রুক্ষ এবং কঠিন, তা এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে পাক বোর্ড (পিসিবি)। একদিকে যখন ভারতে কোটিপতি লিগ আইপিএলের প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন চরম দৈন্যদশায় কার্যত হাঁটু গেড়ে বসল পিএসএল। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং জ্বালানি সংকটের জেরে এবার ফাঁকা গ্যালারিতে, দর্শকহীন অবস্থায় আয়োজিত হতে চলেছে পিএসএল ২০২৬। শুধু তাই নয়, আইপিএলের কোটি টাকার হাতছানিতে পিএসএল ছেড়ে কার্যত পালাচ্ছেন একের পর এক বিদেশি তারকা।

২৬ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে পিএসএল, ফাইনাল ৩ মে। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বড় ধাক্কায় বিপর্যস্ত পিসিবি। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে বিশ্বজুড়ে যে তেল সংকট তৈরি হয়েছে, তার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতিতে। জ্বালানি বাঁচাতে পাক প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অকারণে বাইরে বেরোতে কড়া নিষেধ করেছেন। স্কুল বন্ধ, চলছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। এই চরম ডামাডোলের মধ্যে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, উইন্ডো না থাকায় টুর্নামেন্ট বাতিল করা সম্ভব নয়, তাই দর্শকশূন্য গ্যালারিতেই ম্যাচ হবে। জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে। ৬টি শহরের বদলে শুধু লাহোর এবং করাচিতেই গুটিয়ে আনা হয়েছে গোটা টুর্নামেন্ট। পেশোয়ারের মতো শহর ম্যাচ আয়োজনের অধিকার হারিয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের টিকিটের লোকসানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিলেও, টুর্নামেন্টের জৌলুস যে একেবারে তলানিতে ঠেকল, তা বলাই বাহুল্য।

তবে পিসিবি-র সবচেয়ে বড় লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আইপিএল। টাকার ঝনঝনানি আর গ্ল্যামারের কাছে পিএসএল যে স্রেফ নস্যি, তা প্রমাণ করে লিগ শুরুর মুখেই পাক টুর্নামেন্ট ছাড়ছেন বিদেশি তারকারা। জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানি এবং শ্রীলঙ্কার দাসুন শনাকা ইতিমধ্যেই পিএসএলের চুক্তি ছুড়ে ফেলে আইপিএলের টাকার থলিতে ডুব দিয়েছেন। এছাড়া গুডাকেশ মোতি, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ওটনিল বার্টম্যান এবং স্পেনসার জনসনরাও 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে পিএসএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আসল কারণটা যে আইপিএল এবং ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের নিরাপত্তা, তা বুঝতে ক্রিকেট বোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন নেই। মুখরক্ষার্থে নকভি আইপিএলে যোগ দেওয়া এই পলাতক ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা এবং নির্বাসনের হুমকি দিয়েছেন। নকভির মরিয়া দাবি, আইপিএলের সঙ্গে সূচির সংঘাত নাকি তাঁদের কাছে কোনও বড় বিষয়ই নয়! কিন্তু তাঁর এই দাবি যে কতটা হাস্যকর, তা টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **পুবাই** : আমাদের পুবাই সোনা আজ তোমার শুভ জন্মদিন। তোমাকে অনেক শুভকামনা ও শুভেচ্ছা জানাই। ভালো থেকো। **দাদাই ও দিয়া**। রায়গঞ্জ।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন শুরু করে দিলেন ক্যামেরন গ্রিন। ছবি : ডি মণ্ডল

ওয়াটসনের ক্লাসে বাধ্য ছাত্র গ্রিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মন্তব্য কি তাঁর কানে গিয়েছে? তিনি কি জানেন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে প্রত্যাশার চাপের কথা? তিনি কি আন্দ্রে রাসেলের আদর্শ উত্তরসূরী হতে পারবেন?

তিনটি প্রশ্নেরই আপাতত জবাব নেই। জবাব আগামীদিনে পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু তার আগে যাঁকে নিয়ে এত কথা, আলোচনা, জল্পনা-সেই ক্যামেরন গ্রিন এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। গতকাল রাতে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এমন দিনে সিটি অফ জয়তে পা রাখেন গ্রিন, যেদিন আইপিএল থেকেই ছিটকে যান আকাশ দীপ। তাঁর বিকল্প নিয়েও যেমন নাইট শিবিরে তুমুল জল্পনা, ঠিক তেমনই গ্রিনকে নিয়েও আগ্রহ।

আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ আজিঙ্কা রাহানে, ফিন অ্যালেনদের সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হলেন গ্রিন। নাইট জার্সি গায়ে প্রথমবার। মাঠে ঢুকেই কিছুটা সময় শারীরিক কসরত সেরে নিলেন। তারপরই কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে মিনিট পাঁচেকের আলোচনা। সেই আলোচনার পর গ্রিন হাজির হলেন ফিল্ডিং অনুশীলনে। ক্যাচ প্র্যাকটিসের কাজটাও সেরে ফেললেন। তারপরই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বল হাতে নেটে ঢুকলেন গ্রিন। ঝলসে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব। নাইটদের মূল নেট ও পাশের নেট মিলিয়ে অন্তত ১৬টি ডেলিভারি করলেন। তার মধ্যে কেকেআর ব্যাটিংয়ের বড় ভরসা তকমা পেয়ে যাওয়া অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে বোল্ডও করলেন।

বোলিং শেষে গ্রিন ঢুকে গেলেন ইডেনের সাজঘরে। মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরলেন ব্যাট-প্যাড পরে। ঢুকে গেলেন নেটে। নিতে শুরু করলেন থ্রো ডাউন। দ্রুত সেখানে হাজির হলেন নাইটদের সহকারি কোচ শেন ওয়াটসন। তাঁর নজরদারিতে শুরু হল গ্রিনের ব্যাটিং চর্চা। প্রথমে থ্রো ডাউন, পরে মূল নেটে জোরে বোলার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে সারলেন অনুশীলন। আর তার মাঝে দলের সহকারি কোচ ওয়াটসনের দরবারে বারবার ডাক পড়ল তাঁর। কেকেআরের অন্দরের খবর, নিলামের আসর থেকে ২৫.২০ কোটি টাকার বিনিময়ে গ্রিনকে দলে নেওয়ার সময় ওয়াটসনের পরামর্শও নেওয়া হয়েছিল। সেই ওয়াটসনকে আজ রাতের ইডেনে বারবার দেখা গেল গ্রিনের সঙ্গে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে কথা বলতে। মোবাইলে ওয়াটসন বিশেষ কিছু একটা বারবার দেখাচ্ছিলেন গ্রিনকে। বাধ্য ছাত্রের মতো সব শুনছিলেন অজি তারকা। ফের নেটে ঢুকে ডুবে যাচ্ছিলেন ব্যাটিং সাধনায়।

দ্রে রাসের উত্তরসূরী গ্রিন হতে পারবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে মর্নিং শোজ দ্য ডে, এই আপ্তবাক্য মানতে হলে গ্রিন নাইটদের মসিহা হতেই হাজির হয়েছেন। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'রোর ২৬' অনুষ্ঠানে ব্যাটার ডোয়েন ব্রাভো। উইকেটকিপিংয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাইয়ে রবিবার।

চিপকে সঞ্জু-দুবেদের সংবর্ধনা দিলেন মাহি

চেন্নাই, ২২ মার্চ : রবিবারের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম। সুরেশ রায়না, ম্যাথু হেডেন, মাইক হাসিরা ফের একবার হলুদ জার্সিতে মাঠে হাজির। প্রাক্তন তারকাদের পাশাপাশি রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মতো বর্তমানরা। প্রাক্তন-বর্তমান সমারহে নস্টালজিক চেন্নাই সুপার কিংস সমর্থকরা।

কিন্তু চেন্নাই সমর্থকরা তাদের সমস্ত আবেগ জমিয়ে রেখেছিল তাদের প্রিয় 'থালা' মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্য। প্রাক্তন অধিনায়ক মাঠে নামতেই জনতার গর্জনে কেঁপে উঠল গোটা চিপক। এক ধাক্কায় সব প্রচারের আলো কেড়ে নিলেন ঝাড়খণ্ডের ৪৪ বছরের তরুণটি। এদিন 'রোর ২৬' নামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল চিপকে। যেখানে চেন্নাইয়ের প্রাক্তনদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন বর্তমান সিএসকে তারকারা। অধিনায়ক রুতুরাজে বলে যখন ছয় মেরে গ্যালারিতে পাঠালেন হাসি, তখন উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে মাহি।

সদ্য টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দুই তারকা সঞ্জু স্যামসন ও শিবম দুবেকে সংবর্ধনা জানায় সিএসকে। সংবর্ধনা দেন স্বয়ং ধোনি। পাশাপাশি মাহির হাত দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রেকেও সংবর্ধনা জানায় সিএসকে।

'রোর ২৬' অনুষ্ঠানে প্রথমবার 'হল অফ ফেম' চালু করল চেন্নাই সুপার কিংস। যেখানে জায়গা পেয়েছেন দুই প্রাক্তন তারকা ম্যাথু হেডেন ও সুরেশ রায়না। এই মরশুমেও দলের অধিনায়কত্ব সামলাবেন রুতুরাজ। সঞ্জুকে দলে নেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল ধোনি হয়তো ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে আসবেন। উইকেটের পিছনে সঞ্জুকে দেখা যাবে। কিন্তু এদিন সিএসকে-র অনুশীলনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, উইকেটের পিছনে মাহিকেই হয়তো দেখা যাবে। ৩০ মার্চ রাজস্থানের বিরুদ্ধে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করছে চেন্নাই।

বিশ্বজয়ী সঞ্জু স্যামসনকে সংবর্ধনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক মাহির।

কষ্টার্জিত জয়ে আরও এগোল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২২ মার্চ : গত অগাস্টে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে মরশুমে প্রথমবার পয়েন্ট খুইয়েছিল বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে ফিরতি লেগে তিন পয়েন্ট এল ঠিকই। তবে তার জন্য বেশ কাঠখড় পোহাতে হল হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে।

এদিন ম্যাচের শুরুর দিকে বার্সাকে বেশ চাপে রাখে ভায়েকানো। একেবারে শুরুতেই রায়ো ফুটবলারের একটি হেড অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া। বার্সেলোনার ফুটবলারদের বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তারমধ্যেও ২৪ মিনিটে জোয়াও ক্যান্সেলোর নিখুঁত ক্রসে হেড করে গোল করেন রোনাল্ড আরাউহো। সেই গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়।

গোলের সেলিব্রেশন বার্সেলোনার রোনাল্ড আরাউহোর।

উলটোদিকে গোল হজমের দমে না গিয়ে পালটা চাপ তৈরির চেষ্টা করল রায়ো ভায়েকানো। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিকবার গোলের সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু প্রতিবারই গোলের নীচে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান গার্সিয়া। চারটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন তিনি। বার্সা আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করলেও বারবার কড়া মার্কিংয়ের মধ্যে পড়ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। রাফিনহা সুযোগ পেলেও ফিনিশিংয়ে ব্যর্থ। তাঁর একটি শট ক্রসবারেও প্রতিহত হয়।

এই জয়ের সুবাদে ২৯ ম্যাচে ২৪ জয় ও এক ড্রয়ে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল বার্সেলোনা।

মুম্বইয়ে দলে যোগ দিতে পারেন পাথিরানা

আজ কলকাতায় পা রাসেল-নারায়ণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : মরশুম শুরুর আগেই একের পর এক ধাক্কা। চোটে হাসপাতাল কলকাতা নাইট রাইডার্স বোলিং। সমস্যা কীভাবে, কবে মিটবে- কারও জানা নেই।

এমন অবস্থায় রবিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের অনুশীলনের মাঝে অনেকগুলি দিক সামনে এসেছে। এক, সোমবার রাতে ত্রিনিদাদ থেকে আমস্টারডাম হয়ে মুম্বই পৌঁছে যাচ্ছেন সুনীল নারায়ণ, রোভমান পাওয়েলরা। মুম্বই থেকে আগামীকাল রাতেই কলকাতায় হাজির হবেন তাঁরা। সঙ্গে থাকছেন নাইটদের নয়া পাওয়ার হিটিং কোচ আন্দ্রে রাসেলও। দুই, চোট নিয়ে যাবতীয় উদ্বেগ ও জল্পনা কাটিয়ে কেকেআরের শ্রীলঙ্কান তারকা মাথিশা পাথিরানাও চলতি মাসের শেষের দিকে দলে যোগ দিচ্ছেন। নাইটদের অন্দরের খবর, কলম্বো থেকে মুম্বই পৌঁছে নাইট শিবিরে পাথিরানা যোগ দেবেন ২৯ মার্চ প্রথম ম্যাচের আগে। তারপর দলের সঙ্গে থেকেই পাথিরানার শেষ পর্বের রিহ্যাব চলবে বলে খবর।

২৯ মার্চ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করছে কেকেআর। সেই ম্যাচে দলের বোলিং আক্রমণ নিয়ে চলছে জল্পনা। হর্ষিত রানাকে নিয়ে সরকারি ঘোষণা না হলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না, ধরে নিয়েছে কেকেআর শিবির। আকাশ দীপ ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন। এমন অবস্থায় নাইটদের অন্দরমহল থেকে দুইটি খবর সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যার ইডেনে নির্ধারিত থাকা কেকেআরের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচের পর আকাশের পরিবর্তের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। রাতের দিকের খবর আকাশের পরিবর্ত হতে পারেন বিদর্ভের বাঁহাতি পেসার সৌরভ দুবে। তবে হর্ষিতের বিকল্পের নাম ঘোষণা এখনই হবে না। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মেডিকেল টিম এখনও হর্ষিতকে নিয়ে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত জানায়নি। এমন অবস্থায় নাইট শিবির অনেকটাই নির্ভর করে রয়েছে দুই রহস্য স্পিনারের উপর। নারায়ণ আগামীকাল কলকাতায় পা রাখছেন। আর দিন দুয়েক আগেই কলকাতায় হাজির হওয়া বরুণ চক্রবর্তী আসন্ন আইপিএলের আগে ডুব দিয়েছেন অতীতে। ২০২১ সালে করোনার কারণে স্থগিত হয়েছিল আইপিএল। সেই সময় কেকেআরের বরুণ ছিলেন প্রথম ক্রিকেটার, যিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। করোনা হওয়ার পর তিনি মৃত্যুর অভিশাপও পেয়েছিলেন বলে আজ নাইটদের সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন বরুণ।

পরে তিনি চ্যাম্পিয়নের মতো ফিরেও এসেছিলেন। দায়িত্ব নিয়েছিলেন দলের বোলিংয়ের। এবারও বরুণ ম্যাজিকের দিকে তাকিয়ে নাইট সমর্থকরা।

কুরানের পরিবর্ত শনাকা

জয়পুর, ২২ মার্চ : চোটের জন্য আগেই আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের স্যাম কুরান। এবার তাঁর পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার দাসুন শনাকাকে দলে নিল রাজস্থান। লঙ্কান তারকা পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে খেলছিলেন।

ইতিমধ্যে শনাকা দল ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন লাহোর কালান্দার্সকে। তারাও চটজলতি স্যাম কুরানের পরিবর্ত হিসেবে বেছে নিয়েছে অজি অলরাউন্ডার ড্যানিয়েল স্যামসকে। গত মরশুমে চেন্নাই সুপার কিংসে খেলা স্যাম এই বছর জার্সি বদল করে রাজস্থানে এসেছিলেন। কিন্তু চোটের কারণে মরুশহরের দলটির হয়ে মাঠে নামা হল না তাঁর। তবে কুরানের পরিবর্ত শনাকাকে নিয়ে বেশ আশাবাদী রাজস্থান ম্যানেজমেন্ট। সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে মরিয়া বাংলাদেশ

ঢাকা, ২২ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের সময়ের ভারতবিরোধী অবস্থান এখন অতীত। বরং ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে এই বছরের মতো সিরিজ বাতিল করতেও রাজি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ভারতের সঙ্গে সিরিজটি অবশ্য গত বছরই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। সেই সিরিজের তিন ওডিআই বাংলাদেশ বোর্ড রেখেছে ১-৬ সেপ্টেম্বর। টি২০ সিরিজ ফেলা হয়েছে ৯-১৩ সেপ্টেম্বর। এই সময়ই আইরিশদের বিরুদ্ধে খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। যদিও সেই সিরিজ না খেলে তারা ভারতের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী। আয়ারল্যান্ড

বাতিল আয়ারল্যান্ড সিরিজ

জানিয়ে দিয়েছে এই বছর আর সেই সিরিজ আয়োজন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ বোর্ডের কর্তা বলেছেন, 'সেপ্টেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ ঠিক হওয়ার পরই আমরা আয়ারল্যান্ডকে জানিয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার। ওরা জানিয়েছে এই বছর আর সিরিজ আয়োজন করতে পারবে না।'

এদিকে, বাংলাদেশ বোর্ড নতুন নির্বাচন কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত বোর্ড কর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নির্বাচক বাছাই করতেন। এবার আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। চারজনের নির্বাচক কমিটির প্রধান হওয়ার দৌড়ে প্রাক্তন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার এগিয়ে রয়েছেন।

অনূর্ধ্ব-২৩ দল ঘোষিত

কলকাতা, ২২ মার্চ : চলতি মাসের শেষদিকে তাজিকিস্তান ও ভুটানের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। সেই ম্যাচের জন্য রবিবার ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ভারতের কোচ নৌশাদ মুসা। মোহনবাগান থেকে ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন প্রিয়াংশ দুবে, দীপেন্দু বিশ্বাস ও সুহেল আহমেদ বাট। মহমেডানের থকচোম অ্যাডিসন সিং ও লালথানকিমাকে ডাকা হয়েছে। এছাড়াও ওড়িশা এফসি-তে খেলা বাঙালি ডিফেন্ডার শুভম ভট্টাচার্য দলে রয়েছেন। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২৮ মার্চ ভুটানের বিরুদ্ধে।

ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেটের পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ও প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের পুরস্কার রবিবার সন্ধ্যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে তাদের দপ্তরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ গড়ে তুলে দেওয়া হয়। সুপার ডিভিশনে জিটিএস ক্লাব চ্যাম্পিয়ন, আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ রানার্স ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে। সেরা ব্যাটার ও বোলার হিসেবে যথাক্রমে অগ্রগামী সংঘের চন্দন সিং এবং বিজয় শর্মা পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রতিশ্রুতিবান ক্রিকেটারের পুরস্কার গিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের দিব্যাংশ শর্মার দখলে। প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে তরুণ তীর্থ। তবে পূর্ব ঘোষণামতোই দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব রানার্স ট্রফি নিতে আসেনি। পুরস্কার তুলে দেন পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার, সহকারী ক্রিকেট সচিব উত্তম চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সচিব রানা দে সরকার প্রমুখ।

বাইচুং ভুটিয়াকে 'দীপক জ্যোতি' সম্মান তুলে দিচ্ছেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কলকাতায় ধনধান্য অডিটোরিয়ামে রবিবার।

'দীপক জ্যোতি' বাইচুং, ঋতুপর্ণা

ক্লাব-লগ্নিকারীর মধ্যে দূরত্ব কমানোর পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিটা ম্যাচই এখন ফাইনাল। বক্তা বাইচুং ভুটিয়া। একইসঙ্গে দলের সাফল্যের স্বার্থে ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থার মধ্যে দূরত্ব কমানোর পরামর্শ দিচ্ছেন পাহাড়ি বিছে।

লিগ টেবিলে খাদের কিনারার দাঁড়িয়ে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থার মধ্যে দূরত্ব যে বেড়েছে তাও এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই জায়গা থেকে ব্রুজোঁর দলের পক্ষে খেতাব জয় সত্যিই কি সম্ভব? বাইচুং জানিয়েছেন, অসম্ভব নয়, তবে কাজটা কঠিন। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল এই মুহূর্তে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তাতে আর পয়েন্ট নষ্ট করার কোনও সুযোগ নেই। এখন একটা ড্র-ও লাল-হলুদের খেতাব জয়ের পথটা আরও কঠিন করে দেবে। যেটুকু সম্ভাবনা রয়েছে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।'

বাইচুং আরও বলেছেন, 'প্রতিটা ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার তবু একটা আশা রয়েছে। না হলে প্রথম তিনে থাকাও কঠিন।' ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও দলের সব খোঁজ খবরই রাখেন তিনি। তাঁর কথায় উঠে এল এই মরশুমের দল গঠন থেকে ক্লাবের অন্দরের অনেক কথাই। লাল-হলুদের সাফল্যের স্বার্থে বাইচুংয়ের পরামর্শ, দূরত্ব মিটিয়ে নিক ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি। পাহাড়ি বিছের সোজাসাপটা বক্তব্য, 'ইস্টবেঙ্গলের যে দলটা আইএসএলে খেলছে আর ময়দানের ক্লাবের মধ্যে একটা বড় দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব দুই পক্ষকে এক ছাতার তলায় আসতে হবে।'

রবিবার ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নব রূপকার দীপক (পল্টু) দাসের ২৫তম প্রয়াণ বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে এদিন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের 'দীপক জ্যোতি' সম্মান দেওয়া হয়। সম্মানিত করা হয় প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র, শিক্ষাবিদ সমিত রায় ও চিকিৎসক রাজা ধরকে।

সেরা রয়েস স্টার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : রয়েস ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হল রয়েস স্টার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ২০ রানে রয়েস জেমসকে হারিয়েছে। স্টার্স প্রথমে ৪ ওভারে ৩৯ রান তোলে। জবাবে জেমস ১৯ রানে আটকে যায়।

জয়ী বীরপাড়া, শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে রবিবার বীরপাড়া কলেজ ৮ উইকেটে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে শিলিগুড়ি কমার্স ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ৮০ রান করে। তাদের সর্বাধিক ১৮ রান শুভঙ্কর পুরোকায়স্থ ও হৃষীকেশ সরকারের। সংযোগ ভগৎ ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করেছেন রোহন ধোবি (৯/২) ও সুমিত গোয়েল (১৬/২)। জবাবে বীরপাড়া ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়। রাকেশ থাপা ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন। অভীক বিশ্বাস ২৮ রানে নেন ২ উইকেট।

শিলিগুড়ি কলেজ ৪ উইকেটে জিতেছে ইসলামপুর কলেজের বিরুদ্ধে। টসে জিতে ইসলামপুর ১৬.২ ওভারে ১০৩ রানে অল আউট হয়। অর্ক দাসের অবদান ৩৩ রান। নীতিন মল্লিক ৬ ও রোহিত চক্রবর্তী ৭ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেছেন চিরঞ্জীবি রায়ও (১০/২)। জবাবে শিলিগুড়ি কলেজ ১২.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় অপরাজিত থাকেন ৬২ রানে। সরতাজ আলম ৩৩ রানে ২ উইকেট নেন। সোমবার খেলবে বিরসা মুন্ডা কলেজ-এপিসি রায় কলেজ ও সূর্য সেন কলেজ-জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজ।

চ্যাম্পিয়ন পাপিয়া, শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : সূর্যনগর ফ্যান্সি ইয়ুথ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার তৃতীয় বর্ষ জেলা প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার বিভাগে রবিবার চ্যাম্পিয়ন হলেন পাপিয়া বিশ্বাস। রানার্স হয়েছেন সঞ্জয় সরকার। এই বিভাগের বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট সঞ্জীব রায় ও সাগর কবিরাজ। জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শুভম দাস। রানার্স হয় পৃথ্বী সাহা। বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট অনিরুদ্ধ লাহিড়ি ও অমিত রক্ষিত। পুরস্কার তুলে দেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, ক্লাবের সচিব টিঙ্কু দত্ত, মুখ্য পরামর্শদাতা সঞ্জীব দে, ক্রীড়া সচিব লিটন বিশ্বাস, জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহ সভাপতি সুপ্রিয়া সেন মজুমদার, সচিব সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ।

জেলা ক্যারমে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে অতিথি ও কর্মকর্তারা।

তরাইয়ের বার্ষিক ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন শান্ত, রিঙ্কি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের ১৮তম বার্ষিক ক্রীড়ায় ছেলেদের ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ারের শান্ত সিংহ। মেয়েদের ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি আরএস-এর রিঙ্কি সরকার। এছাড়া ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে সেরা হয়েছে আলিপুরদুয়ার সবুজ ডুয়ার্সের রাজ পাসোয়ান ও নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক অ্যাকাডেমির নিকিতা বারই (অনূর্ধ্ব-১৮), টিম টাইগারের শানু রায় ও নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিকের বিপাশা বিশ্বাস (অনূর্ধ্ব-১৬), নীলকান্ত পাল হাইস্কুলের কাঞ্চন রায় ও নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিকের তিথি মাহাতো (অনূর্ধ্ব-১৪), আরএস-এর অভিজিৎ রায় ও হিমালয়ান অ্যাথলেটিক অ্যাকাডেমির দিঘি রায় (অনূর্ধ্ব-১২), টাইগারের অমিত রায় ও হিমালয়ানের ভূমিকা রায় (অনূর্ধ্ব-১০), আরএস-এর ঋক রায় ও তরাই অ্যাথলেটিকের রূপসা সরকার (অনূর্ধ্ব-৮) এবং গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির ধ্রুব সিংহ ও তরাই অ্যাথলেটিকের অনুভা রায় (অনূর্ধ্ব-৬)। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ৬২২ অ্যাথলিট অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন চিকিৎসক আশুতোষ ঘোষ, মডেলা কেয়ার টেকার সেন্টার অ্যান্ড স্কুলের সেক্রেটারি সংযুক্তা বসু, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার এবং তুফানি সংঘের সচিব ইন্দ্রজিৎ চন্দ। প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন তরাই অ্যাথলেটিকের সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংযুক্তা ছাড়াও প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বপন দাস, অ্যাথলেটিক্স কোচ দেবকুমার দে, প্রতিযোগিতার বিচারক নিখিল মুহুরি প্রমুখ পুরস্কার তুলে দেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বেরুবাড়ি -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বেরুবাড়ি - এর একজন বাসিন্দা রাজেশ মোহাম্মদ - কে 28.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94B 68241 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " আমাদের জীবনে হয়তো সব স্বপ্ন সত্যি হয় না। কিন্তু ডিয়ার লটারির সাহায্যে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন সত্যি হয়। ভাগ্য পরীক্ষা করতে মাত্র কয়েকটি দশ টাকা লাগে এবং কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অসাধারণ। এই ক্ষেত্রে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।